চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 26 Tuesday, 26 December, 2023 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা ❋ ৯ পৌষ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

এই বড় দিনে সান্তার থেকে বড় উপহার পেল পথ সারমেয়রা। বারাসত পুরসভার উদ্যোগে পথ কুকুরদের জন্য 'ছোট্ট ঘর' বানিয়ে দেওয়া হল তাদের থাকার জন্য। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মুর্শিদাবাদের বুরওয়ান থানার অন্তর্গত কাঁথি-সায়েন্টিয়া স্টেট হাইওয়ের কুলি চৌরাস্তা মোড়ে একটি শৌচালয়ের কাছে একটি ব্যাগ থেকে বোমা উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মুসলিম প্রধান দেশ সৌদি আরবের আবু ধাবিতে তৈরি হচ্ছে প্রথম হিন্দু মন্দির। বিশালাকার এই মন্দির নির্মাণে খরচ আনুমানিক ৭০০ কোটি। ...বিস্তারিত পাতা ৬

রোহিত শর্মাকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন করায় বলেন, ''আমি ক্রিকেট খেলতে চাই। টুর্নামেন্ট, ফর্ম্যাট যাই হোক না কেন।'' ...বিস্তারিত পাতা ৮

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে খ্রিস্টানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বরঃ সমাজকে দিশা দেখাতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সোমবার, বড়দিন উৎসবে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেখা করে এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, ''যীশুখ্রিস্ট একটা ভাল সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমাজকে দিশা দেখাতে খ্রিস্টান সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।'' গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় তাঁর সঙ্গে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন নয়া দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনেই বড়দিন উদযাপিত হয় এবং সেই উপলক্ষে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কিছু সদস্যের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ

আলাপচারিতাও করেন প্রধানমন্ত্রী। আলাপচারিতায় তিনি বলেন, ''এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের মুহূর্ত যে, আমার বাসভবনে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছে। কয়েক বছর আগে পোপের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেটা আমার জন্য খুব স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল।'' এদিন যীশুখ্রিস্টকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''বড়দিন হল সেই দিন, যেদিন আমরা যীশুর জন্মদিন উদযাপন করি। তাঁর জীবনকে স্মরণ করার একটি সুযোগ হল এই দিনটি। যীশুখ্রিস্ট এমন একটি সমাজ তৈরি করার জন্য কাজ করেছিলেন, যেখানে সকলের জন্য ন্যায়বিচার থাকবে। এই মূল্যবোধগুলি আলোর মতো আমাদের দেশের উন্নয়নে দিশা দেখাচ্ছে।'' এদিন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তাঁদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের গুরুত্বও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেন, ''বাইবেলে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর আমাদের যা কিছু উপহার এবং ক্ষমতা দিয়েছেন, সেটা আমাদের অন্যের সেবায় ব্যবহার করা উচিত। বাইবেলে সত্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, একমাত্র সত্যই আমাদের মুক্তির পথ দেখাবে।'' এই মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারি বলেও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

লোকসভা ভোটে প্রার্থী কারা? মঙ্গলেই চূড়ান্ত ফায়সালা? অমিত শাহের হাতেই 'সব'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ পাখির চোখ ২৪। টার্গেট ৩৫। অমিত শাহর দেওয়া 'হোম টাস্ক'। কতটা প্রস্তুত বঙ্গ বিজেপি? মূলত এই নিয়েই আগামীকাল পর্যালোচনা বৈঠক। দুটি পর্যায়ে সাংগঠনিক বৈঠক। রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি সাংসদ বিধায়করাও থাকবেন। কোর কমিটির সঙ্গেও আলাদা বৈঠক করবেন শাহ-নাড্ডা। ঘরোয়া কোন্দলে জেরবার বঙ্গ পদ্ম শিবির। তাই একদিকে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে কড়া বার্তা দেওয়া। আর অন্যদিকে পথে নেমে আন্দোলনের রূপরেখা সহ নানান রণকৌশল চূড়ান্ত হবে বৈঠকে বলে বিজেপি সূত্রের খবর। গত লোকসভা ভোটে ১৮টি আসনে জয় পেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু অনেক কেন্দ্রেই সাংসদদের জনপ্রিয়তা কমেছে বলে খবর। এই জায়গায় নতুন প্রার্থী দেওয়ার পাশাপাশি মহিলা বিধায়ক ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদেরও এবারের ভোটে প্রার্থী করা হবে বলে বিজেপি সূত্রের খবর। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকেও অংশ নেবেন শাহ। আগামীকাল মঙ্গলবার হবে লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক বৈঠক। বঙ্গ সফরে এসে আগেই বাংলা থেকে ৩৫ আসনের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে গিয়েছেন অমিত শাহ। চব্বিশের ভোটে প্রার্থী কারা? বৈঠকে এই নিয়েও আলোচনার সম্ভাবনা।

ফের আদালতে ধাক্কা খেল পুলিশ, জামিন পেলেন গ্রেফতার বাকি ৪ চাকরিপ্রার্থীও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গ্রেফতার হাওয়া ৪ চাকরিপ্রার্থীকে জামিন দিল আদালত। ২ হাজার টাকা বন্ডে এদিন তাঁদের জামিন মঞ্জুর করা হয়। জামিনের পর আদালত চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন চাকরি প্রার্থীরা। তাঁরা জানান, অপরাধী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জেলে পুরে দেওয়া হল। আগামী ৩০ জানুয়ারি তাঁদের ফের হাজিরা দিতে হবে আদালতে। ধৃত ৪ জন চাকরিপ্রার্থীকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে চেয়ে আবেদন করে পুলিশ। কিন্তু আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে আদালত ৪ জনের জামিন মঞ্জুর করে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগে ৫৯ জন আপার প্রাইমারী চাকরি প্রার্থীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত শনিবার ৫৫ জন মহিলা চাকরিপ্রার্থীর জামিন মঞ্জুর করে দিয়েছিল আদালত। বাকি চারজনের জামিন মঞ্জুর করা হল আজ। সোমবার জামিন পাওয়ার পর এক

চাকরি প্রার্থী বলেন, ''আমরা তো অপরাধী নয়। আমরা তো চাকরির আবেদন জানাতে গিয়েছিলাম। তারপরেও আমাদের এভাবে জেলে ঢোকানো হল। আমরা মানসিকভাবে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছি। আর কিছু বলার নেই।'' চাকরিপ্রার্থীরা জানান, ওখানে মূলত মহিলা চাকরি প্রার্থীরা আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা সরাসরি আন্দোলনে সামিল ছিলেন না। এরপরেও তাঁদের আটক করা হয়েছে জোর করে পুলিশ। আন্দোলনকারীদের আইনজীবী আদালতে বলেন, ''তদন্তে কোনও অগ্রগতি নেই। জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কোনও আবেদন পুলিশের নেই। তাই আমার জামিন চাইছি। বিভিন্ন স্কুলে শূন্য পদ পড়ে রয়েছে। ইন্টারভিউ-এর দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়েছিল। মূলত এটা মহিলা চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন ছিল। যে চারজন আছে জেলে। এদের দু'জনকে চায়ের দোকান থেকে তুলে নিয়ে এসেছে পুলিশ। নিরাপত্তা ভাঙার কোনও বিষয় ছিল না। কিছুই রিকভারি হয়নি নতুন করে।''

কল্যাণকে খোঁচা সুকান্তর

'জোকারের মতো মিমিক্রি করছেন, মীরাক্কেলে যান'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের মিমিক্রি করে তুমুল বিতর্কের মুখে বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এত বিতর্ক চললেও, দমে যাওয়ার পাত্র নন কল্যাণ। আবারও সুর চড়িয়েছেন। দাবি করেছেন, ''মিমিক্রি হল অধিকার। ভাবের প্রকাশ। এটা আমার মৌলিক অধিকার।'' কল্যাণের এমন দাবির পর পাল্টা দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। বঙ্গ বিজেপির সভাপতির পাল্টা খোঁচা, ''সংসদ ভবনের সিড়ি মিমিক্রি পারফর্ম করার জায়গা নয়। যদি পারফর্ম করতে হয়, কপিল শর্মার শোয়ে কিংবা মীরাক্কেলে যান। সেখানে গিয়ে মিমিক্রি করুন,

দেখতে ভাল লাগবে।'' বঙ্গ বিজেপির সভাপতির স্পষ্ট বক্তব্য, ''মিমিক্রি অবশ্যই একটি আর্ট। কিন্তু মিমিক্রি করার জায়গা সংসদ ভবন বা সংসদ ভবনের সিঁড়ি নয়। আপনি যদি সংসদে দাঁড়িয়ে ভারতের উপরাষ্ট্রপতিকে মিমিক্রি করেন, তাহলে আপনার মস্তিষ্কের স্থিরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আমার মনে হয়, আপনি একজন সাংসদ হওয়ার যোগ্যই নন।'' সোমবার কলকাতায় ইজেডসিসিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''আজ রাজনীতি কোন পর্যায়ে এসে গিয়েছে! একজন সাংসদ লোকসভার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জোকারের মতো মিমিক্রি করছেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতিকে। আবার সেটার সাফাই দিচ্ছেন, বলছেন মিমিক্রি একটা আর্ট।'' উল্লেখ্য, কিছুদিন ধরেই উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের মিমিক্রি করা নিয়ে জোর সমালোচনার মুখে পড়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও কল্যাণও একের পর এক দলীয় সভা থেকে পাল্টা আত্মপক্ষ সমর্থনে সওয়াল চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সোজাসাপ্টা বক্তব্য, ''এক বার করেছি। দরকারে হাজার বার করব। আমাকে জেলে দিতে পারেন। খুন করতে পারেন। কিন্তু লড়াই থামবে না।''

ফের মাথা চারা দিচ্ছে কোভিড! বিশ্বজুড়ে রোগীর সংখ্যা বাড়ল প্রায় ৫২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বরঃ ফের মাথা চারা দিচ্ছে কোভিড! গত চার সপ্তাহে ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে নতুন কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ৮ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি নতুন কেস রিপোর্ট করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গিয়েছে যে, আগের ২৮ দিনের তুলনায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা ৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং ৩ হাজারেরও বেশি নতুন মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ৭৭ কোটি ২০ লাখের বেশি নিশ্চিত সংক্রমণের খাবর পাওয়া গিয়েছে এবং প্রায় ৭০ লাখের বেশি মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরও জানিয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এ ১ লাখ ১৮ হাজারের বেশি নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে এবং ১ হাজার ৬০০ জনের বেশি রোগী আইসিইউতে ভর্তি হয়েছে। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের একটি উপ-বংশ জেএন.১ অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি হওয়ার ফলে একে আলাদা একটি ভ্যারিয়েন্ট হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সোনা, হিরের গয়না! কামারহাটির ইঞ্জিনিয়ারের ফ্ল্যাটে ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ ইডির হানায় উঠে এল আড়াই কিলো সোনা, হিরের গয়না। কামারহাটি পুরসভার এক ইঞ্জিনিয়ার। নাম তমাল দত্ত। তাঁর বাড়ি থেকেই এই বিপুল জিনিস উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। তমালের অর্জুনপুরের ফ্ল্যাট থেকে এই সম্পত্তির নথি ও গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। চাকরি পাওয়ার ৬ বছরের মধ্যে এত টাকার সম্পত্তি কীভাবে জানতে চায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট ইডি দিল্লিতেও পাঠিয়েছে বলে খবর। পুর-দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে এই সমস্তের খোঁজ পেয়েছে ইডি। প্রশ্ন উঠছে, তা হলে কি চাকরি বিক্রির টাকাতেই এই বিপুল সম্পত্তি তমালের? এই সম্পত্তি এবং গয়না বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি চেয়েছে তারা। একজন ইঞ্জিনিয়ারের মাত্র ৬ বছরের কর্মজীবন। তার মধ্যে কীভাবে এই সম্পত্তি হল, তা জানতে চান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এই সম্পত্তি এবার ইডির স্ক্যানারে। সূত্রের খবর, যে সম্পত্তির নথি তদন্তকারীরা পেয়েছেন, তা প্রায় কোটি টাকার কাছাকাছি। যদিও তমাল দত্তর দাবি, পারিবারিক সম্পত্তি বা পারিবারিক গয়না। ইডি সূত্রে খবর, এ দাবির সপক্ষে এখনও তমাল দত্ত কোনও নথি পেশ করতে পারেননি।

ফুটবল আর স্বামী বিবেকানন্দের ছবি নিয়ে মিছিল তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ অমিত শাহের কলকাতা সফরের দিনেই প্রতিবাদে নামবে তৃণমূল। অন্তত এমনই ঘোষণা করা হয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকে। বড়দিনের পরের দিন, ২৬ ডিসেম্বর রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর সেই দিনই প্রতিবাদ দিবস পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বলা হয়েছে, অমিত শাহ যখন এই রাজ্যে থাকবেন, তখন সব ব্লকে ব্লকে হবে প্রতিবাদ মিছিল। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এই প্রতিবাদের আয়োজন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ফুটবল নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করবে তৃণমূল। এর আগে, ব্রিগেডে গীতাপাঠ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথা তুলেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই আন্দোলন পরিচালনা করা হবে। কলকাতায় এই প্রতিবাদ-আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকবেন সায়নী ঘোষ। স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ও ফুটবল নিয়ে প্রতিবাদ করা হবে। এ দিকে বিজেপি সূত্রে খবর, ঘরোয়া কোন্দলে কার্যত নাজেহাল হয়ে পড়া সংগঠনকে শক্তিশালী করা ও আগামী লোকসভা নির্বাচনের রূপরেখা তৈরি করা, এই দুই কাজ নিয়েই এ রাজ্যে উপস্থিত হচ্ছেন অমিত শাহ। আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী কাদের করা হতে পারে, তা নিয়েও নাকি একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্তের কথা অমিত শাহ জানিয়ে যেতে পারেন বলে ইঙ্গিত মিলছে।

বড়দিনের উৎসবে মেতেছে শহর

চিড়িয়াখানা-ইকো পার্ক-সায়েন্স সিটিতে ভিড় টানার লড়াই! জিতল কে?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রকমারি সান্তা টুপি পরা মাথার ভিড়। কখনও পথ চলতে চলতে সাজানো ক্রিসমাস ট্রি-র সামনে নানান পোজে সেলফি তোলার হিড়িক। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাত ছাপিয়ে সেই ভিড় ধীরে ধীরে নেমে এল রাস্তায়। কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানে লম্বা লাইনে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জো! বড়দিনে শহর কলকাতার ছবিটা ছিল খানিকটা এ রকমই। সোমবার সকাল থেকেই পার্ক স্ট্রিটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভিড়ের দৌড়ে পিছিয়ে নেই ভিক্টোরিয়া-চিড়িয়াখানা-ইকোপার্কও। বড়দিন মানেই উৎসব মুখর কলকাতাবাসী। প্রতিবারের মতো এবছরও তিলোত্তমার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ছিল উপচে পড়া ভিড়। তিল ধারণের জায়গায় ছিল না আলিপুর চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, ইকো পার্ক সহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মানুষের ঢল। কচিকাঁচা থেকে বড়, সকলেই শীতের আমেজে হালকা রোদ্দুর গায়ে মেখে সেলিব্রেশনে মেতেছেন।

বড়দিনে ঠান্ডা গায়েব হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিল হাওয়া অফিস। কিন্তু তাই বলে বড়দিনের আনন্দে এতটুকু ভাটা পড়েনি। সোমবার সকাল থেকেই শাল-সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন

কাতারে কাতারে মানুষ। এদিন সকাল থেকেই আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে ছিল লম্বা লাইন। নির্দিষ্ট সময় চিড়িয়াখানা খুলেছে। তবে তার বহু আগে থেকেই মানুষের টিকিট কাটার লাইন দেখা গিয়েছে। যা সামলানোর জন্য ছিল নিরাপত্তার কড়া বন্দোবস্ত। গতকাল রবিবারই চিড়িয়াখানায় ৭০ হাজারের বেশি দর্শক গিয়েছিলেন। বছরের শেষ দিন ও নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এইরকম ভিড় থাকবে বলে মনে করছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। গত কয়েক বছরে কলকাতার বাসিন্দাদের কাছে আরও একটি ভ্রমণের স্থান হয়ে উঠেছে ইকো পার্ক। বিশাল জায়গা জুড়ে এই দর্শনীয় স্থানটিতে পাখিবিতান, বাটারফ্লাই গার্ডেন, স্কাল্পচার গার্ডেন, রেন ফরেস্ট, বিভিন্ন ফলমূলের বাগান, ফ্লোটিং মিউজিক ফাউন্টেন, গ্লাস হাউসের পাশাপাশি সপ্তম আশ্চর্যকে চেটেপুটে উপভোগ করেন দর্শকরা। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সাধারণ দর্শকদের জন্য ইকো পার্ক সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সোমবার সাধারণত ইকো পার্ক বন্ধ থাকে। তবে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন ইকো পার্ক খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সকাল থেকে জমজমাট ছিল নিক্কো পার্কও। রকমারি জয় রাইডের মজা উপভোগ করতে কলকাতার পাশাপাশি দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে ভিড় করেন। অনেকেই আবার এবছর ভি। এড়াতে ঢুঁ মেরেছেন নিউটাউনের হরিণালয় অর্থাৎ মিনি চিড়িয়াখানায়। ইকোপার্ক লাগোয়া এই চিড়িয়াখানায় জেব্রা, জিরাফ, বিদেশি বানর, বিদেশি পাখি মন ছুঁয়ে নিচ্ছে দর্শকদের। বড়দিনে দর্শকদের আকর্ষণ ছিল সায়েন্স সিটিতেও। সকাল থেকে সেখানেও ভিড় চোখ পড়ে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্ক স্ট্রিট উৎসবমুখী জনতার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে শুরু করে। ক্রমশ ভিড় বাড়তে থাকে সেখানকার একাধিক রেস্তরাঁয়। সন্ধ্যার দিকে আলোর রোশনাইয়ে উৎসব প্রাঙ্গণের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। সন্ধ্যার পর থেকে ভিড়ের নিরিখে পিছিয়ে ছিল না বো বারাকও।

ক্রিসমাসের শুভেচ্ছাবার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

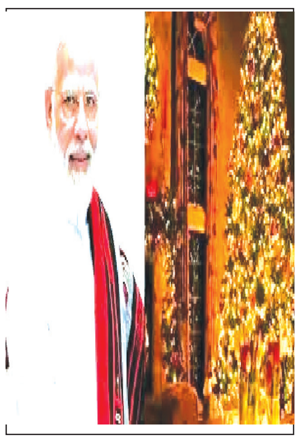

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ক্রিসমাস উপলক্ষে জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি দেশবাসীকে প্রভু খ্রিস্টের মহ শিক্ষাগুলি স্মরণ করতে উপদেশ দেন।প্রধানমন্ত্রী সোমবার সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে দেশবাসীকে ব।দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, সবাইকে মেরি ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা! এই উসবের ঋতু সবার জন্য বযে. আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। আসুন আমরা সম্প্রীতি ও সমবেদনার চেতনা উদযাপন করি যা ক্রিসমাসের প্রতীক। এমন একটি বিশ্বের দিকে আমরা অগ্রসর হই যেখানে প্রত্যেকে সুখী এবং স্বাস্থ্যকর থাকবে। আসুন আমরা প্রভু খ্রিস্টের মহ শিক্ষাগুলি স্মরণ করি।

কেরলে করোনা পজিটিভ ১২৮ জন, মৃত ১

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ ডিসেম্বর ঃ কেরলে করোনা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বর্তমানে ১২৮। কেরলে করোনায় আক্রান্ত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, কেরলে গত ২৪ ঘন্টায় ১২৮ জন রোগী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশব্যপী করোনার রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টাকেরলে ১২৮ জন রোগী

উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন

জাগিরোড (অসম), ২৬ ডিসেম্বর রবিবার জাগিরোডের বিধায়ক তথা জলসম্পদ, তথ্য ও জনসংযোগ, সামাজিক ন্যায় এবং সংসদীয় পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা সহ বহুজনকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জাগিরোড শহরে বিপুল জনতার উপস্থিতিতে যে সকল প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন সেগুলি যথাক্রমে ৮৫.৯৬ কোটি টাকার একটি রেলওয়ে ওভার ব্রিজ, ৯.৫৬ কোটি টাকার ওয়াটারফ্রন্ট উন্নয়ন প্রকল্প, ৯.৫ কোটি টাকার পূর্ত পরিদর্শন ভবন, ১.৯৫ কোটি টাকা মূল্যের জাগিরোড উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একটি স্থায়ী কার্যালয় ভবন এবং ৭.২০ কোটি টাকার ৭৫০ আসন বিশিষ্ট বহুমুখী একটি অডিটোরিয়াম।এতগুলি প্রকল্পের উদ্বোধন করে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্পগুলির বর্ণনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' এতগুলি প্রকল্পের উদ্বোধন হওয়ায় জাগিরোড নির্বাচনী এলাকায় একটি মেগা উন্নযনের জোয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আজ জাগিরোডে ৮৫.৯৬ কোটি টাকা মূল্যের একটি রেলওয়ে ওভার ব্রিজ হযেছে। আমরা একটি সাইকেল ট্র্যাক এবং তরঙ্গ বিল হ্রদের পাড়ে সৌন্দর্যায়নও পেয়েছি। পিডব্লিউডি পরিদর্শন ভবনটি ৯.৫ কোটি টাকায় তৈরি করা হযেছে। এছাড়া স্থায়ী ভবন পেয়েছে জাগিরোড উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। একটি সুন্দর ৭৫০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামও নির্মাণ করা হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, জনসংযোগ বিভাগের একটি ডিজিটাল এলইডি বিল বোর্ডও তৈরি করা হয়েছে।'মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেছেন, খুব শীঘ্রই জাগিরোড নির্বাচনী এলাকায .একটি বড় বিনিয়োগের সুসংবাদ আসবে। তিনি বলেন, জাগিরোডে উন্নযনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। এতে মধ্য অসমের চেহারা পাল্টে দেবে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী জাগিরোড শহরের নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে আরও ৫০ কোটি টাকার প্রকল্পেরও ঘোষণা করেছেন।হিমন্তবিশ্ব শর্মার আরও ঘোষণা, জাগিরোডে একটি নতুন ফায়ার ব্রিগেড সেন্টার হবে। আশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে জাগিরোড নির্বাচনী এলাকায় মরিগাঁও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধন করতে সক্ষম হবে তাঁর সরকার।

গুজরাটের দ্বারকায় মহারাসের রেকর্ড গড়েছেন আহির সম্প্রদায়ের মহিলারা

দ্বারকা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ গুজরাটের দ্বারকায় রবিবার মহারাসের রেকর্ড গড়েছেন আহির সম্প্রদায়ের মহিলারা। গুজরাটের দ্বারকার নাগেশ্বর রোডের রুকমিন মন্দিরের কাছে নন্দগাঁওয়ে অহির সম্প্রদায়ের মহিলারা রবিবার সকাল ৮টায. সর্বভারতীয় মহারাস সংস্থার কর্মসূচিতে রেকর্ড তৈরি করেছেন।রবিবার সকালে নন্দগাঁওয়ে ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত হয়ে ৩৭ হাজারের বেশি মহিলা অহিরানী মহারাসোর অনুষ্ঠান করেন। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ এই অসামান্য অনুষ্ঠানের সাক্ষী হন। সমাজের হাজার হাজার মহিলা একত্রে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে নবলখী চুন্দ্রিসহ গলায় স্বর্ণালঙ্কার পরে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। এই অনুষ্ঠান দেখতে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দুবাই থেকে মানুষজন এসেছিলেন। রবিবার ভোর পাঁচটা থেকেই এখানে মানুষজন আসতে শুরু করেছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রথম বক্তৃতা দেন ব্রহ্মা কুমারী দিদি। এরপর মাঠে ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।আহির সম্প্রদায়ের মহিলারা মহারাস গরবা পরিবেশন করে এবং রাস আকারে দ্বারকাধীশ ভগবান শ্রী কৃষ্ণের চরণে নিবেদন করে। দ্বারকার প্রাঙ্গণে এটি একটি বিশ্ব রেকর্ড বলে মনে করা হয।ব্রজে গোপীদের সঙ্গে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের নৃত্য বিশ্ব বিখ্যাত। দ্বারকায. ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূ এবং বানাসুর কন্যা ঊষা রাস অভিনয় করেছিলেন। এরপর গুজরাটে শুরু হয় গরবা। লোক মতে জানা যায় প্রায় ৫৫০ বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ কচ্ছের ব্রজওয়ানিতে আহির সম্প্রদায়ের মহিলাদের সঙ্গে রাস খেলতে ঢোলি রূপে এসেছিলেন। তাঁর স্মরণে মহারাসের আয়োজন করা হয়। মহারাসের আগের রাতে জাগরণ অনুষ্ঠিত হয। এই অনুষ্ঠানে মালদে আহির রচিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক একটি নাটক পরিবেশিত হয়। এরপর ব্রজবাণী রাস পরিবেশন করেন সবীবেন আহির। অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দ্বারকার জগ মন্দির আলো দিয়ে সাজিয়ে আলোকিত করা হয়।

বিদেশী হানাদারদের আক্রমণের পরিমার্জন অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দিরঃচম্পত রাই

অযোধ্যা, ২৫ ডিসেম্বর ঃবিদেশী হানাদারদের আক্রমণের পরিমার্জন হল অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দির। এই মন্তব্য করলেন শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই। তিনি বলেছেন, শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরে আগামী ২২ জানুয়ারি হতে চলা প্রাণ প্রতিষ্ঠার আনন্দের মুহূর্তের সঙ্গে আমি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের আনন্দকে তুলনা করতে পারছি। তিন দিনব্যাপী 'অযোধ্যা উৎসব'-এর দ্বিতীয় দিনে, রবিবার হিন্দুস্থান সমাচার গোষ্ঠীর পত্রিকা নবোত্থানের বিশেষ সংখ্যা উন্মোচনের পর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন চম্পত রাই। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর উদ্যোগে অযোধ্যার শ্রী মণিরাম দাস ছাউনিতে অবস্থিত শ্রী রাম সসঙ্গ ভবনে 'অযোধ্যা উৎসব' আয়োজন করা হয়েছে।১৯৬২ সালের যুদ্ধের কথা স্মরণ করে চম্পত রাই বলেন, ভারতীয় সংসদ জনগণের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রাই বলেন, ১৯৬২ সালে চিন ভারতের ওপর আক্রমণ করেছিল। দখল করেছে বিশাল ভূখন্ড। চিনের দখলকৃত জমি সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস করেছিল সংসদ। আমরা প্রতি ইঞ্চি জমি ফিরিয়ে নেব। তা সত্ত্বেও এটাকে নিছক সংসদের প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। সংসদ ভারতের সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৬২ সালের ঘটনা ও ১৯৬৩ সালের প্রস্তাবের পর কত বছর কেটে গিয়েছে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। এখনও এক ইঞ্চি জমিও নেওয়া হয়নি। একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, অটলজি আমেরিকা থেকে ফোন পেয়েছিলেন। আপনি এখানে আসুন। অটলজি বলেছিলেন তিনি আমেরিকায় যাবেন না। কিসের অনুপ্রেরণা কাজ করছিল? চম্পত রায় এই বলে ব্যাখ্যা করেছেন, বিদেশী আক্রমণ মানে একটি জাতির অপমান। রাশিয়া ও ইউক্রেন এবং ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে তিনি বলেন, তাঁরা সবাই নিজেদের অপমান ও বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করছে। এটা বিদেশী হানাদার অর্থাৎ জাতির জন্য অপমান। তাই জাতির প্রতি অপমান সংশোধন করা প্রয়োজন। শ্রী রাম মন্দির নির্মাণ এমন একটি অনুভূতির ফল। এটা বিদেশী হানাদারদের সংশোধন।চম্পত রাই বলেছেন, অযোধ্যায় ৩০০০টি মন্দির হবে। এখানকার সকল সাধু ও মহাত্মারা যুদ্ধ করেছেন। যা অগুনতি। এমনকি সরকারও কখনও গুণতে পারবে না। পরিস্থিতি এমন ছিল যে কখনও অযোধ্যার মানুষ, কখনও অযোধ্যার সমাজ আবার কখনও হনুমানগড়ের মানুষ এই সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কখনও দিগম্বর আবার কখনও নির্মোহী আখড়া এই ধারা অব্যাহত রেখেছে। কারণ, এটি আমাদের আরাধ্য দেবতা শ্রী রামের জন্মস্থান। এই পৃথিবীতে আর কোনও জন্মভূমি হতে পারে না। জন্মস্থান হস্তান্তরযোগ্য নয়। তাই এটি আমাদের ঈশ্বরের জন্মস্থান মন্দির। এই সংগ্রাম শুধু শ্রীরাম মন্দিরের লড়াই ছিল না। বিষয় হল, জাতির মন্দির এবং সম্মানের মন্দিরের।চম্পত রাই বলেছেন, শ্রী রামের মন্দির নির্মাণে কোনও এক ব্যক্তি অথবা সংস্থার কোনও সমর্থন নেই। কোটি কোটি মানুষের সহযোগিতায় এটি নির্মিত হচ্ছে। কেউ মন্দির নির্মাণের জন্য অনুদান দিয়েছেন, এমনটা ভেবে যেন ভুল না করেন। বরং বুঝতে হবে প্রতিটি ভারতীয় মন্দির নির্মাণে অবদান রেখেছেন। এটি ভারতের কোটি কোটি মানুষের কঠোর পরিশ্রমে নির্মিত হচ্ছে। মন্দির নির্মাণে ১০০০ বছরের কঠোর পরিশ্রম এবং ত্যাগ জড়িত।

আসুন সকলের কল্যাণের জন্য একসঙ্গে কাজ করার সংকল্প করিঃরাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ আসুন সকলের কল্যাণের জন্য একসঙ্গে কাজ করার সংকল্প করি, সোমবার ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে একথা লিখেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু।ক্রিসমাস দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার জনগণকে সকলের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ তিনি লিখেছেন, আনন্দের উৎসব সকলের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও সহানুভূতির বার্তা ছড়িয়ে দেয়। সকলের জন্য শুভ বড়দিন! আসুন আমরা যিশু খ্রিস্টের শিক্ষাগুলি স্মরণ করি এবং সকলের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য একসঙ্গে কাজ করার সংকল্প করি ।দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রবিবার মধ্যরাত থেকেই ক্রিসমাস উদযাপন শুরু হয়ে গিয়েছে। গির্জাগুলি আলো দিয়ে সাজিয়ে আলোকিত করা হয়েছে। ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে সব রাজ্যে আতশবাজি ফাটানো হয়েছে। দিল্লির সেক্রেড হার্ট ক্যাথিড্রাল চার্চে মধ্যরাত থেকে ক্রিসমাস পালিত হচ্ছে। ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে ক্যারল গান, চকচকে ক্রিসমাস লাইট, এবং সুন্দর করে সাজানো ক্রিসমাস ট্রি সকলকে আনন্দ দিচ্ছে।

দুর্গাপুরে মিষ্টির দোকানে গ্যাস লিকে মৃত্যু ২ কারিগরের, অসুস্থ ৬

দুর্গাপুর, ২৫ ডিসেম্বর ঃ দুর্গাপুরের বিজোনের উইলিয়াম কেরি মো।রে সামনে একটি মিষ্টির দোকানে গ্যাস লিক করে মৃত্যু হল ২ কারিগরের। সোমবার ঘটনাটি ঘটে। অসুস্থ অবস্থায় শোভাপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও ৬ জন। মৃত ও অসুস্থরা সবাই বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড়ার বাসিন্দা।অন্যদিনের মতো গতকাল রাতে মিষ্টির দোকানে ঘুমোচ্ছিলেন আটজন কারিগর। সেইসময় এই ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, এদিন ভোররাতে ওই কারিগরদের মধ্যে একজন ফোন করেন দোকান মালিক মিলন মণ্ডলকে। তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এরপর অচৈতন্য অবস্থায় আটজনকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিসক পরীক্ষা করে দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি ৬ জন অসুস্থ অবস্থায় ওই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

যাত্রী সাথী অ্যাপেও বুক করা যাবে অ্যাম্বুল্যান্স!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্যে সকল জনগনের জন্য দারুন পরিসেবা দিতে চলেছে ' সাথী' অ্যাপ। ভবিষ্যতে ইকো পার্ক-সহ কলকাতার বিভিন্ন সরকারি বিনোদন পার্কের টিকিট থেকে অ্যাম্বুল্যান্সও বুক সবই করা যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে। গত বৃহস্পতিবার পরিবহণ দফতর সূত্রে মিলেছে এই খবর।ফতরের এক কর্তা বলেন, ' চাইছি, মানুষ হয়রানির হাত থেকে বাঁচুন। সে জন্যই যাত্রী সাথী অ্যাপে বিনোদন পার্ক থেকে শুরু করে অ্যাম্বুল্যান্স বুকিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'গাড়ির বুকিং দিয়ে 'যাত্রী সাথী' অ্যাপের পথচলা শুরু হয়েছে মাস চারেক আগে। কিছুদিন হলো তাতে চিড়িয়াখানা, জলপথ পরিবহণের টিকিটিও কাটা যাচ্ছে। নতুন বছরের শুরু থেকে মিলবে অ্যাম্বুল্যান্স বুকিংয়ের সুবিধে। স্বাস্থ্য ও পরিবহণ দফতরের কর্তারা এ নিয়ে দিন কয়েক আগেই অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে সরকারি সূত্রে খবর।মহানগরের এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে যাওয়ার সময়ে অ্যাম্বুল্যান্স দ্বিগুণ, তিনগুণ ভাড়া চায় বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ঠিক হয়েছে, ' সাথী'-তে অ্যাম্বুল্যান্স বুক করলে প্রতি ১০ কিমি যেতে নন-এসিতে ১ হাজার টাকা ভাড়া লাগবে। এসি-তে লাগবে ১,২০০ টাকা। দূরত্ব ১০ কিলোমিটারের বেশি হলে ২০ টাকা করে প্রতি কিলোমিটারে দিতে হবে রোগীর পরিবারকে।অ্যাডভান্সড লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীকে ১০ কিমি নিয়ে যাওয়ার জন্য ৩,৫০০ টাকার বেশি ভাড়া নেওয়া যাবে না। এরপর কিমি পিছু সর্বোচ্চ ভাড়া হবে ৬৫ টাকা। শহরের বাইরে গেলেও এর বেশি ভাড়া নিতে পারবেন না কোনও চালক।পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ' তাড়াতাড়ি যাত্রীসাথী অ্যাপে অ্যাম্বুল্যান্স বুকিংয়ের সুবিধে মিলবে। আমাদের তরফে এ জন্য যা যা করার সবই করা হচ্ছে।' অ্যাপে অ্যাম্বুল্যান্স বুকিং চালু হলে রোগীর পরিবারের হয়রানি অনেক কমবে বলে দাবি পরিবহণ দফতরের কর্তাদের।

বড়দিনের আগেই বড় খবর কলকাতায়! সস্তা হল এলপিজি, দাম কত হল?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ফের কলকাতায় সস্তা হল গ্যাস সিলিন্ডার। নতুন বছরের আগে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমালো তেল কোম্পানিগুলো। গার্হস্থ্য সিলিন্ডারের দামে কোনও বদল আসেনি। এই নিয়ে টানা বেশ কয়েক মাস গার্হস্থ্য সিলিন্ডারের দাম না কমলেও বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম অদল বদল হয়েছে। এবার ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমিয়ে গ্রাহকদের ক্রিসমাস এবং নববর্ষের আগাম উপহার দিল কেন্দ্র। নয়া নির্দেশ অনুযায়ী, ২২ ডিসেম্বর থেকেই নতুন দাম প্রযোজ্য হবে। বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দামের এই হ্রাস হোটেল এবং রেস্তোরাঁ মালিকদের অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছে। সাড়ে ৩৯ টাকা কমেছে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম। এর আগে কলকাতায় বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ছিল ১৯০৮ টাকা, সেই দাম কমে হলে ১৮৬৯ টাকা। পাশাপাশি অন্য শহরেও দাম কমানো হয়েছে। দিল্লিতে যেখানে সিলিন্ডারের দাম ছিল ১৭৯৬.৫০ টাকা, তা কমে হয়েছে ১৭৫৭.৫০ টাকা। মুম্বইতে বাণিজ্যক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১৭৪৯ টাকা থেকে কমে হয়েছে ১৭১০ টাকা ও চেন্নাইতে ১৯৬৮.৫০ টাকার পরিবর্তে ১৯২৯.৫০ টাকায.পাওয়া যাবে ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার। এই নিয়ে চলতি মাসেই তিনবার কমানো হল বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম। গত ১ ডিসেম্বরে ১৯ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম পরিবর্তন করা হয়। ১৬ নভেম্বর, বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৫৭ টাকা কমানো হযেছিল। এরপরে ২২ ডিসেম্বরেও কমানো হল গ্যাস সিলিন্ডারের দাম।

২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিকল্প নেইঃঅজিত পাওয়ার

মুম্বই, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিকল্প নেই, সোমবার এই মন্তব্য করেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। তিনি এদিন আরও বলেন, এখন পর্যন্ত দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কোন বিকল্প নেই। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এদিন একথা বলেন।সোমবার মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার পরিকল্পনা নিযে. বিরোধী দলগুলি সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কোন বিকল্প নেই।সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, আপনারা অনেক অপপ্রচার করেন। তবে কে দেশের স্বার্থ রক্ষা করবে, কার হাতে দেশ নিরাপদ, শক্তিশালী হবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কারা দেশের ভাবমূর্তিকে বাড়িয়েছে, এই বিষয়গুলি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও জানান, আমরা তিনটি রাজ্যের (সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের) ফলাফল দেখেছি - ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান। এই তিন রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি জিতেছে।

২ ঘণ্টা অন্তর বাংলাদেশ নির্বাচনের ভোটের হার জানাবে কমিশন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভোট ঘিরে ভারতের প্রতিবেশী এই দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা করছেন। পাশাপাশি গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে তপর সে দেশের নির্বাচন কমিশন। রবিবার ময়মনসিংহে বাংলাদেশের পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী বাবিবুল আউয়াল। সেই বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘোষণা করেছেন তিনি।বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোটের দিন গোটা দেশে নজরদারির কথা জানিয়েছেন। ৭ জানুয়ারি ভোটপ্রক্রিয়ার উপর কমিশন নজরদারি চালাবে বলেও জানিয়েছেন। কত শতাংশ ভোট পড়ল তা প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর কমিশন জানাবে বলেও ঘোষণা করেছেন নির্বাচন কমিশনার। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে ভোটগ্রহণের হার প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর প্রকাশ করা হবে। কোথায় দুপুর ২ টোয় ৩০ শতাংশ ভোট পড়েছে। আর ৩টেয় ৯০ শতাংশ ভোট পড়ে। তাহলে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না।ময়মনসিংহের পুলিশ আধিকারিক এবং প্রার্থীদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছে নির্বাচন কমিশনার। কোনও বৈঠকেই সাংবাদিকদের ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে কমিশনার জানিয়েছেন, কোথাও কোথাও পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ পেয়েছি। কিন্তু অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগ নেই। ভোটগ্রহণের সময় কোথাও কোনও কারচুপির অভিযোগ পেলে ভোট বন্ধ করে দেওয়ার কথাও এ দিন জানিয়েছেন বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকীতে সুশাসন দিবস উদযাপন দেশজুড়ে

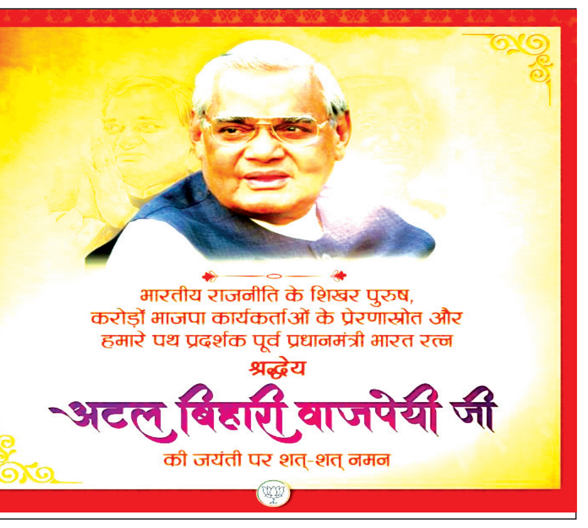

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বরিষ্ঠ নেতা ভারতরত্ন প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৯৯তম জন্মবার্ষিকীতে সুশাসন দিবস উদযাপন হচ্ছে দেশজুড়ে। দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে দেশজুড়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর গুণাবলীকে স্মরণ করে বিজেপি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে - 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 'ভারতরত্ন' শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ী জিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভারতীয় রাজনীতির চূড়া, লক্ষ লক্ষ বিজেপি কর্মী এবং আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।' তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাও এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন - 'জাতীর উন্নতি এবং জনসেবায় নিবেদিত তাঁর সমগ্র জীবন সর্বদা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।'

পাথরপ্রতিমায় বাঘের আতঙ্কে ঘরবন্দি গ্রামবাসীরা

পাথরপ্রতিমা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার শ্রীধরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপেন্দ্রনগর এলাকার নদীর চরে দেখা মিলেছে বাঘের পায়ের ছাপ। শনিবার বেলার দিকে পাশের ধান জমিতেও বাঘের একাধিক পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে। রবিবার দুপুর এবং সন্ধ্যা নাগাদ লোকালয়ের পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গর্জন শোনা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আতঙ্কে এলাকার গ্রামবাসীরা কার্যত ঘরবন্দি হয়ে গিয়েছেন।বাঘের উপস্থিতির খবর পেয়ে বন দফতরের রামগঙ্গা, রায়দিঘি ও ধনচি রেঞ্জের আধিকারিক ও কর্মীরা এসে হাজির হয়েছেন। বাঘকে ধরার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাপনাও করেছেন তাঁরা। ধনচির জঙ্গলের ঠিক উল্টোদিকের লোকালয়ে, জঙ্গল বরাবর নদীর ধারে নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। রবিবার দুপুর এবং সন্ধ্যা নাগাদ লোকালয়ের পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গর্জন শোনা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাঘের আতঙ্কে অন্ধকার নামতেই বাঁশ, লাঠি নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন গ্রামবাসীরা। নদীর চরে জ্বালানো হয়েছে টায়ার ও মশাল। বনকর্মীদের পাশাপাশি গোবর্ধনপুর উপকূল থানার পুলিশকর্মীরাও টহল দিচ্ছেন এলাকায।বন কর্মীদের অনুমান, বাঘটি সু ন্দরবনের কলসের জঙ্গল থেকে নদী পেরিয়ে লোকালয়ের জঙ্গলে ঢুকেছে। সোমবার সকাল থেকে বনকর্মীরা বাঘের পায়ের ছাপ দেখে তাঁর যাওয়ার দিক নির্ণয়ের পাশাপাশি বাঘটিকে খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মতিহারিতে পুলিশের উপর হামলায় আহত থানার ওসিসহ পাঁচ, গ্রেফতার চার

পূর্ব চম্পারন, ২৫ ডিসেম্বর ঃবিহারের তুরকাউলিযা. থানার চৈনপুর গ্রামে হামলার ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে আসা পুলিশের ওপর হামলা চালায. অভিযুক্তের পরিবারের সদস্য ও গ্রামবাসীরা। মহিলারা পুলিশের ওপর ফুটন্ত জল ছুড়ে মারে। ঘটনায় থানার ইনচার্জ অনিল কুমারসহ একাধিক পুলিশ আহত হয়েছেন। ঘটনায় চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজ চলছে। আহত পুলিশ সদস্যদের তুরকাউলিয়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।থানার ওসি অনিল কুমার জানান, আদালত থেকে জারি করা ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল চৈনপুর গ্রামে অভিযান চালায়। সেই সময় বাড়ির মহিলারা পুলিশকে দেখে গালিগালাজ করে। এবং গরম জলও ছুড়ে মারে।

বিজেপির পার্টি অফিস দখল করে ব্যবসায়ী কে ভাড়া দিয়ে মুনাফা লোটার অভিযোগ

হুগলি,২৫ডিসেম্বরঃবিজেপির পার্টি অফিস দখল করে ব্যবসায়ী কে ভাড়া দিয়ে মুনাফা লোটার অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।এবার সেই পার্টি অফিস পুনরুদ্ধার করলো বিজেপি।বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।ঘটনা তারকেশ্বরের তালপুর এলাকার।বিজেপির অভিযোগ দশ বছর আগে তালপুরে বিজেপির অঞ্চল কমিটির উদ্দ্যোগে একটি দলীয় কার্যালয় নির্মাণ করা হয় ।গত বিধান সভা ভোটের পর তালপুর এলাকায় অবস্থিত বিজেপির সেই দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা।পরে দলীয় কার্যালয়ের জায়গা দখল করে ব্যবসায়ীদের ভাড়া দিয়ে এতদিন মুনাফা লুটছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। অটল বিহারী বাজপেয়ির জন্ম দিনে সেই পার্টি অফিস পুনরায় দখলে নেয় বিজেপি।পুনরুদ্ধার করা দলীয় কার্যালয়ে পালন করা হয় অটল বিহারী বাজপেয়ির জন্মদিন।যদিও বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।তৃণমুল নেতা তথা জেলা পরিষদের সদস্য পঙ্কজ কারক বলেন তালপুর এলাকায় বিজেপির কোনো দলীয় কার্যালয় ছিল না।যে জায়গার কথা বিজেপি বলছে সেটি বিতর্কিত জায়গা এবং জায়গাটি পি ডব্লিউ ডির অধীন।তবে ফ্ল্যাগ যেকোনো দল যেকোনো জায়গায় লাগাতেই পারেন তৃণমূল কোনো দিন বাঁধা দেয়নি।পি ডব্লিউ ডির জায়গায় যে কেউ ব্যবসা করতে পারেন এখানে ভা।া দেওয়া বা নেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই।কেউ টাকা নিয়ে ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছে এই অভিযোগ সম্পুর্ন মিথ্যে।

করোনায় আক্রান্ত মহারাষ্ট্রের কৃষিমন্ত্রী

মুম্বই, ২৫ ডিসেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের কৃষিমন্ত্রী ধনঞ্জয.মুন্ডে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার সোমবার এই তথ্য জানিয়েছেন। অজিত পাওয়ার সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান।তিনি বলেন, করোনা সংক্রমণ নিযে. আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি আরও জানান, রাজ্যের প্রশাসন বেশি করে করোনা পরীক্ষার জন্য সব রকমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারি আধিকারিকদের এসংক্রান্ত সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।ধনঞ্জয় মুন্ডের কার্যালয়ের একজন কর্মী জানিয়েছেন, নাগপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের শেষদিনে (২০ ডিসেম্বর) মুন্ডে করোনা পরীক্ষা করেছিলেন।

ভয়াবহ আগুন আলিপুরদুয়ারে ভস্মীভূত দোকান

আলিপুরদুয়ার, ২৫ ডিসেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ার শহরের ব।বাজারে ভয়াবহ আগুন । ভস্মীভূত হয়ে গেল বাজারের একটি ব। দোকান। দমকলকর্মী ও স্থানীয়দের তপরতায় রক্ষা পেল বাজারের অন্যান্য দোকানপাট। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাজার এলাকায় ব্যপক আতঙ্ক ছ।য়ে প।।জানা গিয়েছে, এদিন রাত দুটো নাগাদ আলিপুরদুয়ারের ব।বাজার এলাকার একটি খেলনা ও কসমেটিকসের দোকান থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন বাজারের এক নাইট গার্ড। নিমেষে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করে দোকানটিতে। এর পরই নাইট গার্ডের চিকার চ্যাঁচামেচিতে ঘটনাস্থলে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় তিন ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। দমকলকর্মীদের সঙ্গে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরাও। এই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোকানের তিনটি তল। ক্ষতিগ্রস্থ দোকানটিতে বাচ্চাদের প্রচুর খেলনা ও কসমেটিকস মজুত ছিল বলে খবর।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৬ডিসেম্বরঃ মঙ্গলবার, ৯পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৬ডিসেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৯পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৯পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৯পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না।
বৃষভ রাশিঃকথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে।
মিথুন রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিয়োগ স্কিমগুলিকে
কর্কট রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিযাগে স্কিমগুলিকে নিয়ে দুইবার ভাবা উচিত।
সিংহরাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং সুখ।
কন্যারাশিঃসৃজনশীল কাজও আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওযার জন্য
তুলা রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয.করা এড়ানো।
বৃশ্চিক রাশিঃজীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষযে কোনও মামলায.জড়িত থাকলে
ধনু রাশিঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না,
মকর রাশিঃখেলাধূলা এবং বহিরাঙ্গণ কাজকর্মে অংশগ্রহণ আপনাকে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করবে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ
কুম্ভ রাশিঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিযন্ত্রণ করা উচিত।
মীন রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনার বাড়াবাড়ি জীবনযাপন এবং ব্যয়ের কারণে

সান্তা কী সত্যিই আছে না কী সবটাই মন গড়া?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ক্রিসমাস মানেই কেক, পেস্ট্রি, সান্তা আর গিফট। ক্রিসমাসের দিনে শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে তার জুড়ি নেই। যুগ যুগ ধরে বড়দিনে এভাবেই ছোটদের খুশি করতে হাজির হন সান্তা। সান্তার উপস্থিতি কি আদৌ রয়েছে নাকি সবটা মনগড়া? সান্তা ক্লজ বলে কি কেউ কোনও দিন ছিল? কে এই সান্তা ক্লজ? তাঁর ইতিহাস কী? সাধারণ মানুষ বিশেষত শিশুদের সান্তা ক্লজকে নিয়ে কৌতুহলের শেষ নেই। আজও মানুষের বিশ্বাস বড়দিনের আগে সাদা গোঁফ দাড়ির লাল পোশাক পরা সান্তা ক্লজ রাতের অন্ধকার এসে লাল ঝোলা থেকে উপহার রেখে যান চুপিসাড়ে। খ্রিস্টিয় তিন শতকের দিকে খুঁজে পাওয়া যায় লাল পোশাক, লাল টুপি পরা, সাদা ধবধবে দাড়িওয়ালা এই মানুষটিকে। সেন্ট নিকোলাস নামে এক সন্ন্যাসীকে ঘিরে সান্তা ক্লজের কিংবদন্তী শুরু। মনে করা হয় খ্রিস্টিয় ২৮০ সালের দিকে এশিয়া মাইনর বা বর্তমান তুরস্কের পাতারা নামে অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়েছিল। সততা ও দয়ার জন্য সকল মানুষ পছন্দ করতে তাকে। শোনা যায় বেশ ধনী ছিলেন এই মানুষটি। সবসময় সাহায্য করতেন গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষদের। সেন্ট নিকোলাস শিশুদের প্রিয় মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। কথিত আছে, একবার নিকোলাস দাস হিসেবে বিক্রি হতে যাওয়া তিন মেয়েকে রক্ষা করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি ওই মেয়েগুলির বিয়েতে যৌতুক ও যাবতীয় খরচাপাতি করেছিলেন বলে শোনা যায়। তারপর থেকেই তাঁর জনপ্রিয়তা হয়ে যায় আকাশ ছোঁয়া। মানুষের রক্ষক হিসেবে পরিচিতি পান।রেনেসা পর্যন্ত সেন্ট নিকোলাস জনপ্রিয় ছিলেন ইউরোপে। আমেরিকায় তিনি পরিচিতি পান ১৮০০ শতকের শেষের দিকে। ১৭৭৩ও ১৭৭৪ সালে পরপর দু'বার একটি পত্রিকায় সামনে আসে

এক ডাচ পরিবারের সেন্ট নিকোলাসের মৃত্যুবার্ষিকী উযাপনের খবর। সেন্ট নিকোলাসকে সংক্ষিপ্ত রূপ 'সিন্টার ক্লাস' নামে ওই ডাচ পরিবার ডাকতেন। পরবর্তী সময়ে সিন্টার ক্লাস থেকে মূলত সান্তা ক্লজ নামটির জন্ম হয় বলে মনে করা হয়। ১৮২০ সালের দিন থেকে বড়দিন উপলক্ষ্যে বিজ্ঞাপন দিতে দেখা যায় বিভিন্ন দোকানগুলিকে। অনেক সময়ই পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা বের হতো যেগুলিতে প্রায়ই ছাপা হতো সান্তা ক্লজের ছবি। ১৮৪১ সালে ফিলাডেলফিয়ার একটি দোকানে তৈরি করা হয়েছিল একটি সান্তা আকৃতির মানুষ। যা দেখতে ভিড় জমিয়েছিল হাজার হাজার শিশু। ১৮২২ সালে ক্লেমেন্টে ক্লার্ক মুর নামে একজন বড়দিন উপলক্ষ্যে লিখেছিলেন একটি কবিতা, সেটির শিরোনাম ছিল An Account of a Visit From St. Nicholas। এই কবিতায় যে চিত্র ফুটে উঠেছিল তার সারমর্ম হল লাল পোশাকে সাদা দাড়িওয়ালা একজন সন্ত আটটি হরিণ টানা গাড়িতে উড়ে উড়ে শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপহার বিতরণ করছেন। ১৮৮১ সালে থমাস ন্যাস্ট নামক একজন আমেরিকান কার্টুনিস্টের আঁকা ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সান্তা ক্লজের এই সাজ ব্যাপক খ্যাতি পায়। সেখানে সান্তা হরিণটানা গাড়িতে চড়ে কাঁধে উপহারভর্তি ঝোলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাচ্চাদের উপহার দেওয়ার চিত্র ফুটে ওঠে, এই ছবিটি গোটা বিশ্বে বেশ জনপ্রিয়তা পায়। এরপর থেকেই গোটা বিশ্বে সান্তা ক্লজের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সান্তার জন্য খাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করা থাকে। শুধু তাই নয়, সান্তা তার উপহারের ঝুলি থেকে তাদের মনের মতো জিনিস দিয়ে যাবেন বলেও বিশ্বাস করে কচিকাচার দল।

জমজমাট ভীড় গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্র ৫৮গেটে

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া,২৫ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘ দুই বৎসর পর জমজমাট ভীড় গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্র ৫৮গেটে, সোমবার ২৬শে ডিসেম্বর সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ আসে পিকনিক করতে ৫৮গেটে, চোখে পড়ার মতো ভীড় ছিল ৫৮গেটের মিনি চিড়িয়াখানায় ও পার্কে। উল্লেখ্য দীর্ঘ দুই বসর যাব বন্ধ ছিল ৫৮গেটের মিনি চিড়িয়াখানা,গত বৃহস্পতিবার এটি নতুন করে উদ্বোধন করেন ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন করে মিনি চিড়িয়াখানা উদ্বোধন হবার পর,বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী,সহ ভ্রমন পিপাসুদের আগমন বেড়ে গেছে,৫৮ গেট মিনি চিড়িয়াখানার সামনে স্থানীয় প্রবীন চায়ের দোকানদার শ্যামাপ্রসাদ দাস বলেন,দীর্ঘ ৪০বৎসর দোকানদারী করার অভিজ্ঞতা থেকে বলেন,প্রতি বছর শীতের মরসুমে হাজার হাজার মানুষ আসতো পিকনিক করতে,পার্কে বেড়াতে এবং মিনি চিড়িয়াখানার ঘুরতে। কোভিদ পরিস্থিতি ও চিড়িয়াখানায় কাজের জন্য দীর্ঘ দুই বছর বন্ধ থাকার ফলে মানুষ আগের মতো আসতো না,বড়দিন উপলক্ষে আজ বহু মানুষের উপস্থিতির ফলে স্থানীয় দোকানদার সহ সকলের মুখে চওড়া হাসি, প্রান ফিরে পেলো গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্র ৫৮গেট।

ক্রিসমাস ইভে মদের ফোয়ারা ছুটিয়ে আইন ভেঙে গ্রেফতার ৩২৫ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ রবিবার বড়দিনের আগের রাতে কলকাতার রাস্তায় উপচে পড়েছিল ভিড়। গিজগিজ করছিল মানুষের ঢল। রাতভর চলেছে দেদার হুল্লোড়। উৎসবের মেজাজে যখন মশগুল রাতের কলকাতা, তখন বেলেল্লাপনার ছবিও ধরা পড়েছে বিভিন্ন জায়গায়। গতরাতে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন থানা চত্বর থেকে মোট ৩২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার এমনিতেই ছুটির দিন। তার উপর সোমবারও অনেক অফিস-কাছারিতে বড়দিনের ছুটি। এসবের মধ্যে অনেকেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন রাতের শহরে। মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা করতে করতে গাড়ি চালাতে গিয়েও পুলিশের খপ্পরে পড়েছে অনেকে। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য ৮৯ জনের জরিমানা করেছে ট্র্যাফিক পুলিশ।বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রচুর অবৈধ মদ। প্রায় সাড়ে ৪১ লিটার বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শুধু তাই নয়, বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছে আরও অনেক চালকই। দ্রুত গতিতে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি ছুটিয়ে ৯৩ জনের জরিমানা হয়েছে। সবথেকে বেশি জরিমানা হয়েছে বিনা হেলমেটে বাইক চালিয়ে। ১৩১ জন বাইক চালককে জরিমানা করা হয়েছে হেলমেট না পরে থাকার জন্য। বড়দিনের আগের রাতে ফুর্তি করতে গিয়ে অনেক বাইক-স্কুটিতে তিনজনকেও দেখা গিয়েছে। পিছনে দু'জন বসিয়ে বাইক-স্কুটি চালাতে গিয়েও মোটা টাকার খেসারত দিতে হয়েছে ৮৪ জনকে। সব মিলিয়ে কলকাতা শহরে গতরাতে ৪৫৯ জনকে ট্র্যাফিক আইন ভাঙার জন্য জরিমানা করা হয়েছে। বড়দিনের উৎসবের মেজাজে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য আগেভাগে সজাগ কলকাতা পুলিশ। শহরের রাস্তায় মোতায়েন রয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী। কড়া নজরদারি চালাচ্ছে ট্র্যাফিক পুলিশও। আজও পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের ঢল নেমেছে। গতকালের মতো আজও সব দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছে পুলিশ প্রশাসন।

সোমবার হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বেহারা পাড়ায় বড়দিন উপলক্ষে অসহায় মানুষের দুয়ারে গিয়ে কম্বল ও শীতবস্ত্র উপহার দেন শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পিনাকী গরাই, শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌম্য ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

শ্রী সারদা মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা মাতাজির দেহাবসানের পর তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মঠের সন্ন্যাসী , ব্রক্ষ্মচারী বৃন্দ ও ভক্তেরা। ছবি সুবল সাহা।

বড়দিনের মাঝরাতে কলকাতায় এসে পৌঁছালেন অমিত শাহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ দলীয় কাজে ফের শহরে এসে পৌঁছালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। সোমবার বড়দিনের মাঝরাতে কলকাতায় পৌঁছছেন তিনি। মঙ্গলবার রাতে তাঁর দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা। রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার রাত পৌনে বারোটায় দমদম বিমানবন্দরে নামেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাত কাটান নিউ টাউনের একটি হোটেলে। মঙ্গলবারের কর্মসূচি নিয়ে কোনও কিছু জানানো হয়নি এদিন। যদিও সূত্রের খবর, মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় একাধিক কর্মসূচি রয়েছে শাহর। এর মধ্যে দলের রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে এবং রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা। উত্তর কলকাতার একটি গুরুদ্বার ও কালীঘাটের মন্দিরে যাওয়ার সূচিও

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রয়েছে। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, কলকাতায় পৌঁছে বিমানবন্দর থেকে নিউ টাউনের হোটেলে চলে যাবেন শাহ। সেখানে রাজ্য বিজেপির সর্বোচ্চ পদাধিকারী কয়েকজনের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বৈঠক করবেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে যাবেন বড়বাজারের গুরুদ্বার শিখ সঙ্গতে। সেখান থেকে কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবেন। এর পরে হোটেলে ফিরে বৈঠক করবেন রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে। বিকেল ৩টেয় জাতীয় গ্রন্থাগারে দলের জেলাস্তরের নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে অমিত শাহর। এর পরে হোটেলে ফিরে আরও একটি বৈঠক করার কথা রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে। এই বৈঠকে রাজনৈতিক নেতাদের বাইরে অন্যান্য সংগঠনের দু'য়েকজন শীর্ষ পদাধিকারী থাকতে পারেন বলে রাজ্য বিজেপির একটি সূত্রে দাবি। সন্ধ্যা সওয়া ৬টা নাগাদ দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা শাহর।

সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে ট্রাক্টর পাওয়া শুরু

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ কৃষকদের আয় বাড়াতে সরকার একাধিক স্কিম সামনে এনেছে। চাষের কাজে ট্রাক্টর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। কৃষকরা ট্রাক্টর দিয়ে জমি চষার কাজ করেন। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় বহু কৃষক ট্রাক্টর ব্যবহার করতে পারেন না। এমন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই বলদ দিয়ে কাজ করতে হয়। অবশ্য ট্রাক্টর ভাড়া নিয়েও অনেকে কাজ চালান। কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেক অতিরিক্ত টাকা খরচ হয়ে যায় কৃষকদের। আর তাই এবার ট্রাক্টর কেনার জন্য কৃষকদের ভর্তুকি দিচ্ছে সরকার। খরচের অর্ধেকটা দিতে হবে কৃষককে, বাকি অর্ধেক দেবে সরকার। সরকারি এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই হুগলি জেলায়. ট্রাক্টর পাওয়া শুরু করেছেন কৃষকরা। অনলাইনে আবেদন করে খানাকুল-২ ব্লকের কৃষক কৃষিকাজের জন্য ট্রাক্টর পেয়েছেন। এই প্রকল্পে কৃষকরা যে কোনও সংস্থা থেকেই ট্রাক্টর কিনতে পারেন। অর্ধেক দামেই কৃষকেরা এই ট্রাক্টর কিনতে পারবেন। বাকি অর্ধেক টাকা ভর্তুকি হিসেবে দেবে সরকার। যে কৃষকেরা ট্রাক্টর কিনতে চান কেবলমাত্র তাঁদেরকেই ভর্তুকি দেবে কেন্দ্র। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, শুধুমাত্র একটি ট্রাক্টর কেনার ক্ষেত্রেই ভর্তুকির সুবিধা মিলবে। এই সুবিধা পেতে কৃষকদের আধার কার্ড, জমির কাগজপত্র, ব্যাঙ্ক ডিটেলস, পাসপোর্ট সাইজ ছবি প্রয়োজন। কৃষকেরা নিকটস্থ যে কোনও সিএসসি কেন্দ্রে গিয়ে এই স্কিমের জন্য আবেদন করতে পারেন। এই বিষয়. উপকৃত কৃষক জানান, অনলাইনের মাধ্যমে যে সমস্ত কাগজ দরকার সেগুলি নিয়ে আবেদন করেছিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই কৃষি দফতর থেকে খবর আসে। পরে আমার হাতে টাক্টর তুলে দেন।

বড়দিনে বড় উপহার পথ কুকুরদের জন্য! কী দিল সান্তা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ এই বড় দিনে সান্তার থেকে বড় উপহার পেল পথ সারমেয়রা। বারাসত পুরসভার উদ্যোগে পথ কুকুরদের জন্য 'ছোট্ট ঘর' বানিয়ে দেওয়া হল তাদের থাকার জন্য। এই পুর উদ্যোগকে সাধুবাদ ও স্বাগত জানিয়েছেন সকলেই। এদিন পথ কুকুরদের কাছে 'সান্তাক্লজ'-এর ভূমিকায় দেখা গেল অন্যান্য পশুপ্রেমী সহ বারাসাত পুরসভার পুর প্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়কেও। এদিন বারাসাত থানা চত্বরে পথ কুকুরদের শীতের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রায় কুড়িটি টিনের ড্রাম রং করে, বিচালি দিয়ে সাজিয়ে ঘর তৈরি করে উপহার দেওয়া হয় তাদের। পাশাপাশি এদিন পশুপ্রেমী সংগঠনের তরফ থেকে জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার পথ কুকুরদের জন্য রান্না করা পায় ৩০০ কেজি খাবার নিয়ে, বিভিন্ন এলাকায় এলাকায় ঘুরে খাওয়াতেও দেখা গেল পশুপ্রেমীদের।এদিন পথ কুকুরদের এই নতুন ঘরের ফিতা কেটে উদ্বোধন করলেন বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান স্বয়ং।

পশুপ্রেমী নীলাঞ্জনা, অর্পিতা, শর্মিলাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে পুরপ্রধান বলেন, 'পুরসভাও নানা ভাবে পথ কুকুরদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে থাকে। আর সেক্ষেত্র এই মহিলাদের পশুপ্রেম রীতিমতো দৃষ্টান্ত তৈরি করছে। সারা বছর ধরেই পথ কুকুরদের ভ্যাকসিনেশন, স্টেরিলাইজেশন সহ গরমকালে কুকুরদের জলখাবার পাত্রেরও ব্যবস্থা করে থাকে এই পশুপ্রেমীরা। সব মিলিয়ে পথ কুকুরদের কাছে যেন এদিন সান্তাক্লজ হয়ে. উঠলেন পশুপ্রেমীরাই। ১৫ - ২০ বছর ধরে এই পথ সারমেয়দের পরিচর্চা করছেন নিলঞ্জনারা। কুকুরদের ভ্যাকসিনেশন, স্টেরিলাইজেশন করার ব্যবস্থা করা হয়।' শীতের সময় পথ সারমেয়দের আরও শোচনীয় অবস্থা হয়। সেই কারণেই রাতের বেলা যাতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে পথ সারমেয়রা সেই কারণে এই ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল বলে জানান তাঁরা। উৎসবের মাঝে পথ সারমেয়দের যাতে অনিষ্ট বা করা হয় সে ব্যাপারেও বার্তা দেন সেই বার্তাও তুলে ধরেন তাঁরা।

এই দিন প্রেমিকার ঠোঁটে চুমু খেলেই বিয়ে পাকা! আর কী রীতি পালিত হয় বড়দিনে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষ মানেই খ্রিস্টানদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব ক্রিসমাসের মরশুম। দুনিয়াব্যাপী জাঁকজমক করে পালিত হয় এই ফেস্টিভ্যাল। যিশু খ্রিস্টের জন্মদিবসটিকে ধুমধাম করে পালন করায় খ্রিস্টানদের সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দেন অন্য সব ধর্মের মানুষজন। ভারতে খ্রিস্টানরা সংখ্যালঘু হলেও তাঁদের এই উৎসবকে ঘিরে উন্মাদনা থাকে তুঙ্গে। বিশ্বের একাধিক দেশে হরেক রকম রীতি প্রচলিত রয়েছে এই বড়দিনের উৎসবকে ঘিরে।বিশ্বের এক একটি দেশে ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালে পালিত হয় এক এক রকম নিয়মকানুনে।সাধারণত ক্রিসমাসের দিন খ্রিস্টানরা তাঁদের ঘরে ক্রিসমাস ট্রি সাজান। গোটা বাড়িও সাজিয়ে তোলা হয় নানা ডেকরেশনের মাধ্যমে। সাজসজ্জার সেই তালিকাতেই থাকে মিসলটোস গাছের পাতা। যা ঘরের অঃদরে লাগানো হয়। এই গাছের পাতাকে প্রেমের প্রতীক মানা হয়। এ ছাড়াও খ্রিস্টানরা মধ্য রাতে গির্জায় গিয়ে ক্যারল গান করেন। একে অপরকে উপহারও দিয়ে থাকেন তাঁরা।এছাড়াও ক্রিসমাসের রাতে অনেক দেশের শিশুরা গরম দুধ আর কুকিস একসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেয়। ছোটদের বিশ্বাস, সান্তাক্লজ এসে রাতে তাদের এই উপহার গ্রহণ করবে। ছোটরা আরও মনে করে, সান্তাক্লজ নর্থ পোলে থাকে আর প্রত্যেক বছর ক্রিসমাসে অনেক গিফট নিয়ে আসে। খ্রিস্টানরা

বড়দিনে ঘর সাজিয়ে তোলেন। ক্রিসমাস ট্রিতে নানাবিধ ক্যান্ডিও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পরম্পরা অনুযায়ী, ঘরে অলংকারও সাজিয়ে রাখেন খ্রিস্টান নারীরা।অনেক দেশে গির্জায় প্রভু যিশুর জন্মের মুহূর্তকে রিক্রিয়েট করা হয়। অর্থা অভিনয়ের মাধ্যমে উদযাপন করা হয় সেই মুহূর্ত। একটি ঘরে জোসেফ, মেরি এবং পরী সেজে শিশু যিশুর জন্মগ্রহণের মুহূর্ত নাটকের মাধ্যমে সেলিব্রেট করেন খ্রিস্টানরা।জার্মান খ্রিস্টানরা এই দিনটিতে একটি শোভাযাত্রা করেন। এতে অ্যাডাম এবং ইভের ফিস্ট ডে প্রদর্শিত হয়। সেই প্রদর্শনীতে স্বর্গের গাছে আপেল ঝোলানো হয়। এই কাহিনির সঙ্গে সান্তা ক্লজকেও জুড়ে দেওয়া হয়। স্লেজ গাড়িতে চেপে সান্তা ক্লজও এই প্রদর্শনীতে যোগ দেন।কোনও কোনও অংশে ক্রিসমাসের দিন যুব সম্প্রদায় এক জায়গা জড়ো হয়ে ক্যারলস গায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানায় তাঁরা।অধিকাংশ দেশেই ক্রিসমাসের দিন ফ্রুটস কেক তৈরি করা হয়। এক অপরকে সেই কেক উপহার দেন খ্রিস্টানরা। গরিবদের মধ্যেও বিলি করা হয় সেই কেক। এ ছাড়াও পেস্ট্রি, কুকিজ তৈরি করা হয় বাড়ি বাড়ি।আবার কোনও কোনও দেশে ক্রিসমাসের দিন মিসটলটো গাছে নীচে প্রেমিকা-প্রেমিকা একে অপরের ঠোঁটে গভীর চুম্বন করেন। এই গাছটিতে ছোট ছোট সাদা ফল হয়। ক্রিসমাসের দিন এই গাছ নিজেদের ঘরেও নিয়ে আসেন খ্রিস্টানরা। এই গাছের পাতার নীচে চুম্বন করা ক্রিসমাস ট্রিকে খ্রিস্টানরা জীবনের স্বার্থকতার প্রতীক মনে করেন। মনে করা হয়, মহারানি ভিক্টোরিয়া যখন ব্রিটেনের রাজাকে বিয়ে করেন, তখন থেকেই এই ট্রি সাজানোর প্রচলন শুরু হয়। খ্রিস্টানদের কাছে একটি পরম্পরা। এই নিয়ম পালন করলে খুব দ্রুতই প্রেমিকা-প্রেমিকার বিয়ের কথা পাকা হয়ে যায়। এমনটাই প্রচলিত রয়েছে খ্রিস্ট ধর্মে।

সাংসদ কল্যাণকে মিমিক্রি আর্টিস্ট বলে ব্যঙ্গ বিজেপি নেতা সজল ঘোষের

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৫ ডিসেম্বর ঃ তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার মিমিক্রি আর্টিস্ট বলে ব্যঙ্গ করলেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। সোমবার হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে এসে সজল ঘোষ বলেন, মিমিক্রি যদি

করতেই হয় আমার মতে উনি কুণাল ঘোষের বাড়ির সামনে গিয়ে কুণাল ঘোষের মিমিক্রি করুন। মঞ্চ বাঁধার খরচ আমি দিয়ে দেব। মিমিক্রি যদি একটা শিল্প হয় তাহলে উনি দিদির মিমিক্রি করুন। আমরা যদি মিমিক্রি দেখাই উনি ল্যাংড়া পায়ে কিরকম ফুটবল খেলছেন সেটা কি তখন ভালো লাগবে? সেটা কি সমীচীন হবে? চপ, কার্নিভালের পর রাজ্যে এখন যেটা চলছে সেটা হলো মিমিক্রি শিল্প। বাংলায় সুশাসন বলে কিছু নেই। অপশাসন, দুর্নীতি চলছে। রাজ্যের আন্দোলনকারীদের গুলি করা হয়নি ব্রাত্য বসুর মন্তব্য প্রসঙ্গে সজল ঘোষের বক্তব্য, ওদের গুলি করে দিলে ওরা বরং এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে যেত। ওরা শিক্ষাকে ভেঙে দিয়েছে। যে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য, সেই রাজ্যের শিক্ষাও ব্রাত্য। তৃণমূল মানেই দুর্নীতি, গুন্ডাবাজি, তোলাবাজি। এটা কোথাও নেই। পুলিশ তৃণমূলের হয়ে তোলাবাজি করছে, সন্ত্রাস করছে। এদিন হাওড়ার ওই অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, ব্রাত্য বসু বেশ কয়েক মাস ধরে আজ যা বলেন কাল তার বিপরিত কথা বলেন। উনি নাট্যকার ছিলেন। কিন্তু নিজের চিত্রনাট্যের সংলাপ তিনি নিজেই গুলিয়ে ফেলেছেন। ওনার চিত্রনাট্যের সংলাপ ভাল করে মুখস্ত করে বেরনো উচিত। রাজ্য সরকারের কাছে কোনও টাকা নেই। খেলা, মেলা করে শেষ করে ফেলেছে। সকলেই জানেন ২০২৪ সালের আগে এদের কোনও ইস্যু নেই। তাঁরা চোর দুর্নীতিবাজ প্রমাণিত। তাই সহানুভুতির দ্বারা নাটক করছেন। তবে এই নাটকে মানুষ গলবে না।

হাওড়ার উত্তর খুরুট বারোয়ারির উদ্যোগে বড়দিনে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার উত্তর খুরুট বারোয়ারির উদ্যোগে বড়দিনে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হলো। ১৯৮০ সালের ২৫ ডিসেম্বর ডায়মন্ড হারবারে পিকনিক করতে যাবার পথে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মধ্য হাওড়ার উত্তর খুরুট বারোয়ারির ৬ সদস্য প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁদের স্মরণে প্রতি বছরই ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের সকালে স্মরণ দিবস উদযাপন করে হাওড়ার উত্তর খুরুট বারোয়ারি। এবছরও শহীদ স্মৃতিতে সোমবার ২৫ ডিসেম্বর সকালে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, আইএফএ'র প্রাক্তন সহ সভাপতি শ্যামল মিত্র, পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন দেবাংশু দাস, বিশিষ্ট ক্রীড়া চিকিৎসক ডাঃ নিশীথ রঞ্জন চৌধুরী, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ চিকিসক ডাঃ এন ব্যানার্জি, ব্যাঁটরা থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সমাজসেবী মহেন্দ্র শর্মা, ব্রতেন দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, আজ থেকে ৪৩ বছর আগে পিকনিক করতে যাবার পথে ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনায় মারা যান ক্লাবের ৬ সদস্য। আহত হয়েছিলেন আরও অনেকে। দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মৃতিতে প্রতি বছরই শিবিরের আয়োজন করে থাকেন হাওড়ার প্রাচীন এই ক্লাব সংগঠন উত্তর খুরুট বারোয়ারি। আসন্ন নতুন বছর ২০২৪ সকলের জীবনে নতুন আশা নতুন আলো নিয়ে আসুক। উল্লেখ্য, এদিনের শিবিরে শতাধিক জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরে কলকাতার ফর্টিস হাসপাতাল ও কিডনি ইনস্টিটিউটের তরফে ইসিজি, মূত্রের বেগ নির্ধারণ, প্রোস্টেট স্পেসিফিক এন্টিজেন টেস্ট, রক্তের শর্করা মাত্রা টেস্ট, আই স্ক্রীনিং টেস্ট (রেটিনা) এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ প্রমুখ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

এবার এসএসকেএম-এর উডবার্ন ওয়ার্ডে নিখরচায় পরিষেবা পাবেন সরকারি কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ডিএ বৃদ্ধির পর খুশির খবর রাজ্যের সরকারি কর্মীদের জন্য। এবার মাল্টি সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এসএসকেএমের হাইপ্রোফাইল উডবার্ন ওয়ার্ডে বিনা খরচে চিকিৎসা করাতে পারবেন পরিষেবার জন্য মোট অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়। কিন্তু, এবার সরকারি কর্মীরা সেখানে বিনা খরচায় চিকিৎসা করাতে পারবেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা । তবে সে ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। জানা যাচ্ছে, আগামী জানুয়ারি থেকে এই পরিষেবা চালু হতে পারে। এর ফলে প্রায় ৪ লক্ষ সরকারি কর্মচারী উপকৃত হবেন বলে খবর। রাজ্যের একমাত্র মাল্টি সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে সরকারি কর্মীদের চিকিসা করার ইচ্ছে থাকলেও অর্থের কারণে তা অনেকেই করতে পারেন না। এবার সরকারি কর্মচারীরা সেই সুযোগ পাবেন। এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এসএসকেএমের মেডিক্যাল সুপার ডাক্তার পীযূষ রায় অর্থ দফতরের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন। তারপরেই কবে থেকে এই পরিষেবা শুরু হবে সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহ থেকে এই পরিষেবা চালু করা হবে। পাশাপাশি উডবার্ন

ছাড়াও যে ভবন নির্মাণ হচ্ছে সেখানে ১৫০ টি কেবিন চালু করা হবে। সেই কেবিনে ভর্তির সুযোগ পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। কার্ডিওলজি, কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি, মেডিসিন, নিউ মেডিসিন সহ বিভিন্ন চিকিৎসার সুযোগ পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। উল্লেখ্য, রাজ্যের একমাত্র মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হল এসএসকেএম। এই হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে রয়েছে ৩৫ টি শয্যা। এই ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা রোগীদের বাইরে যেতে হয় না। সেখানেই রয়েছে ইসিজি, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, ইকো কার্ডিওগ্রাফির ব্যবস্থা। একেবারে ফাইভ স্টার নার্সিংহোমের মতোই পরিষেবা পাওয়া যায় এই ব্লকে। ফলে এই ওয়ার্ডে চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। এই ওয়ার্ডের ৩৫টি কেবিনের মধ্যে ১২ টি কেবিনের দৈনিক ভাড়া ৪০০০ টাকা করে, ১০টি কেবিনের দৈনিক ভাড়া ২,৫০০ টাকা করে এবং ৬টি ডাবল বেড কেবিনের দৈনিক ভাড়া ২০০০ টাকা করে।

বড়দিনে নাচতে দেখা গেল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ মিমিক্রি বিতর্কে এখন রাজনৈতিক মহলে চর্চার শীর্ষে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদ চত্বরে তাঁর অঙ্গভঙ্গী নিয়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে তখন সাংসদের দাবি তিনি কিছু ভুল করেননি। বিতর্কের মাঝেও নতুন করে আক্রমণাত্মক হতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিন্তু বড়দিনে সে সব থেকে দূরে একেবারে ভিন্ন মেজাজে দেখা গেল শ্রীরামপুরের সাংসদকে। সব বিতর্ক থেকে কার্যত দূরে গিয়ে নাচতে দেখা গেল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সোমবার বড়দিন উপলক্ষে শিশুদের সঙ্গে মিশে গেলেন তিনি। জিঙ্গল বেল-এর সঙ্গে তাল মেলালেন তিনি। সোমবার শ্রীরামপুর চার্চের সামনে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই দেখা গিয়েছে, কচিকাঁচাদের সঙ্গে হাতে হাতে কেক, লজেন্স দিচ্ছেন তিনি। পাশে তখন বাজছে জিঙ্গল বেল। শিশুদের সঙ্গে হাততালি দিয়ে নেচে নেন কল্যাণ। বাংলার মাটি, বাংলার জন- গানটিও গাইতে শোনা যায় তাঁকে। সম্প্রতি সংসদ চত্বরে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের মিমিক্রি করার অভিযোগ ওঠে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি একটি সভায় সাংসদ দাবি করেন যে তিনি কিছু ভুল করেননি।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৃত্তি নামক একটি মেধার অন্বেষণ পরীক্ষার আয়োজন

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,২৫ ডিসেম্বর ঃ পড়াশোনার প্রতি পড়ুয়াদের ভীতি কাটানো, উৎসাহ প্রদান এবং আগ্রহ তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৃত্তি নামক একটি মেধার অন্বেষণ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। মোট ৫টি বিষয়ের উপর ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষায় ৯০ শতাংশের উপর নম্বর পেলে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি বা স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। চলতি বছরের গত , ৩ রা অক্টোবর রাজ্য জুড়ে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। আর গত ২১ শে ডিসেম্বর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় শ্যামপুরের সজনাগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর পড়ুয়া অভিজ্ঞান মাইতি ও অযন্তিকা বেরার নাম রয়েছে বৃত্তি প্রাপকদের তালিকায়। তাদের দুজনের প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৩৭৬ ও ৩৭১ । দুই পড়ুয়ার সাফল্যে খুশি তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। তবে ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের বিষয়ে বলতে গিয়ে বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্যামল গরানী বলেন দুজনেই ছোট থেকেই পড়াশুনার প্রতি খুব যত্নবান ও মনোযোগী। আমরা শিক্ষকরা ওদের সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলাম। ওদের পরবর্তী জীবনের সাফল্য কামনা করছি। ওরা শুধু শ্যামপুর নয় একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৯ পৌষ ১৪৩০

গাজায় সাংবাদিকদের ওপর হামলা অব্যাহত

সম্পাদকীয় ১

সাংবাদিকদের ওপরে হামলা নতুন কিছু নয়। বারবার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সাংবাদিকদের ওপরে এক শ্রেণি লোকেদের খুবই রাগ। সাংবাদিকেরা কোনও সত্য কথা বলতে পারবে না। কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। প্রভাবশালীরা যা বলতে থাকবে তাই প্রকাশ করতে হবে। সন্দেহজনক বিষয় দেখা দিলে উঁকিঝঁকি দেওয়া চলবে না। আসলে সত্যকে প্রকাশ করা চলবে না। সেই কারণে সাংবাদিকেরা এখন সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে যে তাকে খুঁজে বের করে নিতে হবে। নাহলে সত্যের প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করবে। সাংবাদিকদের এড়িয়ে বহু রাষ্ট্র নেতারা এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা অনেক সময়ে তা দেশের জনগণের পক্ষে যায় না। তা নিয়ে কোনও সংবাদপত্র বেশি প্রচার করতে শুরু করলে তা বিরক্তির কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে। আসলে সংবাদিকদের জীবনকে বাজি রেখে কাজ করতে হয়। বহু রাজনৈতক দল রয়েছে যারা প্রায় বেশ কয়েকটি সাংবাদপত্রকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করে থাকে। বিনিময়ে তারা সংবাদপত্রে তাদের হয়ে খবর প্রচার করাকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। আসলে সাংবাদিকের জগতটা একেবারে অনিশ্চিয়তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। কোন সংবাদিকদের ওপর কার রাগ রয়েছে তা বোঝা খুবই মুশকিল। আবার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সাংবাদিক মহল দুটো ভাবে বিভক্ত একটি সংবাদিক গোষ্ঠী হল খুবই প্রভাবশালী। তারা একটি সাংবাদিক গোষ্ঠীকে প্রভাবহীন গোষ্ঠী। এই প্রভাবহীন গোষ্ঠী সাংবাদিকদের ওপরে সবচেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করতে দেখা যায়। প্রভাবশালীহীন সাংবাদিকেরা আবার খবর সংগ্রহ করতে বেশ বেগ পেয়ে থাকে। তাদেরকে আবার নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে প্রভাবশালী গোষ্ঠী নেতারা। এর ফল সাংবাদিক মহল এখন বলতে গেলে বিরক্ত। তারা ঠিক কোনও সংবাদকে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকবে তা বলা খুবই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদপত্রে নিজস্ব কৌশল রয়েছে। সেই কৌশলের ওপরে নির্ভর করে সংবাদপত্রকে চলতে হয়। প্রায় বেশির ভাগ সংবাদপ্তগুলি কোনও না কোন গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার ফলে সঠিক সংবাদ প্রকাশ করাটা অনেক সময়ে খুবই মুশকিল। চোখের সমানে ন্যায় দেখতে পেলেও তাকে প্রকাশ করা যাবে না। এই রীতি চলে আসতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রিটিশ ভারত যুগ থেকে। তখনও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধেকোনও সংবাদ বা খবর প্রকাশ করলে তার ওপরে আইনী খড়গ নেমে আসতো। তারা সংবাদপত্রের ওপরে নজরদারি করতে থাকতো। কোনও সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে সরকার বিরোধী কোনও সংবাদ প্রকাশ করা একবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। রাশিয়ায় এখন ইউক্রেনের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ করাটা অসম্ভবে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। বহু রুশ বিরোধী সাংবাদিকদের গ্রেফতার করে কারাগারে রাখা হয়েছে। টিভি মিডিয়ার ওপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেশে রুশ সরকার। পুতিন বিরোধী কোনও কথা ব্যক্ত করা চলবে না বা প্রকাশ করা যাবে না। চিন দেশের চেরাম্যান শি জিনপিং এর বিরুদ্ধে কোনও মত প্রকাশ করতে পারা একেবারে অসম্ভব।

উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালদয়

সম্পাদকীয় ২

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। তাতে কী ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তা নিয়ে উচ্চ শিক্ষা দফতর রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। উচ্চ শিক্ষা দফতর থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্যের নয়টি বশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আলিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কাজ ব্যাহত হতে শুরু করে দিয়েছে। উপাচার্য না থাকার ফলে কর্ম সমিতির বৈঠক ডাকা সম্ভব হচ্ছে না। ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। রিসার্চ বোর্ড তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে না। টেণ্ডার পারচেজ কমিটি তৈরি হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সুবিধা পাওয়া একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপার্য হচ্ছেন সেখানকার পথ প্রদর্শক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। সেই উপাচার্য পদে যদি কেউকে না দেখতে পাওয়া যায় হালে কিন্তু বিপদ বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। ছাত্রদের ডিগ্রি দিতে অসুবিধা হবে। কনভোকেশন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে শক্ত করা একেবারে অসম্ভব হবে। একটি স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করে দেয় সেখানকার প্রধান শিক্ষক। কলেজের অধ্যক্ষ কলেজ পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছাত্রদের সঙ্গে কলেজের সমন্বয় গড়ে তোলার চেষ্টা করেন কলেজের অধ্যক্ষই। তিনি না থাকলে কলেজ বিকশিত হতে পারে না। স্কুলে প্রধান শিক্ষক না থাকলে স্কুল বিকশিত হতে পারে না ঠিক তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকলে সেই বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যেতে পারে না। উপাচার্য না থাকলে তাঁর দায়িত্ব কে পালন করবে তা বোঝা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বহু সময়ে সহ উপাচার্যের ওপরে উপাচার্য এর দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু তার নিজস্ব দফতরের কাজ সামলে তিনি আবার উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করতে যাবেন তা সে সময় হয়ে ওঠে না। সব কাজ প্রায় বলতে গেলে পড়ে থাকে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

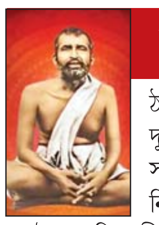

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কলকাতার পার্কের অবদান

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ওয়েলিংটন স্কোয়ারঃ ২০ জুনয়ারি সকাল বেলায় মানবেন্দ্রনাথ রায়কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য চাপদানী ধর্মঘটী শ্রমিকেরা অপেক্ষা করছিলেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সেখানে মহিলারা অংশ গ্রহণ করেছিল। তবে শ্রীমতি রায় বলেন যে মিস্টার রায়ের পক্ষে এখনই কোনও কিছু বলা সম্ভব হবে না। তিনি খুবই ক্লান্ত। তবে মানবেন্দ্র রায় কিছু কথা বলেন, আমি চব্বিশ বছর বাদে দেশে ফিরলাম। সেই জন্য আমার পক্ষে বত্তৃতা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আগামী কাল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা ডাকলে সেখানে আমি বক্তব্য রাখবো। **শ্রদ্ধানন্দ পার্কঃ** বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল কংগ্রেস কমিটির ২১ জানুয়ারি একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। দশ হাজারের বেশি মানুষ জমায়েত হয়েছিল। ওই সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। সেই সংবাদ পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। ''LEAD FROM THE BOTTOM COLLECTIVE LEADERSHIP Mr. Roy brings new plan of orginigation for the country. Political education of rank and file. Call to join the Natyonal Congress. Employment of released detenues, A public responsibilty. (Janurary, 22,1938, Amrita Bazar patrika)'' শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রাজনৈতিক বন্দি মুক্তির দাবিতে এবং রাজনৈতিকদের অনশন সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি সভা ডাকা হয়েছিল বামপন্থীদের তরফ থেকে। এই সভার সভাপতি ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রাজবন্দিদের মুক্তি চাই, আন্দামান বন্দিদের মুক্তি চাই বলে সবাই শ্লোগান দিতে শুরু করে দিয়েছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন মজফফর আহমেদ, সিএফ এন্ড্রুজ, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, দেবেন্দ্র সেন, পাঁচু গোপাল ভাদুড়ি, জামাইয়াৎ সিং, কালী সেনগুপ্ত, শিশির রায়, দয়ারাম বেরি, শ্রীচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফেসর সুরেন গোস্বামী, বঙ্কিম মুখার্জি, প্রমোদ সেন, হেমন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ। **মহম্মদ আলি পার্কঃ** ২৩ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন মুকুন্দলাল সরকার। এই সব আন্দোলনের চাপে পড়ে ব্রিচিশ সরকার বাধ্য হল আন্দামান থেকে নির্বাসিত বন্দিদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। 'এসএস মহারাজ' জাহাজে করে ২১ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে ১০৯ জন রাজবন্দিদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। বন্দিদের তক্তাঘাট থেকে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। **ওয়েলিংটন স্কোয়ারঃ** ২৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ সাল। পাঁচ হাজার ছাত্রচাত্রীরা স্লোগান দিতে শুরু করে দিয়েছিল। তাদের মুখে একটি স্লোগান শুনতে পাওয়া গিয়েছিল '২৬ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস পালন করুন'। **দেশবন্ধু পার্কঃ** ২৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে দেশবন্ধু পার্কে জমায়েত হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। সেখানে বক্তব্য রাখেন এবং শপথ বাক্য পাঠন করান মানবেন্দ্রনাথ রায়। তিনি সভার সভাপতি ছিলেন। এই সভায় বক্তব্য রাখেন মানবেন্দ্র রায়ের স্ত্রী ইভলিন রায়। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের কাম্য হচ্ছে স্বাধীনতা লাভ করা'। **শ্রদ্ধানন্দ পার্কঃ** ২৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রায় ২৫ হাজার লোকের জমায়েত হয়েছিল।

সভা ডাকা হয়েছিল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। প্রধান বক্তা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। তিনি বলেছিলেন, বাংলার মানুষেরা অন্য রজ্যের চেয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর হয়ে থাকে আজও আমাদের সেই রকমভাবে থাকতে হবে। বাংলার মানুষেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে রয়েছে বলেই বাংলার দিকে সারা ভারত তাকিয়ে রয়েছে। বাংলার কী করছে তাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। বাংলার লক্ষ্য থাকবে মাতৃভূমিকে ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা লাভ। এই সভায় কংগ্রেস এবং বামপন্থী নেতারা মিলিত হয়ে সভা করেছিলেন। স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন নেলী সেনগুপ্তা, মিস বিথী বেন, মিসেস অমৃতা কাউর, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। কলকাতার অমৃত বাজার পত্রিকা এই সংবাদ প্রকাশ করেছিল। ''INDEPENDENCE DAY CELEBRATION IN CALCUTTA VOW OF INDEPENDENCE 20,000 men and women lisen to Subhas Bose ENTHUSIAM AT SRADHAN AND PARK president-Elect of Congress Recieved with loud cheers: Band paly " Bande Mataram" So long as we are contined within the borders of our mother country, many of us are dazed by the might of the British Empire and a feeling of the defeatism naturally creeps on. But if we care to visualise the present position of the British Empire against the wider perspective of the world situation that feeling of awe and majesty disappears.'' ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দামামা বাজতে শুরু করে দিল। মিত্র দেশ পোল্যাণ্ডকে আক্রমশ করলে জার্মান ১ সেপ্টেম্বর। ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো জার্মান। আর ব্রিটিশ সরকার ভারতের কোনও প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা না বলে ভারতকে 'যুদ্ধরত' বলে ঘোষণা দিল। ভারত জুড়ে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাংলা, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশ ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ সরকারের পাশে এসে দাঁড়ালো। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট এবং হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশ সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন জানায়। **দেশবন্ধু পার্কঃ** দেশবন্ধু পার্কে ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর। সর্বভারতীয় হিংদু মহাসভার সম্মেলন বসল উত্তর কলকাতায়। বক্তাদের মধ্য ছিলেন ভি. ভি. সভরকার, বি.এস মুঞ্জি, অধ্যাপক গঙ্গা সিং, এন.সি. চ্যাট্রার্জি, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। মুসলিম লিগ শর্তসাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করার আশ্বাস দিল। কংগ্রেস শাসিত অঞ্চলে গভর্নদের বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। কারণ কংগ্রেস সরকারের সময়ে মুসলিমরা সুবিচার পাচ্ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেস। কমিউনিস্টরা একে সাম্রাজবাদী যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে। কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস শাসনের বিরদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকারের বিরদ্ধে প্রবলভাবে রুখ দাঁড়ালো শ্রমিক শ্রেণি। ১৯৩৯ সালে ২ অক্টোবর বোম্বেতে নব্বই হাজার শ্রমিক একদিনের ধর্মঘট করে। এটাই ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বিরোধী বড় ধরনের ধর্মঘট। ব্রিটেন তখন যুদ্ধ জালে ফেঁসে গিয়েছে। নিজেদের রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করার ডাক দিল কমিউনিস্ট নেতারা। এদিকে জওহরলাল নেহরু ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমলোচনা করলেন। তিনি এবং কংগ্রেস ও বাম দলের নেতাদের সঙ্গে নিয়ে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারকে খোলসা করে বলতে হবে যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা করার ক্ষমতা দিতে হবে। ঠিক তারপর দিন গানিধজি ঘোষণা করে দিলেন, "I am not just now thinking of India's deliverance'' তিনি বিনা শর্তে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করার আশ্বাস দিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে কংগ্রেস নীরব হয়েছিল। তার ফলে দলের মধ্যই সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীরা আইন সভা থেকে পদত্যাগ করতে শুরু করে। কমিউনিস্ট, কংগ্রেসের সোশ্যালিস্ট এবং সুভাষপন্থীরা কংগ্রেসের পদত্যাগ দাবি করতে শুরু করে। এই অবস্থায় গান্ধিজি দক্ষিণপন্থী সহ কংগ্রেস মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংকট আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। দক্ষিণ এবং বামের মধ্যে সংঘাত দেখাা দিল। ১৯৩৯ সালে সুভাষ বোস কংগ্রেসের সভাপতি পদ ধেকে সরে গেলেন। ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলন করার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করলেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময়ে সুভাচন্দ্র বোস ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতারা এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তারা আপসকামী মত পোষণ করতে শুরু করে। তার ফলে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস ম্যান, (মানবেন্দ্র রায়ের দল), লেবার পার্টি প্রমুখদের নিয়ে সুভাষ বোস একটি 'বাম সমন্বয় কমিটি' তৈরি করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রমাদ গুনল কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছিল লিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে কোনও সত্যাগ্রহ আন্দোলন করা যাবে না প্রাদেশিক কমিটির অনুমতি ছাড়া। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করেছিল 'বাম সমন্বয় কমিটি' ১৯৩৯ সালের ৯ জুলাই। 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করা হয়। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে সুভাষা বোসকে বর করে দেওয়া হল এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে বাতিল করে তারা নিশ্চিত হল। রাজা পার্ক। উত্তর কলকাতার কাশীপুরের রাজা পার্কে সুভাষ বোসের সমর্থনে বিশাল জমায়েত হল তরুণদের। ১৯৮০ সালের ১৫ মে কাশীপুরের রাজা পার্কে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বক্তব্য রাখলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, রমেশ আচার্য, প্রভাস সেনগুপ্ত, প্রবীর ঘোষ প্রমুখ। সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতাতে কোনও আপত্তিজনক কথা না থাকলে এদিন সবাইকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এরপরে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী অন্দোলন তিনটি ধারাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম, কংগ্রেস পরিচালিত ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে। দ্বিতীয়, জার্মানি ও জাপান থেকে সুভাষ বোস পরিচালিত আই.এন.এ (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) আন্দোলন। তৃতীয়, কমিউনিস্ট পরিচালিত ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন। মহম্মদ আলি পার্ক। মৌলানা কামার পরিচালিত কলকাতা জেলা মুসলিম লিগের পতাকা তুলে 'কিস্তান দিবস' পালন করা হল। দিনটি ছিল ১৯৪১ সালের ২৩ মার্চ। মৌলানা কামা এই পাকিস্তান দিবস পালন করার ব্যাখ্যা দিলেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মুসলিম লিগের কলকাতা জেলা সভাপতি মওলানা আব্দুর রউফ, এস.এম. ওসমান। লিগের পাকিস্তান পরিকল্পনা এবং জিন্নার প্রতি আস্থা রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। **কুমারটুলিঃ** অপর দিকে হিন্দু মহাসভা কলকাতার বিভিন্ন পার্কে সভা করতে শুরু করে দিল। ২২ জুলাই ১৯৪১ সাল থেকে সুরু হল হিন্দু মহাসভার সভা সমাবেশ। হৃষিকেশ পার্কে সভা হল ২৩ জুলাই, ১৯৪১ সালে। ওয়েলিংটন স্কয়ারে সভা হল ২৪ জুলাই। বিডন স্কোয়ারে সভা হল ২৫ জুলাই। শ্যাম স্কোয়ারে সভা হল ২৬ জুলাই। এই সব সভায় বক্তব্য রাখতে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতির্ময় ঘোষাল, এনসি চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষাল, স্বামী সত্যানন্দ, এনসি চ্যাট্রার্জি প্রমুখ। (ক্রমশ...)

ইতালির রোম সুসজ্জিত, জেরুজালেম-বেথলহেম অন্ধকার

বিশেষ প্রতিনিধি

যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কোনও কোনও দেশে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালন কবে। তারা মনে করে যে এই দিনেই প্রভু যিশু জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোনও কোনও দেশ মনে করে তাকে যে যিশু ৬ বা ৭ জানুয়ারি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে ভারত, বাংলাদেশ, মালেশিয়া, শ্রীলঙ্কাতে ২৫ ডিসেম্বর জন্মদিন পালন করা হয়ে থাকে। আবার ৬ বা ৭ জানুয়ারি প্রভু যিশু জন্মদিন পালন করা হয় কোনও কোনও দেশে। যিশু করে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক থাকলে কিন্তু রোম এই বড়দিনে নিজেকে সাজিয়ে রাখে। ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে পুরো জানুয়ারি মাস রোমের ভ্যাটিকান সিটি নিজেকে সাজিয়ে পর্যটক এবং প্রভু যিশু ভক্তরে জন্য অপেক্ষা করে থাকে। ইতালির রোমে এখন বিদেশি পর্যটকদের ভিড়। তাকে সমাল দিতে ইতালির পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনী সতর্ক পাহারা দিতে শুরু করে দিয়েছে। আকাশ পথ ধরে ড্রোন চলছে নজরদারি করে। সন্ত্রাসাবাদী হামলা যাতে রোমে এই সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তার দিকে কড়া নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে ইতালির প্রশাসন। এদিকে রোমের পোপ বিশ্ব শান্তির বার্তা দিয়েছেন। তিনি আগামি দিনে ১ জানুয়ারি বিশ্ব শান্তির বার্তা দেবেন। তিনি বলেছেন, প্রভু যিশু সবাইকে ভালোবাসার মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন। সেই মন্ত্রকে এখন কাজে লাগাতে হবে। যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। বহু লোক যুদ্ধে মারা যেতে শুরু করে দিয়েছে। মানুষর বাঁচার অধিকারকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। সবার বাঁচার অধিকার রয়েছে। ইতালির প্রতিটি শহরে প্রচণ্ড ভিড়। বিশেষ করে রোম শহরে পা রাখার জায়গা নেই। সারা ইউরোপের লেকেরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সবাই রোমের ভ্যাটিক্যন সিটিতে সমাবেত হয়ে সেখানকার পোপের গির্জাতে উপস্থিত হয়ে পরিদর্শন করতে চায়। সই প্রবল ভিড়কে সামাল দিতে ইতালির নিরাপত্তা বাহিনী সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ইতালিতে যাতে কোনও রকম যুদ্ধের ছায়া না পড়ে তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে ইতালির প্রশাসন। ইংল্যাণ্ডের সেন্ট পলস গীর্জাতে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ওয়েস্ট মিনিস্টার্স অ্যাবেতেও এদিন বড়দিন পালন করতে দেখা যায়। রাজপরিবার এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন জাতির উদ্দেশ্যে শান্তির বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকার সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার পক্ষে রয়েছে। জঙ্গি মুক্ত বিশ্ব গড়ে তালার দিকে আমেরিকা পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে বাইডেনের বিরোধীপক্ষরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে বাইডেন যদি জঙ্গি সন্ত্রাস মুক্ত বিশ্ গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন তাহলে কী করে তিনি তালিবানদের হাতে আফগানটা তুলে দিয়ে এলেন। সেখানকার গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটল। জঙ্গিরা সেখানকার শাসন ভার গ্রহণ করলো। তাহলে জো বাইডেন দুই মুখো নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি একদিকে জঙ্গিদের সমর্থন করছেন আবার অন্য দিকে জঙ্গিদের নিধন করার ডাক দিচ্ছেন। তাহলে কোনটা সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এদিকে ইজরায়েলের যুদ্ধ এখনও চলছে। ইজরায়েল সেনারা যুদ্ধে রত রয়েছেন। গাজার বিভিন্ন স্থান তারা হানা দিতে শুরু করেছে। ইজরায়েলের যুদ্ধ পরিস্থিতি গড়ে ওঠার ফলে জেরুজালেম এবং বেথলেহেম বলতে গেলে অন্ধকার। সেখানে কানও আলো নেই। সারা জেরুজালেমের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে আলো জ্বালানোর কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। বেথলেহেম যিশুর জন্মস্তান। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ছোট শহরে আলো জ্বলে ওঠে প্রতি বছর। এ বছর সেখানে কোনও আলোর চিহ্ন দেখত পাওয়া যাচেছ না। সব দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আগে এই ছোট শহরে তিল ধারনের জায়গা থাকতো না। হোটেলগুলিতে আগে থেকে লোকেরা আসতে শুরু করতো। বেথলেহেম দেখার জন সারা বিশ্ব থেকে লোক এসে উপস্থিত হতো। সমস্ত গীর্জাগুলিতে ভিড়ে ঠাসা হয়ে যেত। বহু ভক্তরা হোটেলে কোনও স্থান বসবাস ব্যবস্থা না করতে পেরে রাস্তায় শুয়ে দিন কাটাতো। সারা রাত আবার জেগেও থাকতো। ভোর হলেও শহরের মূল স্কোয়ারে ব্যাণ্ড বাজনা বাজতে শুরু করে দিত। স্কুলের ছাত্র থেকে শুরু করে ইজরায়েলের ক্রিস্টান নাগরিকেরা এই দিন দারুণ আনন্দ উৎসব করে উপভোগ করতো। এখন আর সেখানে কোনও কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না। ইজরায়েল সেনারা সতর্ক পাহারা দিতে শুরু করে দিয়েছে। কাউকে ভিড় করতে দেওয়া হচ্ছে না। সবাইকে বলা হয়েছে স্থান ফাঁকা করে দিতে। কেউ যেন জড়ো হয়ে কোনও রকম প্রার্থনার আয়োজন না করে। ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ এতখানি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছ যে মানুষের আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রাস্তায় ঘোরা ফেলার করতে শুরু করেছে। সারা বিশ্ববাসী যখন আনন্দ করতে শুরু করেছে তখন ইজরায়েল এবং ইউক্রেনের মানুরো আনন্দ উৎসবকে ভুলে গিয়েছে। তারা এখন বলতে গেলে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে শুরু করেছে। বহু প্যালেস্টাইন নাগরিকদের মাথার ওপরে খোলা আকাশ। ঘর বাড়ি তাদের ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বেথলেহেমের রাস্তায় ক্রিস্টমাস ট্রি নেই। আলোর রোশনাই নেই। কোনও রেস্টুরেন্টের থেকে বাজনার সুর ভেসে আসছে না। ম্যঙ্গান স্কোরে প্রভু যিশু শুয়ে রয়েছেন রাস্তায় ওপরে সাদা কাপড় পরে। এটা একটি প্রতিবাদের চিত্র সবার সমানে তুলে ধরা হয়েছে। ভালোবাসা নেই। আছে রাস্তার শরনার্থী হয়ে ঘুরে বেড়ানো। জল নেই, বিদ্যুৎ নেই। পর্যাপ্ত খাবার নেই। সবাই অর্ধভুক হয়ে রয়েছে। ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক জেরুজালেমে ৫০ হাজার খ্রিস্টান বসবাস করে। গাজাতে প্রায় ১৩০০০ খ্রিস্টান বসবাস করে। অসহায় অবস্থায় রয়েছে প্যালেস্টাইন খ্রিস্টানরা। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের বাসিঃদা এবং বেথলেহেমের বাসিন্দরা আতঙ্কে ভুগত শুরু করে দিয়েছে। সেখানকার ব্যবসায়ীদের মনে কোনও আনন্দ নেই। বছরের এই দিনগুলিতে ভালো বিক্রি হতো। সারা বছর বিক্রি না হলেও চলতো। সারা বছরের লাভ এই একমাস ধরে বিক্রি হলে পয়সা উসুল হয়ে যেত। তার ফলে কোনও লোকসান হতো না। লাভ থাকতো। কিন্তু এবারে দোকান খুলে কোনও লাভ নেই। কারোর হাতে পয়সা নেই। পর্যাপ্ত খাবার ঘরে নই। পানীয় জল নেই। বহু স্থানে বিদ্যুৎ নেই। তার ফলে মানুষের মনে কোনও আনঃদ নেই। সবাই বলতে গেলে নিরাশ অবস্থায় রয়েছে।

হেরিটেজ রানি রাসমণির খ্রিষ্টধর্ম প্রীতি

রানি রাসমণি খ্রিষ্ট ধর্মের পৃষ্টপোষক ছিলেন। তিনি নিজে হিন্দু ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেও খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর জমিদারিকে সবচেয়ে বেশি গীর্জা এবং ইংরজি সাহেবদের স্কুল হয়েছে. কলকাতার বিখ্যাত স্কুলগুলি তৈরি হয়েছে তার জমিদারির ওপরে। তিনি অনুভব করতে পেলেছিলেন ইংরেজ সাহেবদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এদেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্র ব্যবহার করা উচিত। সাহেবদের ভাষা এবং শিক্ষাদীক্ষাকে গ্রহণ করলে বাংলার ছাত্ররা বিজ্ঞান চর্চা থেক শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এ ব্যাপারে তিনি বিদ্যাসাগর এবং মাইকেলের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। তখন ডালহৌসিতে একটি গীর্জা ছিল। তার নাম ছিল চার্চ। সেই চার্চে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন মাইকেল মদুসূদন দত্ত। এটি তৈরি করা হয়েছিল ১৭৭০ সালে। এটি তৈরি করেছিলেন কিয়ের্নান্ডার সাহেব। সেই গীজাটি নাম হচ্ছে 'ওল্ড অর মিশন চার্চ'। কলকাতার বহু বিখ্যাত ইংরেজি স্কুলগুলি রানীর জমিদারি ওপরে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগরকে তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য বা শিক্ষা বিস্তারের জন্য আর্থিক সাহায করতেন। পাশাপাশি তিনি মিশনারীদের জন্য চার্চ এবং স্কুল খোলার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। সেন্ট জেমস স্কুল, ল্যা মার্টেনিয়ার স্কুল, সেন্ট থমাস স্কুল, আগাস্টান স্কুল প্রতি স্কুলই আজকে কলকাতার সেরা ইংরজি মাধ্যম স্কুল।

রাজবংশী পরিবারকে বাড়ি ফেরাতে ধর্ণায় ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর ২৫ ডিসেম্বর ঃ রাজবংশী পরিবারকে বাড়ি ফেরাতে ধর্ণায় ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক করিম চৌধুরী। ইসলামপুরের

বিধায়ক করিম চৌধুরী জানান, ইসলামপুর থানার পাটাগড়ার বাসিন্দা রাজেশ সিংহ জমি বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল ২০২১ সালে। সেই সময় গ্রেফতারির ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল রাজেশ। সেই সুযোগে তার কাকাতো ভাই বিক্রম সিং পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার রাজেশের বাড়িতে ঢোকার রাস্তা আটকে পাকা দেওয়াল তুলে দিয়েছে। সেই থেকে তিন বছর হয়ে গেল রাজেশ বাড়ি ফিরতে পারছে না, স্ত্রী ও ছোট দুই সন্তানকে নিয়ে অন্যত্র ভাড়াবাড়িতে থাকছেন। গোটা বিষয়ে আমাকে লিখিতভাবে জানানোর পর আমি নিজে এলাকায় গিয়ে সমস্ত বিষয়টা খোঁজ নেই। গোটা বিষয়টি এসডিও ও জেলা পুলিশকে জানিয়েছি, তারা বাড়ি ফেরানোর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে গান্ধীজী ও নেতাজির মূর্তির সামনে ধর্ণায় বসার সিদ্ধান্ত করিম চৌধুরীর।

দুর্গাপুরে মিষ্টির দোকানে গ্যাস লিকে মৃত্যু ২ কারিগরের, অসুস্থ ৬

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৫ ডিসেম্বর ঃ দুর্গাপুরের বিজোনের উইলিয়াম কেরি মোড়ের সামনে একটি মিষ্টির দোকানে গ্যাস লিক করে মৃত্যু হল ২ কারিগরের। সোমবার ঘটনাটি ঘটে। অসুস্থ অবস্থায় শোভাপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও ৬ জন। মৃত ও অসুস্থরা সবাই বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড়ার বাসিন্দা। অন্যদিনের মতো গতকাল রাতে মিষ্টির দোকানে ঘুমোচ্ছিলেন আটজন কারিগর। সেইসময় এই ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, এদিন ভোরবেলা ওই কারিগরদের মধ্যে একজন ফোন করেন দোকান মালিক মিলন মণ্ডলকে। তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এরপর অচৈতন্য অবস্থায় আটজনকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি ৬ জন অসুস্থ অবস্থায় ওই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

চুরি যাওয়া স্কুটি এনজেপি থানার তৎপরতায় ফিরে পেল অভিযোগকারী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ দুপুরবেলা দোকানের সামনে থেকে হঠাৎই উধাও হয়ে যায় স্কুটি। কুলকিনারা না পেয়ে দারস্থ হয় এনজেপি থানার। অভিযোগের ভিত্তিতে ১২ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগকারীর হাতে হারিয়ে যাওয়া স্কুটি তুলে দিলেন এনজেপি থানা সাদা পোশাকের পুলিশ। গত রবিবার দুপুরে অম্বিকা নগর বাসিন্দা সাজু রায় তার দোকানের সামনে WB72V0277 নম্বরের স্কুটি রেখে ব্যবসায় মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ করে তার নজরে আসে যে তার স্কুটিটি খোয়া গেছে। প্রাথমিকভাবেই ওই এলাকায় খোঁজাখুজি শুরু করেও স্কুটিটি না মেলায় দারস্থ হন এনজেপি থানার। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। রাত্রেই ভালোবাসা মোড় সংলগ্ন জোড়পাখরি থেকে উদ্ধার করে নম্বরবিহীন স্কুটিটি। তবে ঘটনাস্থলে কাওকেই পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে পুলিশ খবর দেয় অভিযোগকারী সাজু রায়কে। সাজু এসে তার স্কুটিটি শনাক্ত করে জানান যে স্কুটিটি তার। সোমবার সেই হারিয়ে যাওয়া স্কুটিটি সাজু রায়ের হাতে তুলে দেন এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। স্কুটি পেয়ে খুশি সাজু রায়, তিনি পুলিশের ভুমিকার প্রশংসা করেন।

বড়ো দিনের কেক কিনতে ভিড় জমছে কান্দিতে, হাসি ফুটছে বেকারিদের

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ বড় দিনের কেকের পসরায় সেজে উঠলো স্টল, কান্দির জীবন্তি কেকে কিনতে জমছে মানুষের ভিড়। শহরের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল কান্দির বিভিন্ন এলাকায় জমে উঠেছে কেকের পসরা। বড় দিন মানেই হরেক রকমের কেক। নামী দামী কোম্পানির কেকের দোকান থেকে শুরু করে পাড়ার মোড়ে মোড়ে স্থায়ী- অস্থায়ী দোকানে এখন রঙিন কেকের পসরা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বড়ো দিনের উসব এখন বাঙালিয়ানা হয়ে উঠেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ! জীবন্তির কেক

ব্যবসায়ী জসিমুদ্দীন বলেনস্থানীয় কেক থেকে শুরু করে নামীদামি কোম্পানির ছানা, মোয়া, এমনকি নলেন গুড়ের সহ একাধিক ভ্যারাইটিজ কেক পাওয়া যায় । তাই দূর দূরান্তের ক্রেতা এখানে কেক কিনতে আসেন। তবে গতবছরের তুলনায় এ বছর চাহিদা বেশি থাকলেও দামি কেকের চাহিদা কম। তবে আট থেকে আশি সকলেই মেতে উঠেছে বড়োদিনের কেক নিয়ে। প্রসঙ্গত, শহরের থেকে গ্রামাঞ্চলে বড়ো দিনের নামীদামি কোম্পানির কেকের রমরমা পৌঁছে গিয়েছে গ্রামের অলিতে-গলিতে । চাহিদা মতো কেকের পসরা সাজিয়ে তৈরি হয়েছে কেকের দোকান। অনেক স্থানীয় বেকারিগুলি নামীদামি কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রত্যন্ত মানুষের মুখে এখনও কম পয়সায় কেক তুলে দিচ্ছে স্থানীয় বেকারিগুলিই। গ্রামের নিম্নবৃত্ত বা নিম্নমধ্যবৃত্ত ক্রেতারাই এদের ভরসা। ফলে বছর শেষে এই বেকারিগুলিতে ব্যস্ততা তুঙ্গে। তাছাড়া নলেন গুড়ের কেক তৈরিতে স্থানীয় বেকারি ব্যবসায়ীরা অনেকটাই এগিয়ে। স্থানীয় বেকারির তৈরি কেকের চাহিদা বাড়ায় খুশি বেকারি মালিকরা। বহরমপুরের রাধারঘাট বেকারি গোপাল জানান, বড়দিনের জন্য এখন পর্যন্ত ছয় হাজার পাউন্ড কেক বিক্রি হয়েছে। এ বছর চাহিদা ইকটু বেশি থাকায় ফের নতুন করে কেক বানাতে হচ্ছে।'' আর এক বেকারি কারবারী নিল মাধব দাস বলেন- ''আমাদের ভরসা গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষ। যাদের ১০০ টাকা বা ২০০ টাকা দিয়ে চকচকে মোড়কের ২০০ গ্রাম কেক কেনার ক্ষমতা নেই। এখনও ৪০ বা ৫০ টাকায় তিনশো বা সাড়ে তিনশো গ্রাম ওজনের কেক শুধু বেকারিই দিতে পারে।' ফলে বড় দিন উপলক্ষ্যে ব্যবসা বাড়ায় মুখে চওড়া হাসি মুর্শিদাবাদের স্থানীয় বেকারিদের।

ফ্লেক্স লাগানো নিয়ে বিবাদ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ দলীয় ফ্লেক্স লাগানো কেন্দ্র করে বিবাদ। তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যর ওপর হামলা। অভিযোগ সিপিএমের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে পাল্টা সিপিএম কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তৃণমূল সদস্যের বিরুদ্ধে। মালদার মোথাবাড়ি থানার উত্তর পঞ্চানন্দপুর এলাকার ঘটনা। ঘটনার তদন্তে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। আহত হয় পঞ্চায়েত সদস্যের নাম রথীন সরকার এবং তার বাবা শ্যামল সরকার। আহতরা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ উঠেছে এলাকার সিপিআইএম কর্মী বাপি সরকার সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে বাপি সরকারের পাল্টা অভিযোগ, তৃণমূল সদস্য এবং তার দলবল তাদের মারধর করেছে। আক্রান্ত বাপি সরকারও মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুরুলিয়া থেকে দিঘা, ঝাড়্গ্রামেও লেগেছে ক্রিসমাসের নানান রং, পর্যটনস্থানগুলিতে ঢল পর্যটকদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ বড়দিনের উৎসবে সামিল পুরুলিয়াবাসী। জেলার বিভিন্ন পর্যটনস্থানগুলিতে পর্যটকদের ঢল নেমেছে। পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে চড়ুইভাতিতে মেতেছেন পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষ। জয়চণ্ডী পাহাড় থেকে অযোধ্যা পাহাড় থেকে কংসাবতী নদীর তীর-- সর্বত্র সাধারণ মানুষের ঢল। শীতের আমেজের মধ্য দিয়ে বড়দিনের উৎসবে মেতে উঠেছেন পুরুলিয়াবাসী থেকে পর্যটক সকলেই। বড়দিনের উৎসব উপলক্ষ্যে আলোর রোশনাইয়ে সেজে উঠেছে শহর পুরুলিয়া। এক টুকরো পার্কস্ট্রিট যেন উঠে এসেছে পুরুলিয়ায়। প্রতিটি চার্চ রং-বেরঙের আলোয় সেজে উঠেছে। শহরের প্রতিটি রাস্তা সাজিয়ে তোলা হয়েছে। উৎসবের মেজাজে শহরবাসীরা। আগেই দেখা গিয়েছিল, বড়দিনের উৎসবের আবহে বড়দিনের আগে থেকেই পর্যটকদের ঢল পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়া জেলার অন্যতম পর্যটনস্থল অযোধ্যা পাহাড় লোকে লোকারণ্য। জেলার লোকজন তো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আসছেনই। জেলা ছাড়িয়ে ভিন জেলা এবং ভিন রাজ্য থেকেও এই সময়ে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে পুরুলিয়ায়, অযোধ্যা পাহাড়ে এবং পুরুলিয়ারই অন্যত্র। আজকাল এমনিতেই সারা বছর পুরুলিয়ায় পর্টকদের ভিড় থাকে। বিশেষ করে এই শীতের মরশুমের অপেক্ষায় থাকেন শীতপ্রেমীরা। তাই কনকনে শীতের আমেজের মধ্যেই অযোধ্যা পাহাড়ের আপার ড্যাম, লোয়ার ড্যাম, মারবেল লেক, উসুল ডুংরি, পাখি পাহাড়-সহ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে-ঘুরে আনন্দ উপভোগ করছেন পর্যটকেরা। পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা অযোধ্যা পাহাড়ের প্রতিটি হোটেল। ফুলেফেঁপে উঠছে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যবসাযীরাও। পর্যটকদের যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয় সেজন্য অযোধ্যা পাহাড়ের প্রতিটি স্থানে জেলা পুলিসের পক্ষ থেকে ট্যুরিস্ট গাইডরা মোতায়েন থাকছেন। পাহাড়ের রাস্তাঘাট, পাহাড়ি পরিবেশ, পুরুলিয়ায় থাকার জায়গা থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষের ব্যবহারে খুশি পর্যটকরা । অন্যদিকে, জমজমাট বড়দিনের দিঘা। বড়দিনের ছুটি মানেই পর্যটকদের ভিড় দিঘা-শংকরপুর-তাজপুর- মন্দারমণির সমুদ্রসৈকতে। বড়দিনকে কেন্দ্র করে আলাদা করে সেজেও উঠেছে সৈকত। পর্যটকেরা আসছেন। তবে যাঁরা রাত্রিবাসের ইচ্ছে নিয়ে আসতে পারেননি, বা জায়গা পাননি, তাঁরা বড়দিনের ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে ঝাউ-জঙ্গলে পিকনিকের আনন্দে মেতে উঠছেন। আজ, বড়দিনে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটেছে দিঘা সৈকতে। এই ভিড়কে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বাড়তি পুলিস নিয়োগ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্নানের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে ওয়াচটাওয়ার থেকে চলছে নজরদারি। সাদা পোশাকের পুলিসও নিয়োগ করা হয়েছে পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে। এদিকে ২৫ ডিসেম্বর সকাল থেকেই ফেস্টিভ মুডে ঝাড়গ্রাম। অরণ্যময় জেলায় ঢল পিকনিক পার্টির। ভোর ভোর জঙ্গলে, নদীর পারে, ঝিলের ধারে, অসংখ্য পর্যটক ভিড় জমাচ্ছেন। রান্নার সামগ্রী নিয়ে বিভিন্ন জায়গা দখল করে শুরু হয়ে গিয়েছে পিকনিক। ছোট ছোট দলে কচিকাঁচা থেকে সব বয়সের মানুষ সারাদিন হইহই করে দিন কাটাচ্ছেন। গতবারের ভিড় ছাপিয়ে এবছর ডিয়ারপার্ক লোক আসবে-- এমনটাই মনে করছেন জুওলজিকাল পার্কের রেঞ্জার অতুলপ্রসাদ দে। ঘন শাল জঙ্গলের মাঝে নতুন বেশ কিছু অতিথিদের দেখতে ভিড় বাড়বে বলে মনে করছেন রেঞ্জার। বেলপাহাড়ির মতো জায়গায় ট্যুরিস্ট সমাগম হলেও, বাইরে থেকে আসা পিকনিক পার্টির ভিড় অনেক কম। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, গত ২৩ তারিখ মাওবাদীদের ডাকা বন্‌ধে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল বেলপাহাড়ি এবং লালগড় ব্লকে। তার পর যেন জনজীবন কিছুটা থমকে গিয়েছে এখানে। তবে জেলার বাকি অংশে যথারীতি আজকের দিনটা উদ্‌যাপনে মেতে উঠেছেন সাধারণ মানুষ। ঝাড়গ্রাম শহরজুড়ে লাগানো হয়েছে রং বেরঙের আলো। সান্টারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সব মিলিয়ে ফেস্টিভ মুডে গোটা ঝাড়গ্রাম।

দেখতে অনেকটা বিশালাকৃতি লাউয়ের মতোন, বিখ্যাত নবাবগঞ্জের বেগুন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ দেখতে অনেকটা বিশালাকৃতি লাউয়ের মতোন। এক সময় মালদার (তৎকালীন গৌড় রাজ্য) মোগল আমলের নবাবদের প্রিয় ছিল এই বেগুন। শুধুমাত্র নবাবদের নির্দেশেই তাদের সীমানাতেই চাষীরা উৎপাদন করতেন সুস্বাদু এই বেগুন। যার থেকেই নাম হয়েছে নবাবগঞ্জের বেগুন। রাজ্য তথা দেশের একমাত্র মালদাতেই এখনো উৎপন্ন হয় নবাবগঞ্জের বেগুন। শীতের মরশুমে শুধু পাওয়া যায় এই জাতের বেগুন। যা দিয়ে বেগুন ভর্তা, বেগুন পোড়া, বেগুন ভাজা, বেগুন পোস্ত, বেগুনের সবজি সহ রকমারি রান্না করে এখনো রসনা তীপ্তভাবে উপভোগ করেন জেলার মানুষ। আর এই বেগুন কিনতেই আশেপাশের জেলা ও ভিন রাজ্য থেকেও বহু খাদ্য রসিক মানুষেরা আসেন মালদায়। ব্যাপকহারে এই নবাবগঞ্জের বেগুনের চাহিদা থাকায় এবছর দামও খানিকটা বেড়েছে। বর্তমানে বাজারে ৭০ থেকে ১০০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে মালদার বিখ্যাত নবাবগঞ্জের বেগুন। উল্লেখ্য, একটি বেগুনের ওজন ন্যূনতম ৮০০ গ্রাম থেকে দুই কেজি পর্যন্ত হয়। বিশাল এই বেগুন শুধুমাত্র মালদা জেলার চাঁচল মহকুমার পুখুরিয়ার থানার রাজাপুরে মূলতঃ চাষ হয়। এছাড়াও ওই গ্রামের পার্শ্ববর্তী পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানী, গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া এলাকায় কিছু পরিমাণ জমিতে চাষ হয়। এই বেগুনের নাম নবাবগঞ্জের বেগুন। এই প্রজাতির বেগুন আর অন্য কোথাও চাষ হয় না। এই এলাকার কৃষকেরাই চাষ করেন। প্রতিবছর কৃষকেরা বেগুনের বীজ সংরক্ষণ করে রাখেন। পরবর্তীতে সেই বীজবপন করেন কৃষকেরা নিজেই। এই প্রজাতির বেগুনের বীজ কোথাও কিনতেও পাওয়া যায় না। প্রাচীনকাল থেকেই এই বেগুনের চাষ হয়ে আসছে মালদায় এমনটাই দাবি কৃষকদের। বর্তমানে ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি হচ্ছে নবাবগঞ্জের বেগুন। একটি বেগুনের ওজন অনেক আবার দামও বেশি তাই সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে এখন এই বেগুন। মালদা জেলায় উদ্যান পালন দফতর সূত্রে জানা গেছে, জেলার তিনটি ব্লকের বেশ কিছু গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ২০০ বিঘা জমিতে এই বেগুন বর্তমানে চাষ হচ্ছে। ধীরে ধীরে এই বেগুনের ওজন অনেকটাই কম হচ্ছে। কারণ গতানুগতিক চাষের ফলে। ৮০০ গ্রাম থেকে দুই কেজি পর্যন্ত হয় একটি বেগুনের ওজন। এই বেগুন গুলিতে বীজ থাকে প্রায় ৫০ গ্রাম। অন্য কোথাও এই বেগুন চাষ না হওয়ার কারণ, মাটির উর্বরতা আবহাওয়া। মূলতঃ শীতকালেই পাওয়া যায় এই বেগুন। পুকুরিয়া থানার রাজাপুর এলাকার নবাবগঞ্জ বেগুন চাষী রহিম শেখ বলেন, এই জাতের বেগুনের সঙ্গে মালদার প্রাচীন ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। একটা সময় নবাবেরাই এই বেগুন খেতে পছন্দ করতেন। পরবর্তী সময়ে রাজা এবং রাজার রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। এরপর পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জ নামক একটি এলাকায় শুধুমাত্র এই বেগুনের হাট বসতো। সেই থেকেই আজও মালদার নবাবগঞ্জের বেগুন জগৎবিখ্যাত। সরকার এবং প্রশাসন যদি এই জাতের বেগুন উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়, তাহলে অনেক চাষীরাই আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হতে পারবেন। মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, নবাবগঞ্জের বেগুন উৎপাদনের ক্ষেত্রে সঠিক সময় চাষীদের পরামর্শ এবং সহযোগিতা করা হচ্ছে। এই জাতের বেগুন চাষের ক্ষেত্রেও চাষীদের আগ্রহ বাড়াতেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ইংরেজবাজারের রামকৃষ্ণপল্লীর জাতীয় সড়কের দুই লেন দখল করেই অবাধে চলছে বাজার এবং পার্কিং

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ছবি দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা বাজার না ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। বেমালুমভাবে মালদার ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি থেকে রামকৃষ্ণপল্লী প্রায় এক কিলোমিটার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই লেন দখল করেই অবাধে চলছে বাজার এবং পার্কিং। যার ফলে যানজট বাঁধার পাশাপাশি দুর্ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটছে বলে অভিযোগ। এইব্যাপারে ইংরেজবাজার পুরসভা ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। এখন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের রাস্তায় রীতিমতো শাক, সবজি , ফল, ফুলসহ নানান ধরনের সামগ্রী নিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বেচাকেনা চলছে। আরেকদিকের জাতীয় সড়কের রাস্তায় অবাধে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের বেআইনি পার্কিং গড়ে উঠেছে। সবকিছু দেখে শুনেও পুরসভা ও প্রশাসন কেন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না , সেই ব্যাপারেও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইংরেজবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি এলাকার এখানেই রয়েছে চার লেনে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। কথাই বলে ইংরেজবাজারের ব্যস্তবহুল রথবাড়ি মোড় কখনো নাকি ঘুমায় না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জনকলাহল এবং যানবাহনের যাতায়াত চলতেই থাকে। এছাড়াও জাতীয় ধারে বিভিন্ন ধরনের দোকান খোলা থাকে। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে এই এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জবর দখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রথবাড়ি থেকে রামকৃষ্ণপল্লী প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তায় দিয়ে কোনরকম যানবাহন সহজে চলাচল করতে পারে না। রাস্তার মধ্যেই অবাঞ্ছিতভাবে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বাজার বসছে। আর সেখানে কেনাকাটা করতেও ভিড় করছেন সাধারণ মানুষ। সংশ্লিষ্ট এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ, দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা জাতীয় সড়ক। প্রতিদিনই এই বাজার আর পার্কিংয়ের জন্য যানজট বাড়ছে এবং দুর্ঘটনা ঘটছে। এজন্য নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সব কিছু দেখে শুনেও পুরসভা ও প্রশাসন নিশ্চুপ রয়েছে। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, খুচরো ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করুক, তাতে কোন সমস্যা নেই । কিন্তু এটাও দেখতে হবে যে সাধারণ মানুষ যাতে কোন রকম ভাবে সমস্যায় না পড়ে। জাতীয় সড়ক দখল করে বাজার বসার একটা অভিযোগ আমি শুনেছি। তবে প্রত্যেককেই বলবো নিজেদের বেচাকেনার ক্ষেত্রে যাতে মানুষের যাতে সমস্যা না হয়। ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর অম্লান ভাদুরী বলেন, জাতীয় সড়ক দখল করে বেআইনি পার্কিং এবং বাজার বসাটা মনেই মোটেই ঠিক কাজ নয়। আমরা চাই যাতে পুলিশ ও প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুক। ইংরেজবাজার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, জাতীয় সড়ক জবরদখল হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় । বেআইনি পার্কিং এবং জবর দখলের বিরুদ্ধে পুরসভা , পুলিশ এবং প্রশাসন আলোচনা করেই হস্তক্ষেপ করবে।

প্রচুর মাদক ইনজেকশনসহ আটক যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ আবারো গোপন সূত্রে

পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। বিপুল পরিমাণ নেশার ইনজেকশন সহ গ্রেফতার ১। পুলিশের অভিযানে এক যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নেশার ইনজেকশন। রবিবার বিকেল ৪.৩০ নাগাদ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মাটিগাড়ার লালপুল সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহের বসে এক যুবককে আটক করে তল্লাশি চালালে সেই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৬০ টি নেশার ইনজেকশন। ঘটনাস্থল থেকেই সেই যুবককে গ্রেপ্তার করে, মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম অজয় চৌহান বয়স ২৫ সে বানিয়াখারী ত্রিপালিজোতের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। কি করে তার কাছে এত পরিমাণ নেশার ইনজেকশন এলো এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তা নিয়ে ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। মৃত যুবককে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

গৃহবধূকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ গৃহবধূকে গায়ে আগুন লাগিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো স্বামী ও দেওরের বিরুদ্ধে।

শিলিগুড়ির ঘটনা। এই নিয়ে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় জেলা হাসপাতালে। পরিবার সূত্রে খবর, গৃহবধূর বাবার বাড়ি মাটিগাড়ার নিউকলোনিতে। শ্বশুরবাড়ি শিলিগুড়ির আশিঘর এলাকায়। বিয়ের পর থেকে তাঁর ওপর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিক অত্যাচার করত বলে অভিযোগ। রবিবার রাতে গৃহবধূর স্বামী ও দেওর তাঁর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী ও দেওরকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মেডিকেল টেস্ট করাতে এলে জেলা হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। গৃহবধূর বাড়ির লোকজনের ক্ষোভের মুখে পড়ে তারা। যদিও পুলিশ পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত দোকান

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৫ ডিসেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ার শহরের বড়বাজারে ভয়াবহ আগুন । ভস্মীভূত হয়ে গেল বাজারের একটি বড় দোকান। দমকলকর্মী ও স্থানীয়দের তৎপরতায় রক্ষা পেল বাজারের অন্যান্য দোকানপাট। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাজার এলাকায় ব্যপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, এদিন রাত দুটো নাগাদ আলিপুরদুয়ারের বড়বাজার এলাকার একটি খেলনা ও কসমেটিকসের দোকান থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন বাজারের এক নাইট গার্ড। নিমেষে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করে দোকানটিতে। এরপরই নাইট গার্ডের চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘটনাস্থলে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় তিন ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। দমকলকর্মীদের সঙ্গে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরাও। এই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোকানের তিনটি তল। ক্ষতিগ্রস্থ দোকানটিতে বাচ্চাদের প্রচুর খেলনা ও কসমেটিকস মজুত ছিল বলে খবর।

রং করার কাজে গিয়ে নিখোঁজ সপিজুল মহম্মদ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ লাটাগুড়িতে হোটেলে রঙ করার কাজে গিয়ে নিখোঁজ জলপাইগুড়ির উত্তর সুকান্ত নগরের বাসিন্দা সপিজুল মহম্মদ বয়স ৩৯ বছর। দুশ্চিন্তায় তার আত্মীয় পরিবার বর্গ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত উত্তর সুকান্ত পল্লীর বাসিন্দা সফিজুল মহম্মদ লাটাগুঁড়িতে একটি বেসরকারি হোটেলে রঙ করার কাজ করতে যান । দুই দিন কাজও করে এরপর থেকেই সেই ব্যাক্তির আর কোনো খোঁজ পাচ্ছে না পরিবার। ইতিমধ্যে এই মর্মে পরিবারের পক্ষ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ক্রান্তি পুলিস ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। নিখোঁজ সপিজুলের মেয়ে সদাইপা খাতুন বলে, আমার বাবা কাজে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। বাবার খবর না পেয়ে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি। অপরদিকে নিখোঁজ সফিজুলের প্রতিবেশী হামিদুল ইসলাম বলেন, এর আগেও এই ব্যাক্তি বাইরে কাজ করতে গেছে কিন্তু কাজ শেষে বাড়ি ফিরে এসেছে। কিন্তু এবার যে কি হলো সেটা ভেবেই আমাদের খুবই চিন্তা হচ্ছে। এবিষয়ে সপিজুলের স্ত্রী বলেন, আমার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি আমার স্বামী। পরিবারে দুই ছেলে এক মেয়ে আছে। বড়ই অভাবের সংসার। আমরা চাই দ্রুত আমার স্বামীকে খুঁজে ফিরে দেওয়া হোক। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি তার খোঁজ পেয়ে থাকেন। তাহলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। মোবাইল নম্বর --৮১১৬৩৪৬৯২৫।

সাপের আতঙ্কে বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ ডিসেম্বর ঃ সাপের উপদ্রবে ঘুম ছুটেছে বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে। আমন ধান কেটে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা ব্যস্ত। কিন্তু শিয়ালচাঁদা নামক এক সাপের ভয়ে সন্ত্রস্ত তারা। একের পর এক গ্রামে এই সাপের দংশনের খবর আসছে। সাপের কামড়ে মৃত্যুও ঘটছে। দিন কয়েক আগে তালডাংরা থানার ধোবাজোড় গ্রামের বাসিন্দা গোবর্ধন পাল নামক জনৈক চাষী ধান কাটার কাজ দেখতে নিজ জমিতে যাওয়ার সময় শিয়ালচাঁদা সাপে কামড়ায়। তাকে তৎক্ষণাত স্থানীয় হাসপাতালে ও পরে বাঁকুড়া সম্মীলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু দিনকয়েক চিকিৎসাধীন থাকার পর মারা যায়। এর পূর্বে প্রায় মাস তিনেক আগে ওন্দা থানার নিশ্চিন্তিপুর গ্রামের নন্দ মুখার্জি কে এই সাপে কামড়ায়। তাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে বেশকিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তিন মাস পর তার হঠাৎ শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। গ্রামবাসীদের বক্তব্য সাপের কামড়ের কারনেই এই সমস্যা হয়েছে। গ্রামের অধিবিসীরা বলছেন এই সময় সাধারণত সাপ গর্তে চলে যায়। কিন্তু শিয়ালচাঁদা সাপ এই সময় আকছার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। লম্বায় প্রায় তিন হাতের চেয়ে বেশী কোনও কোনও সাপ। তাদের মতে এই সাপকে মেরে ফেলার পরেও সাপের পেটে বাচ্চা থাকলে তা জীবিত থেকে যায়।যার ফলে সাপের বংশবৃদ্ধি ঘটছে দ্রুত।

মুর্শিদাবাদে বোমা উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ ডিসেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বুরওয়ান থানার অন্তর্গত কাঁথি-সায়েন্টিয়া স্টেট হাইওয়ের কুলি চৌরাস্তা মোড়ে একটি শৌচালয়ের কাছে একটি ব্যাগ থেকে বোমা উদ্ধার ঘিরে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সোমবার সকালে বোমা উদ্ধার হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শৌচালয়ের কাছে দুটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে যাতে মোট নয়টি বোমা ছিল। সোমবার সকালে প্রথমে এক শৌচালয় কর্মীর চোখ পড়ে ব্যাগের ওপর। সন্দেহ হলে তিনি দায়িত্বরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের জানান। এরপর যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বুরয়ান পুলিশ ঘটনাস্থল ঘেরাও করে। এরপর পুলিশকে খবর দেয় বোমা নিস্ক্রিয়কারী দল। শৌচালয়ের কর্মচারী মানিক শেখ বলেন, টয়লেটে করতে এসে দেখি দুটি ব্যাগ পড়ে আছে। দুটি ব্যাগ দেখে আমার সন্দেহ হয়। তখনই আমি সিভিক ভলান্টিয়ারকে খবর দেই। কোনও কারণে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হলে বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারত।

গাজোলের ক্যাথলিক চার্চে যীশু খ্রীষ্টের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হলো

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ সোমবার ২৫ ডিসেম্বর ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষ্যে মালদার গাজোল ব্লকের আলমপুর শিবাজি নগর ক্যাথলিক চার্চে যীশু খ্রীষ্টের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হলো । আলমপুর ক্যাথলিক চার্চের ফাদারের উপস্থিতিতে সকল ভক্তেরা নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে বড়দিন পালন করেন। সঙ্গে চার্চেই অনুষ্ঠিত হয় সংগীতানুষ্ঠান। এদিন ঈশ্বর যীশুখ্রীষ্টের স্মরণে মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন ক্যাথলিক চার্চের ফাদার । পাশাপাশি চলে আদিবাসী সংগীত ও নৃত্যের মধ্যে দিয়ে দিনভর অনুষ্ঠান। যীশুখ্রিস্টের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ক্যাথলিক চার্জে সেজে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও লাইট দিয়ে । প্রতি বছরের মতোন এবছরও গাজোলের এই ক্যাথলিক চার্চে ধুমধাম করেই যীশুখ্রীষ্টের বড়দিন পালন করা হয়। রবিবার গভীর রাত থেকে সোমবার সারাদিন পর্যন্ত ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে।

OFFICE OF THE CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT
P.O.-CHAKALTORE, PURULIA-I DEV. BLOCK, PURULIA

E-Tenders are hereby invited by the Pradhan Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:-Purulia (W.B.) ie. WBPUR/CGP/NIET-9/23-24 DATED - 13.12.2023. MEMO NO 480 /CGP/2023-24 Documents download/sale start date 16.12.2023 12.30 pm Bid Submission closing date 30.12.2023 upto 4.30 pm. Date of Opening of E-Tender on 02.01.2024 11.30 am at G.P.Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Chakaltore GP in office hours.

Sd/- Pradhan
Chakaltore Gram Panchayat

Baikunthapur-II Gram Panchayat
Ghourdourchati, Sripally, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for different development works vide **Memo No.: BKP-II/1248 & e-NIT No.: 22/2023-24 (Sl.-1). Fund: 5th SFC (Tied) & BKP-II/1249 & e-NIT No.: 23/2023-24 (Sl.-1). Fund: 5th SFC (Untied), Date: 22.12.2023.** Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date (Online): **22.12.2023 at 06.00 PM.** Bid Submission Closing (Online): **06.01.2024 up to 04:00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **09.01.2024 at 11:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & GP Office.

Sd/-
Pradhan
Baikunthapur-II Gram Panchayat

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 3 nos. e-tenders for Construction of Bituminous Roads in different wards vide Tender ID No - 2023_MAD_630729_1 eTender submission end date -10/01/2024 and Tender ID No 2023_MAD_630731_1 & 2023_MAD_630733_1 eTender submission end date -11/01/2024 and "O & M of Pay and Use Public Toilet at BCDS Bus Terminus & Kachhari More" vide Tender ID No 2023_MAD_630726_1 and 2023_MAD_630735_1 e Tender submission end date -10/01/2024 . Details information will be available from the website – (i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1)KGP/170/eNIT/23-24, Dated: 22/12/2023

E-Tender are hereby invited by the undersigned from reputed, bonafied & resourceful contractor having good credential of working with Government Departments/Undertakings/Agencies for the 4 (Four) Nos. similar works. Source of Fund: PBG (SFC). Document download/sale date from 26.12.2023 10:00 am to 03.01.2024 10:00 am. Bid submission date from 26.12.2023 10:00 am to 03.01.2024 10:00 am. Last Date of submitting Tender Cost: 03.01.2024 at 10:00 am. Bid Opening date: 05.01.2024 at 10:00 am. For details please visit office of the undersigned or website.

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মহাকাশে ক্রিসমাস ট্রি! তারার ঝাঁকের অবাক-ছবি নাসার

ক্রিসমাসের অপেক্ষায় দিন গুনছিল গোটা বিশ্ব। এসেও গেল। কিন্তু তার আগে আলো ঝলমলে ক্রিসমাস ট্রির দেখা মিলল আকাশে। তবে তা পৃথিবীতে নয়। তারা ঝলমলে সুদূর মহাকাশে। নাসা শেয়ার করল এহেন মহাজাগতিক ক্রিসমাস ট্রির ছবি। তবে এহেন ক্রিসমাস ট্রি কিন্তু নতুন নয়। ' ট্রি ক্লাস্টার' নামে পরিচিত এই তারার ঝাঁকের নাম এনজিসি ২২৬৪। এই কসমিক ট্রি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে নাক্ষত্রিক আলোয়। নাসার তরফে জানানো হয়েছে, কমবয়সি নক্ষত্রের এই ঝাঁকের বয়স কিন্তু বেশি নয়। তবে সেটা অবশ্যই মহাজাগতিক হিসেবে নিকেশেই। আমাদেরই ছায়াপথে পৃথিবী থেকে আড়াই হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত মহাজাগতিক ঝাঁকটির নক্ষত্রগুলির বয়স ১০ থেকে ৫০ লক্ষ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে কোনও তারার ওজন সূর্যের এক দশমাংশ। কোনওটা আবার সূর্যের সাতগুণ। এই আলো ঝলমলে তারার ঝাঁক দেখলে সত্যিই মনে হয় যেন মহাকাশে এক আলোকিত ক্রিসমাস ট্রি জেগে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, মহাকাশের নানা সুদূর কোণেও নিয়মিত নজরদারি চালায় পৃথিবীর শক্তিশালী টেলিস্কোপগুলি।

এর মধ্যে অন্যতম জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। হাবল স্পেস টেলিস্কোপের উত্তরসূরি তারপর থেকেই মহাজাগতিক আশ্চর্য সব ছবি পাঠিয়ে চলেছে। এর পাশাপাশি অন্য টেলিস্কোপগুলিও নিয়মিত সুদূর সেই জগতের নানা ছবি তুলে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে।

মহাবিশ্বের সুদূর কোণ থেকে এল ৩৫টি রহস্যময় সংকেত মহাবিশ্বে মানুষ কি সত্যিই কি একা? এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কি নেই আমাদের মতো মানুষজন। এই প্রশ্নের উত্তর সেই কবে থেকে খুঁজছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু আজও 'উত্তর মেলে নি'। কিন্তু এবার আশার আলো খুঁজে পেল নাসা। সুদূর মহাকাশ থেকে ভেসে এল ৩৫টি রহস্যময় সংকেত।

ভিনগ্রহে প্রাণের সন্ধান করাই কাজ সেটির। সেই সংস্থার এক দলের নাম এফআরবি। 'ফাস্ট রেডিও বার্স্ট' শনাক্ত করাই তাদের কাজ। কী এই ' রেডিও বার্স্ট' ? এগুলো হল এমন এক ধরনের তেজস্ক্রিয় সংকেত যার স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক মিলিসেকেন্ড। কিন্তু সেই সময়েই সূর্য থেকে নির্গত সারা বছরের তেজস্ক্রিয় রশ্মির থেকে বেশি তেজস্ক্রিয়তা নির্গত হয়। সাধারণত এফআরবি একক রশ্মি হিসেবে আছড়ে পড়ে। কিন্তু কখনও যদি বারবার এই ধরনের সংকেত পুনরাবৃত্ত হয় সেক্ষেত্রে তার উৎস সম্পর্কে রহস্য জেগে ওঠে। মোট ৫৪১ ঘণ্টার পর্বের সংকেত খতিয়ে দেখতে গিয়ে ৩৫টি সংকেতকে রহস্যময় বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির মাসিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এই সংক্রান্ত গবেষণাপত্র। সেই গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে, সম্ভবত কোনও নিউট্রন তারার শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র থেকে ওই সংকেত আসছে। মনে করা হচ্ছে, এই ধরনের সংকেতের পর্যবেক্ষণ এই আশ্চর্য রহস্যে ভরা মহাবিশ্বকে বুঝতে সাহায্য করবে।

প্রজননে বিপ্লব আনতে চলেছে 'স্টেম সেল সায়েন্স'

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অগ্রগতির জয়জয়কার! এবার পুরুষের থেকে 'ডিম্বাণু এবং মহিলার থেকে 'শুক্রাণু তৈরি করে জন্ম দেওয়া যেতে পারে নতুন প্রাণের। তা-ও আবার মানব-শরীরের বাইরেই (ইন ভিট্রো পদ্ধতি)। গোটাটাই স্টেম সেল সায়েন্সের 'মিরাকল প্রজনন বিপ্লব ঘটানো পদ্ধতিটির পোশাকি নাম 'ইন ভিট্রো গ্যামেটোজেনেসিস'। বিজ্ঞানের কেরামতিতে এখন অনেক কিছুই সম্ভব, আগে যা ভাবাই যেত না। মানব শরীরের বাইরে, ডিম্বাণু-শুক্রাণুর মিলন ঘটিয়ে নতুন ভ্রূণ তৈরি করা অর্থাৎ 'ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন' পদ্ধতির কথা বর্তমানে সর্বজনবিদিত। অথচ আগে তা ভাবাই যেত না। তবে আইভিএফ-এ ডিম্বাণু আসত নারীদেহ থেকেই আর শুক্রাণু সংগ্রহ করা হত পুরুষের শরীর থেকেই। 'ইন ভিট্রো গ্যামেটোজেনেসিস'-এ ব্যাপারটা তা নয়। এখানে নারী হোক বা পুরুষ, যে কারও শরীরের যে কোনও কোষকে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রজনন কোষে পরিণত করা সম্ভব। অর্থা পুরুষ ত্বকের কোনও কোষ ডিম্বাণুতে পরিণত হতে পারে, আবার কোনও মহিলার ত্বকের কোষ থেকে শুক্রাণু তৈরি করা যেতে পারে। তবে, এই গোটা বিষয়টাই এখন পরীক্ষামূলক স্তরে আছে। এই নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে।

সান্তা বুড়ো কে ৬৮ বছর ধরে ট্র্যাক করছে এই ইন্টেলিজেন্স সংস্থা

দুরন্ত বার্তা, ২৫ ডিসেম্বরঃ বড়দিনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়ছে সান্তা ক্লজের নাম। সান্তা ক্লজ বলতে আমরা যাকে চিনি, তিনি লাল রঙের পোশাক, চোঙা আকৃতির লম্বা টুপি পরা ইয়া লম্বা সাদা চুল-দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ লোক। হরিণ টানা স্লেজে চড়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের উপহার পৌঁছে দেন যিনি। সান্তা ক্লজ কাল্পনিক চরিত্র হলেও বাস্তবের এঁরা তা নন। ওঁরা সত্যিকারের সান্তাক্লজ। কয়েক দশক ধরে বড়দিনের সময় যেন সান্তা ক্লজের ভূমিকা নিয়ে আসছে যৌথ মার্কিন-কানাডিয়ান মিলিটারি মনিটরিং এজেন্সি। বিশ্বজুড়ে শিশুদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ৬৮ বছর ধরে শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোই একমাত্র উদ্দেশ্য। সালটা যখন ২০২৩ তখন প্রযুক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে শিশুদেরও। মুহূর্তে মুহূর্তে সান্তা জানান দিচ্ছে নিজের ঠিকানা।www.norad-santa.org সাইটটিতে ক্লিক করলেই আপনি দেখতে পাবেন গ্রাফিকাল উপস্থাপনার মাধ্যমে সান্তাক্লজ ও তাঁর স্লেজ গাড়িতে করে আমেরিকার ঘুরে চলেছেন। দিয়ে চলেছেন উপহার। ভার্চুয়াল উপস্থাপনার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে দর্শকের কাছে। কাল্পনিক একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে সান্তার অবস্থান। নর্থ অ্যামেরিকান এয়ারোস্পেস ডিফেন্স কম্যান্ড সংক্ষেপে নোয়ার্ড এমন এক প্রযুক্তি এনেছে, যাতে বড়দিনের

আগের দিন থেকেই জেনে নেওয়া যাচ্ছে সান্টা বুড়োর হাল হকিকত। https:www.noradsanta.org নিজস্ব এক সাইটে ক্লিক করলেই দেখা যাচ্ছে দুনিয়াজুড়ে। ক্লিক করলেই দেখা যাচ্ছে স্লেজ গাড়িতে করে খুশির ঝোলা নিয়ে দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে সান্টা ক্লজ। দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়, সঙ্গে সান্টাও। তবে কিনা প্রযুক্তিতে এখনও সবার সমান অধিকার আসেনি বিশ্বে। একদিন নিশ্চয়ই এমন দিন আসবে, যখন পৃথিবীর সব ফুটে থাকা ফুল জেনে নিতে পারবে, কোথায় আছে তার সান্টা।গুগল ২০০৪ সাল থেকে ভার্চুয়ালি সান্তাকে ট্র্যাক করা শুরু করে বলে জানা গিয়েছে। বড়দিনের আগে সান্তা কোথায় রয়েছে তা দেখে নেওয়া যায় গুগলের ওয়েবসাইট ও সান্তা ট্র্যাকার ২০২৩ অ্যাপে। এই বছর গুগলের সান্তা ট্র্যাকারে ক্লিক করলে শুধু যে সান্তার অবস্থান শুধু জানা যাবে তা নয় সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাবে নানা জোকসও, খেলা যাবে কুইজ মজার গেমও। কাল্পনিক ভাবে NORAD সান্তার অবস্থান জানান দিয়ে চলেছে ১৯৫৫ সাল থেকে। বড়দিনের সব শিশুর মনে একটাই প্রশ্ন থাকে কোথায় আছে সান্তা? শিশুমনে তখন একটাই প্রশ্ন জাগে আমায় কখন গিফট দিয়ে যাবে সান্তা? শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে সেবার বড় দিনের সময় কলোরাডো স্প্রিংস পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে শিশুদের সান্তাকে ফোন করতে আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু অসাবধানতাবশত কন্টিনেন্টাল এয়ার ডিফেন্স কমান্ডের ফোন নম্বর ছেপে যায়। বাচ্চা ও বয়স্করা ওই নম্বরেই ফোন করতে থাকে। তাদের কারও মন ভাঙতে চায়নি নোরাড। ফোনের ওপার থেকে শিশু, বয়স্কদের সঙ্গে মজা-হাসি-ঠাট্টায় মাতেন অফিসাররা। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে ক্লিক করেই জেনে নেওয়া যায় সান্তার অবস্থান।

আবু ধাবিতে নির্মান হচ্ছে ৭০০ কোটির হিন্দু মন্দির! বিশেষত্ব জেনে নিন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মুসলিম প্রধান দেশ সৌদি আরবের আবু ধাবিতে তৈরী হচ্ছে প্রথম হিন্দু মন্দির। বিশালাকার এই মন্দির নির্মাণে খরচ আনুমানিক ৭০০ কোটি টাকা। আবু ধাবিতে ৫৫ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে তৈরি করা হচ্ছে হিন্দু মন্দির। ভারতীয় মন্দিরের আদলেই তৈরি করা হবে এই মন্দির। মধ্য প্রাচ্যে এটিই প্রথম হিন্দু মন্দির।এটি স্বামীনারায়ণ মন্দির। পাথর দিয়ে তৈরি হবে সম্পূর্ণ মন্দিরটি। পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম মন্দির হবে এটি। ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে মন্দিরটি। মন্দিরে অপূর্ব কারুকার্য খোদাই করা থাকবে। গোলাপী বেলেপাথর ব্যবহার করা হবে মন্দির তৈরিতে।মন্দির তৈরির জন্য ৪০ হাজার ঘনমিটার মার্বেল, ১,৮০,০০০ কিউবিক মিটার স্যান্ডস্টোন এবং ১.৮ মিলিয়ন ইট লাগবে। এখনও পর্যন্ত ৪ লাখ ঘণ্টা পরিশ্রম করেছেন শ্রমিকরা। মঃিদর কমপ্লেক্স তৈরি হতে আরও অনেকটা সময় বাকি রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বুকে এটিই হবে প্রথম হিন্দু মন্দির যা প্রচুর ভক্তকে আকর্ষণ

করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই মঃিদরের উচ্চতা হবে ১০৮ ফুট। পশ্চিম এশিয়ার সর্ববৃহ হিন্দু মন্দির হতে চলেছে এটি। মন্দিরের নকশা বৈদিক স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই অনেক মূর্তি তৈরি হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন খোদাই করে সেই মূর্তিগুলি তৈরি করেছেন শিল্পীরা। সেগুলি আবু ধাবিতে পাঠানোর কাজও শুরু হয়েছে। এই মঃিদর হয়ে উঠবে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়। আবু ধাবিতে নির্মিত গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর কাল্পনিক সঙ্গমস্থলে এটি প্রায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর জল ঢালা হবে এই মন্দিরে। মন্দিরের জাঁকজমক ভারতের মন্দিরের চেয়েও বড় হবে।২০১৮ সালে এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি তাঁর সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফরের সময় ২০১৮ সালে পিএপিএস স্বামীনারায়ণ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। মন্দির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বিষয়টি নিয়ে টুইটও করেছিলেন জয়শঙ্কর। মন্দিরের নকশায় সাতটি স্ফিয়ার একত্রিত হবে। প্রতিটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতীক। এই নকশার আসল লক্ষ্য হল বিদেশের মাটিতে ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তাকে বিশ্বের সামনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ২০১৫ সালে, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সফর করেছিলেন, তখন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর রাষ্ট্রপতি শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ান এই মন্দিরের জন্য জমি উপহার দিয়েছিলেন।মন্দিরে তৈরি করা শিল্পকর্মগুলি রামায়ণ, মহাভারত এবং ভারতীয় মহাকাব্য সম্পর্কিত ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি। এছাড়া এই মন্টিরে উটের শিল্পকর্ম অন্তর্ভুক্ত করে আরব দেশের ছোঁয়াও দেওয়া হয়েছে। সাত চূড়া বিশিষ্ট এই মন্দিরের কমপ্লেক্সে একটি দর্শনার্থী কেন্দ্র, প্রার্থনা গৃহ, লাইব্রেরি ক্লাসরুম, কমিউনিটি সেন্টার, মজলিস, অ্যাম্ফিথিয়েটার, খেলার মাঠ, বাগান, বই এবং উপহারের দোকান এবং ফুড কোর্ট থাকবে। এই মন্দির নির্মাণে কোনও ইস্পাত বা কংক্রিট ব্যবহার করা হচ্ছে না। মন্দিরটিকে এত শক্তিশালী করা হচ্ছে যে এটি আগামী ১০০০ বছর ধরে অক্ষত থাকবে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে এই মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এখন শীঘ্রই এই মন্দির সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হবে। পরের বছর অর্থা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ উদ্বোধন হতে পারে। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে এই মন্দির।

সাবমেরিনে চেপে পাড়ি দিতে চান কৃষ্ণের দ্বারকানগরীতে?

২৫ ডিসেম্বর ঃ ভারতের দুই প্রাচীন মহাকাব্যের সব ঘটনা ও পুরাণের সত্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে না না মত প্রচলিত আছে। সেই মর্মেই দ্বারকার অস্তিত্ব অনেক ঐতিহাসিকই মেনে নিতে পারেননি। ১০ থেকে ২০ হাজার বছর আগে পৃথিবীতেই নগর সভ্যতা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল এ ভাবা প্রায় অসম্ভব। তবে এটাই সত্যি। সম্প্রতি এই সভ্যতার খোঁজ দিয়েছে ভারত সরকারের মেরিন আর্কিওলজি বিভাগ। ভারতের গুজরাট রাজ্যের সমুদ্রের গল্ফ অফ খামবাট থেকে সাত মাইল দূরে সন্ধান পাওয়া গিয়েছি পাশাপাশি দু'টো শহর যার আয়তন পাঁচ বর্গমাইল। এবার সহজ হচ্ছে হাজার হাজার বছর আগে সাগরে ডুবে যাওয়া ভগবান শ্রী কৃষ্ণের দ্বারকা নগরী দেখতে যাওয়ার সুযোগ। সমুদ্রের তলায় ডুবে যাওয়া এই দ্বারকানগরী থেকে আরব সাগরে যাত্রীবাহী সাবমেরিন চালাতে চলেছে গুজরাট সরকার। সাবমেরিনটির ওজন হবে প্রায় ৩৫ টন। এতে একসঙ্গে ৩০ জন বসতে পারবেন। দুইজন ডুবুরি এবং একজন গাইড থাকবে। রাজ্য পর্যটন দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হরিত শুক্লা জানিয়েছেন, এই দেশীয় সাবমেরিনটি শুধুমাত্র মাজগাঁও ডক থেকেই পরিচালিত হবে। জন্মাষ্টমী বা দীপাবলির দিন থেকে শুরু হবে এই সাবমেরিন চলাচল। সাবমেরিনটি সমুদ্রের ৩০০ ফুট গভীরতায় নামবে। গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগবে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা। এই সাবমেরিনে চাপতে গেলে বেশ মোটা অঙ্কের টাকাই ব্যয় করতে হবে আপনাকে। তবে সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে গুজরাট সরকার ভাড়া কমাতে পারে মনে করা হচ্ছে। গুজরাট সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানি মাজাগাঁও ডক শিপইয়ার্ডের মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। জানুয়ারি মাসে ভাইব্র্যান্ট গুজরাট সামিটে এসম্বন্ধে ঘোষণা করা হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। সাবমেরিনে যে যে বৈশিষ্ট্য গুলি রয়েছে- ৩৫ টন ওজনের সাবমেরিনটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে। ৩০ জনের বসার জায়গা থাকবে। প্রাথমিক চিকিৎসকার সরঞ্জাম থাকবে সাবমেরিনটিতে। দুই সারিতে বসবেন ২৪ জন যাত্রী। এছাড়াও থাকবেন দুইজন সাবমেরিনার, দুইজন ডুবুরি, একজন গাইড ও একজন টেকনিশিয়ান। প্রতিটি সিটের পাশেই থাকবে জানলা। ফাইবার গ্লাসের জানলা দিয়ে গভীর সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ মিলবে। ৩০০ ফুট গভীরতায় সাবমেরিনের স্বচ্ছ জানলা দিয়েই অতল সমুদ্রকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন পর্যটকরা। অপারেটিং এজেন্সি যাত্রীদের অক্সিজেন মাস্ক, ফেস মাস্ক এবং স্কুবা ড্রেস সরবরাহ করবে। সেগুলির ভাড়া অন্তর্ভুক্ত থাকবে ভাড়ার টিকিটে। উন্নত প্রযুক্তির এই সাবমেরিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মতো সুবিধাও থাকবে। এমনকি সাবমেরিনে বসেও, আপনি সামনের পর্দায় অভ্যন্তরীণ গতিবিধি, সমুদ্রের তলার বিভিন্ন প্রাণী দেখতে ও সেগুলির ছবি তুলতে পারবেন, প্রাণীগুলির চলাফেরার ভিডিয়ো রেকর্ডও করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, কয়েক বছর ধরেই কেন্দ্রীয় সরকার ধর্ম ও সংস্কৃতির হাত ধরে পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটাতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক প্রকল্পও গ্রহণ করেছে পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। কাশী বিশ্বনাথ করিডোর, মহাকাল লোক, অযোধ্যা, কেদারনাথ, সোমনাথ এবং দ্বারকা করিডোর এই প্রকল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে উদ্ধার থরে থরে গয়না

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ২৫ ডিসেম্বর ঃ বড়দিনেও সক্রিয় ইডি। সোমবার কামারহাটি পুরসভার এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। সেখানে হানা দিতেই চক্ষু চড়কগাছ আধিকারিকদের। ইডির হানায় উঠে এল আড়াই কিলো সোনা, হিরের গয়না। তাঁর বাড়ি থেকেই এই বিপুল জিনিস উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। তমালের অর্জুনপুরের ফ্ল্যাট থেকে এই সম্পত্তির নথি ও গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। কামারহাটি পুরসভার ওই ইঞ্জিনিয়ারের নাম তমাল দত্ত। তিনি চাকরি পান ২০১৬ সালে। সুতরাং ৬ বছর আগে চাকরি পান কামারহাটি পুরসভায়। এই ৬ বছরে এত সম্পদ কেমন করে সম্ভব? তাঁর বাড়ি দেখে বোঝার উপায় ছিল না এত পরিমাণ সম্পত্তি সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এত কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হলেন কী করে? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ইতিমধ্যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসাররা। এছাড়া কোনও বড় দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর যোগ আছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বুলেট ট্রেনের স্টেশনের সাজসজ্জা চমকে দেবে আপনাদের সকলকে!

২৫ ডিসেম্বর ঃ খুব শীঘ্রই বুলেট ট্রেন চালু করতে তৎপর রেল। বাণিজ্যনগরী মুম্বই থেকে গুজরাটের আহমেদাবাদ পর্যন্ত চলবে এই হাই স্পিড ট্রেন। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে এই রুটের ১২টি স্টেশন। চলছে সাজসজ্জায় কাজ। যা অনন্য সুন্দর করে তুলতে ফিনিশিং টাচ দিচ্ছেন শিল্পীরা। ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে স্টেশনগুলিকে অন্য আদলে সাজিয়ে তুলছেন তাঁরা। বুলেট ট্রেন প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ন্যাশনাল হাই স্পিড রেল কর্পোরেশন লিমিটেড বা NHSRCL-র তরফে স্টেশনগুলির সাজসজ্জার আভাস দেওয়া হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংস্থার এক পদস্থ কর্তার কথায়, বিমানবন্দরের আদলে বুলেট ট্রেনের স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। আলাদা আলাদা থিমের উপর প্রতিটি স্টেশন সেজে উঠছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ সুরাট ও আহমেদাবাদ স্টেশনকে কেন্দ্র করে হতে চলেছে বলে দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। সুরাট ঃ বুলেট ট্রেনের সুরাট স্টেশনের নাম রাখা হচ্ছে ডায়মন্ড সিটি। পশ্চিম ভারতের এই জায়গাটি অলঙ্কার শিল্পের জন্য বিখ্যাত। তাই ডায়মন্ড সিটি স্টেশনের ভিতরে ও বাইরে চকচক করে হিরে। স্টেশনের ভিতরের থিম থেকে শুরু করে দেওয়াল-সর্বত্রই হিরের চমক অনুভব করতে পারবেন যাত্রীরা। সবরমতী ঃ মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত জায়গায় গড়ে ওঠা স্টেশনটিতে থাকবে জাতির জনকের চরকা কাটার ছবি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে চরকার গুরুত্ব অপরিসীম। সেটা স্টেশন জুড়ে ফুটে উঠবে। একপাশে সাদা পাথরের উপর লেখা থাকছে সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও। আহমেদাবাদ ঃ অন্যদিকে ঘুড়ি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে আহমেদাবাদ স্টেশন। মিল্ক সিটি নামে পরিচিত আনন্দ স্টেশনটির আবার থিম দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য। ভদোদরা স্টেশনে থাকছে বটবৃক্ষ। বয়ন শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারুচ স্টেশনের থিম ভাবা হয়েছে। আর বিলিমোর স্টেশনে ঢুকলে আস্ত একটা আম বাগানের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতি পাবেন যাত্রীরা। মহারাষ্ট্রের স্টেশনগুলির ক্ষেত্রে পাহাড় ও তার সামনে সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ার থিম ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে আবার মুম্বই স্টেশন তৈরি হয়েছে মাটির তলায়। তবে বাকি স্টেশনগুলি মাটির উপরেই তৈরি করা হয়েছে। বুলেট ট্রেনের সমস্ত স্টেশনে ওয়েটিং লাউঞ্জ, বেবি কেয়ার রুম, রেস্ট রুম এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা টয়লেট রাখা হচ্ছে। এছাড়াও থাকছে ফুড স্টল ও বিজনেস লাউঞ্জের আলাদা জায়গা।

হারিয়ে যাওয়া ব্যাগটি উদ্ধার করে কমিউটারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ২০.১২.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৩.০৪ টায়, একজন অন-ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা নিয়মিত চেক করার সময় দম দম মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটি ব্যাগ খুঁজে পান। এই ব্যাগের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। প্রায় ১৩.৩৫ ঘণ্টায়, একজন পুরুষ যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ব্যাগের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, ব্যাগটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো ব্যাগ উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

মানবপাচার সন্দেহে আটক বিমানকে উড়ে যাওয়ার অনুমতি দিল ফ্রান্স

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কয়েকদিন আগে নিকারাগুয়াগামী একটি বিমানকে মানব পাচার সংঃদহে আটক করেছিল ফ্রান্স। তিন দিন আটকে রাখার পর যাত্রীসহ বিমাটিকে উড়ে যাওয়ার অনুমতি দিল ফরাসি প্রশাসন। ফ্রান্স ছেড়ে বিমানটি কোথায় যাবে, তা কিন্তু স্পষ্ট নয়। নিকারগুয়াগামী বিমানটিকে ফ্রান্সের ভ্যাট্রি বিমানবন্দরের আটক করা হয়েছিল।বিমানে মোট ৩০৩ জন যাত্রী ছিলেন। এরমধ্যে ১১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক। যাত্রীরা সকলেই ভারতীয়। পাচারের উদ্দেশ্যে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। দুবাই থেকে রওনা দেবার পর জ্বালানির নেওয়ার জন্য ভ্যাট্রি বিমানবন্দের অবতরণ করেছিল বিমানটি। সন্দেহ হওয়ায়, আটক করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে পাচারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহ গ্রেফতার করা হয়েছিল ২ জনকে।বিমানটি আটকের পর শুরু হয় তদন্ত। সেই সঙ্গে ধৃতদের পাশাপাশি বিমানের যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ২ দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর রবিবার বিমানটিকে ফ্রান্স থেকে উড়ে যাওয়ার সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে বলে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা জানিয়েছে। তবে, বিমানটি ফ্রান্স থেকে কোথায় যাবে, তা কিন্তু জানানো হয়নি।ফ্রান্স থেকে রওনা হওয়ার পর বিমানটি কোথায় যাবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। যাত্রী সমেত ভারতে ফিরতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কিংবা দুবাইতে ফিরে যেতে পারে বলেও খবর। যেতে পারে নিকারাগুয়াতে। তবে, ফরাসী বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ফ্রাঁসোয়া প্রকিউর জানিয়েছেন, যাত্রী সমেত ভারতে ফিরে যাবে বিমানটি। এ ব্যাপারে ফ্রান্সের ভারতীয় কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে ভারতে ফিরে আসার খবর নিশ্চিত করা হয়নি।জানা গিয়েছে, বিমানের ভারতীয় যাত্রীরা সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে কর্মরত ছিলেন।

কাজের জন্য তাদের নিকারাগুয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে এর আগে দাবি করেছিলেন এক ফরাসি আইনজীবী। যাত্রীদের কাছে বৈধ পাসপোর্ট ছিল বলেও দাবি করা হয়। সোমবারই বিমানটি ফ্রান্স ছেড়ে অন্যত্র উড়ে যাবে। সেই সঙ্গে অবসান হল গত ৩ দিনের টানটান উত্তেজনার।

উত্তর পূর্ব রেল যাত্রীদের সুবিধা দিয়ে ভ্রমণকে আনন্দদায়ক করেছে

গোরখপুর, ২৫ ডিসেম্বর ঃ রেলওয়ে প্রশাসন যাত্রীদের যাত্রার সময় স্টেশনে এবং ট্রেনে মানসম্পন্ন, পরিষ্কার, তাজা খাবারের সুবিধা প্রদান করে যাত্রীদের ভ্রমণকে আনন্দদায়ক এবং আনন্দদায়ক করে তুলছে। পরিষ্কার এবং তাজা খাবারের সুবিধা প্রদানের জন্য, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ২৩টি বিভাগীয় ক্যাটারিং ইউনিট, এ-১, এ এবং বি ক্যাটাগরির স্টেশনগুলিতে ৩৫৯টি এবং ডিইএফ ক্যাটাগরির স্টেশনগুলিতে ২৪৯টি ক্যাটারিং ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া বহুমুখী স্টলের মাধ্যমে যাত্রীদের প্যাকেটজাত খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। আইআরসিটিসি চাপড়া এবং কাঠগোদাম স্টেশনে ফুড প্লাজা এবং গোরখপুর, বস্তি, বাদশানগর, বানারস, ভাটনি, দেওরিয়া সদর, গাজীপুর সিটি, কাশিপুর এবং লালকুয়ান স্টেশনে ফাস্ট ফুড ইউনিট এবং কাঠগোদাম, চাপড়া, সিওয়ান, মৌ স্টেশনে রিফ্রেশমেন্ট রুমগুলি খাদ্য দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া.. এছাড়াও, গোরখপুর স্টেশনে পাবলিক ক্যাটারিং সুবিধা পাওয়া যায়। ০৯টি স্টেশনে ই-ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের একটি নতুন খাবারের অভিজ্ঞতা দিতে রেলওয়ে প্রশাসন অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রেল কোচ রেস্তোরাঁ খুলেছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ইজ্জতনগর, গোমতীনগর, বেনারস এবং বারাণসী সিটি স্টেশনগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যায়। শীঘ্রই এই সুবিধা গোরখপুর এবং সিধৌলি স্টেশনে প্রসারিত করা হবে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ১৮টি ট্রেনে প্যান্ট্রি কার এবং ১৮টি ট্রেনে মিনি প্যান্ট্রি কারের সুবিধা পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে ভ্রমণের সময় যাত্রীদের পরিষ্কার ও তাজা খাবারের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং ৩৬ জোড়ায় ট্রেনের সাইড ভেন্ডিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জামিন মঞ্জুর বাকি ৪ চাকরিপ্রার্থীও

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ফের রাজ্যের আবেদন উড়িয়ে চাকরিপ্রার্থীদের জামিন মঞ্জুর। ধৃত ৪ চাকরিপ্রার্থীর জামিন মঞ্জুর করল আলিপুর আদালত। এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে বিক্ষোভ দেখিয়ে বঃিদ চাকরিপ্রার্থীদের ফের হেফাজতে চেয়েছিল পুলিশ। ধৃত ৪ চাকরিপ্রার্থীকে ১৪ দিনের জন্য হেফাজতে চেয়ে আবেদন করা হয় আদালতে। গত শুক্রবার বিক্ষোভ দেখিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন ৫৯ জন আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থী। ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিতে চেয়ে আবেদন করা হয় রাজ্য সরকারের তরফে। গত শনিবার ৫৫ জন চাকরিপ্রার্থীর জামিন মঞ্জুর করে আদালত। নিয়োগের দাবিতে শুক্রবার হাজরায় জড়ো হয়েছিলেন উচ্চপ্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা। মিছিল চলাকালীন কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় ঢুকে পড়েন। উদ্দেশ্য ছিল, মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া। তবে মাঝপথেই তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। ৫৯ জনকে গ্রেফতার করে তারা। তাঁদের মধ্যে ৫৫ জন মহিলা চাকরিপ্রার্থী শনিবারই জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন। বাকি ৪ পুরুষ চাকরিপ্রার্থীকে দুদিনের জেল হেফাজত দেওয়া হয়েছিল। সোমবার তাঁদের আদালতে তুলে তদন্তের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চায় পুলিশ। কিন্তু তাঁদের দাবি খাটেনি। এদিন সরকারি কৌঁসুলিকে প্রশ্ন করেন বিচারক- তদন্তের অগ্রগতি কেমন? সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। পালটা দাবি করেন, আঃেদালনকারীরা অপরাধমূলক কাজ করেছিলেন। পুলিশের উপর চড়াও হয়েছিলেন তাঁরা। পালটা আঃেদালনকারীদের আইনজীবী জানান, ধৃতরা কেউ সরাসরি আঃেদালনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। দুজন চায়ের দোকানে বসেছিলেন এবং বাকি দুজন মোবাইলে ভিডিও করছিলেন। তাঁর আরও দাবি, পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সরকারি আইনজীবীর যুক্তি আদালতে টেকেনি। জামিন পেয়ে যান ৪ জনই। মুক্তির পর রীতিমতো তাঁদের মালা পরিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

জাগীরোডে নব নির্মিত রেলওয়ে রোড ওভারব্রিজ উদ্বোধন

মালিগাঁও, ২৫ডিসেম্বর ঃ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা জাগীরোড স্টেশনে নির্মিত নতুন রোড ওভারব্রিজটি (আরওবি) সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য রবিবার (২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩) খুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় বিধায়ক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই আরওবি উদ্বোধন করেন অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা। নবনির্মিত এই আরওবি-এর ফলে জাগীরোড স্টেশন ইয়ার্ডের এসটি-২৭ নং. লেভেল ক্রসিং গেটটি তুলে দেওয়া হবে। প্রচণ্ড যানজট প্রতিরোধ করার পাশাপাশি ট্রেন চলাচলের মসৃণ শান্টিং অপারেশনের জন্য এসটি-২৭ নং. লেভেল ক্রসিং গেটটির পরিবর্তে একটি আরওবি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এই গেটটি ৬৬৯৭৫৪ টিভিইউ সহ খুব ব্যস্ত একটি গেট ছিল। ডিগারু-হোজাই দ্বৈতকরণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে ট্রেন চলাচল বৃদ্ধি পায়, যার জন্য এই গেটটির ব্যবহারও খুব বেশি হতো। তাই, রেল ও পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মোট ৮৫.৯৬ কোটি টাকা ব্যয় করে এই আরওবি (নং. ৮৫এ) নির্মাণ করে। ৭৪ মিটার দৈর্ঘের একটি বো স্ট্রিং আর্ক স্টিল গার্ডার থাকা এই আরওবি-র মোট দৈর্ঘ ৩৪৪ মিটার। বো স্ট্রিং আর্ক স্টিল গার্ডার-এর উচ্চতা ১২.৮৫ মিটার এবং এর ওজন ৭৩০ এমটি। ৩ লেনের এই নতুন আরওবি-টির প্রস্থ ১১ মিটার, যা দু পাশে পুলের মাধ্যমে এনএইচ ২৪ এবং এনএইচ ৭১৫এ-এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। পথচারীরা যাতে নিরাপদে রেলওয়ে ট্র্যাক পার করতে পারেন তার জন্য বো স্ট্রিং গার্ডারের দুই দিকে দুটি সিঁড়ি দেওয়া হয়েছে। এই নতুন আরওবি-টি শুধুমাত্র ভিড়ের সময় মানুষ ও যানবাহনের মসৃণ চলাচল নিশ্চিত করবে তা নয়, বরং তার পাশাপাশি যাত্রীদের অবৈধভাবে রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রম করাও প্রতিরোধ করবে। এছাড়া আরওবি-টি অপারেশনাল ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করবে, যার ফলে এই এলাকায় ট্রেন চলাচল মসৃণ হওয়ার পাশাপাশি যানজটও হ্রাস পাবে। সমগ্র জাগীরোডের পাশাপাশি মরিগাঁও জেলার জনগণ এই রোড ওভার ব্রিজটির জন্য উপকৃত হবেন।

সরকারি সাহায্যে ব্যাপক ফলন পেয়েছেন তেলিয়ামুড়ার চাষিরা

তেলিয়ামুড়া, ২৫ ডিসেম্বর ঃ শীতকালীন সবজি কিংবা মরশুমি সবজির নামডাক সহ যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে ত্রিপুরার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাষিদের ফলানো ফসলের। একটা সময় ছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বাজারগুলিতে তেলিয়ামুড়ার বেগুন সহ অন্যান্য সব্জীর যথেষ্ট চাহিদা। তেলিয়ামুড়া মহকুমার বেশ কয়েকটি অঞ্চল, বিশেষ করে ব্রম্মছড়া, কৃষ্ণপুর, মোহরছড়া, বাইশঘরিয়া ইত্যাদি এলাকার বেশিরভাগ মানুষই চাষাবাদের সাথে যুক্ত। এ সকল এলাকার ফলানো ফসল রাজ্যের বিভিন্ন বাজারের চাহিদা পুরণকরে আসছে দীর্ঘ বছর ধরে। বিশেষ করে বাইশঘরিয়া এলাকার বেগুনের চাহিদা আজও রয়েছে যথেষ্ট। সেই সুত্র ধরেই খোজ নিতে যাওয়া বাইশঘরিয়া এলাকার চাষীদের। কথা হয় এলাকার বেশ কয়েকজন কৃষকের সাথে। তাঁরা জানান, অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও ফলন ভালো হয়েছে। মাঝে প্রকৃতি বিরূপ হওয়ায় সামান্য ক্ষতিও হয়েছে।

প্রেমে বাধা, প্রেমিকার বাবাকে গাড়ির তলায় পিষে দিল প্রেমিক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৫ ডিসেম্বর ঃ প্রেমে বাধা দেওয়ায়, প্রেমিকার বাবাকে গাড়ির তলায় পিষে দিল প্রেমিক। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুরের যজ্ঞনগরে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের ঘটনার পর এলাকায় চরম উত্তেজনা দেয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। অভিযোগ, নানুর বিধানসভার যজ্ঞনগর গ্রামের গাজু সেখ ও কুতুবা খাতুন একে অপরকে ভালবাসতেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মেয়ের বাবা-মা সেই সম্পর্কে রাজি ছিল না। তাই মেয়েকে বুঝিয়ে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু বিয়ের সাত দিনের মাথায় মেয়ে বাবার বাড়িতে আসে। সেই খবর পায় প্রেমিক গাজু সেখ। সোমবার চারচাকা গাড়ি নিয়ে মেয়ের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করার সময় হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রেমিক গাজু সেখের গাড়িতে উঠে পড়ে প্রেমিকা। বাবা- মা জানতে পেরে গাড়ির সামনে চলে আসে। প্রেমিক প্রেমিকা গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে মেয়ের বাবা গাড়ির সামনে চলে আসেন। কিন্তু প্রেমিক গাজু শেখ মেয়ের বাবা কুতুব সেখের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে প্রেমিকার বাবা। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মেয়ের পরিবারের অভিযোগ, মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে গাজু। নতুন জামাই এখনো বাড়িতে। তারা এই ঘটনায় কঠোর শাস্তি চায়। প্রেমিক- প্রেমিকা পলাতক।

জয়দেব কেন্দুলি মেলা আশ্রম কমিটির জয়দেব মেলা বিষয়ক আলোচনা সভা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ঐতিহ্যবাহী জয়দেব মেলা আশ্রম কমিটির পক্ষ থেকে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয় রবিবার। আগামী ২৯ পৌষ থেকে জয়দেব কেন্দুলিতে বসবে মেলা। এই ঐতিহ্যবাহী মেলায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও ভারতবর্ষের নানান প্রান্ত থেকে সাধু মহন্ত ও পুণ্যার্থীরা আসেন জয়দেব কেন্দুলির মেলায়। মেলার আগে এদিন অন্যান্য বছরগুলির মতো পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেব কেন্দুলির যে সমস্ত স্থায়ী অস্থায়ী আখড়াগুলি বসিয়ে পুণ্যার্থীদের ভক্তসেবা সহ নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেই সমস্ত আশ্রমগুলির সদস্যদের নিয়ে এদিন আলোচনা সভা বা প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। আশ্রম কমিটির তরফে সকল আশ্রম সদস্যদের ডি.জে বক্স না বাজানো, মদ্যপান থেকে বিরত থাকা, আশ্রমগুলিতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহ নানান বিষয়ে অবগত করা হয়। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে মেলায় জল, আলো, রাস্তা বিনামূল্যে ব্যবস্থা করে সে বিষয়েও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন উপস্থিত মেলা কমিটির সদস্য সদস্যারা। জয়দেব কেন্দুলি মেলায় সুবিধা অসুবিধার বিষয়গুলি নিয়েও বিশদে আলোচনা করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবর্ধমান জেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান তথা মেলা কমিটির সহ সভাপতি চুমকি মুখার্জী, জয়দেব মেলা আশ্রম কমিটির সভাপতি পরিতোষ চক্রবর্তী, সহ সভাপতি শান্তি কুমার রজক, সম্পাদক জহরলাল ঘোষ, উপদেষ্টা কমিটির সদস্য আপু লায়েক, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় মাজি সহ সাধু সন্ত এবং অন্যান্য সদস্য সদস্যা ও বিশিষ্টজনেরা।

দুর্গাপুরের এসডি হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৫ ডিসেম্বর ঃ রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল এবম ইনার হুইল ক্লাব অফ দুর্গাপুরের সহযোগিতায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান এর আয়োজন আজ করা হল। এই উদ্যোগের সাক্ষী ছিলেন শ্রী প্রদীপ মজুমদার, মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং শ্রী কবি দত্ত, ভাইস-চেয়ারম্যান, ADDA এবং পশ্চিমবঙ্গ রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি। রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল-এর সদস্যরা পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণ করেন এবং ক্লিন দুর্গাপুর, সবুজ দুর্গাপুর এবং প্লাস্টিক মুক্ত দুর্গাপুর অভিযানে অবদান রাখেন। ইনার হুইল ক্লাবও আজ দুর্গাপুর, মহকুমা হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ডে রোগীদের পুষ্টিকর খাবারের প্যাকেট বিতরণ করে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ডাঃ ধীমান মন্ডল, এসডি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, দুর্গাপুর রোটারিয়ান সন্দীপ ভট্টাচার্য, সভাপতি রোটারিয়ান সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, সেক্রেটারি এবং দুর্গাপুরের ইনার হুইল ক্লাবের সভাপতি অনিতা মহেশ্বরী, মন্ত্রীর সাথে ডায়াসে উপস্থিত ছিলেন। জানানো যাচ্ছে যে রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল প্রতি মাসে একবার দুর্গাপুরের এসডি হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের এই মহ পদক্ষেপের সূচনা করেছে এবং এই প্রচেষ্টা আগামী তিন বছর অব্যাহত থাকবে।

ডিজের দাপট রুখতে প্রশাসনিক তৎপরতা উলুবেড়িয়ায়

বাপ্পাদিত্য ঘোষাল, উলুবেড়িয়া, ২৫ ডিসেম্বর ঃ বড়দিনে সারা উলুবেড়িয়া জুড়ে শীত মরসুমে পিকনিক স্পট গুলিতে হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ করা ভয়ংকর ডিজের দাপটকে রুখতে প্রশাসনিক তৎপরতা দেখা গেল। ২৫ ডিসেম্বরের সকাল থেকেই যে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে প্রতিটি রাজ্য সড়কের মোড়ে মোড়ে উলুবেড়িয়া, শ্যামপুর ও বাগনান থানার পুলিশের টহল দিতে দেখা গেছে। হাওড়া জেলার বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র গড়চুমুক, গাদিয়াড়া, শিবগঞ্জ এবং বাগনান থানার বেনাপুর, নাউপালা ও সামতাবেড়িয়া কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বসতবাটি সংলগ্ন পিকনিক স্পটে ব্যাপক পুলিশি আয়োজন করা হয়। কোথাও কোনও পিকনিক পার্টির সঙ্গে ডিজে বক্স প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। কোনও গাড়িতে ডিজে বক্স দেখা গেলেই সেই গাড়িকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নদীতে নৌকা বিহার বন্ধ করার জন্য এই দিন থানা এলাকার সমস্ত নদী তীরবর্তী পিকনিক স্পটগুলিতে ব্যাপক পুলিশি টহল চলে। উল্লেখ্য, গত ২০১০ সালের ৪ জানুয়ারি বাগনান থানার নাউপালায় পিকনিক করতে আসা মানুষদের মধ্যে থেকে ১৫ জন ব্যক্তি রূপনারায়ণ নদের বুকে নৌকা বিহার করার সময় নৌকাডুবি হয়ে মারা যান। তারপর থেকেই পিকনিক পার্টিদের নদীতে নৌকা বিহার বন্ধ করার জন্য হাওড়া জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি নদী তীরবর্তী পিকনিক স্পট গুলিতে কড়া নজরদারি চালানো হয়।

বড়দিনে উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোতে ২.৯৮ লাখেরও বেশি যাত্রী ভ্রমণ করেছেন

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেল ১৮.০০ ঘন্টা পর্যন্ত ২,৯৮,১১৬ যাত্রী বহন করেছে। আজ অর্থাৎ ২৫.১২.২০২৩, ক্রিসমাস। এই গণনা

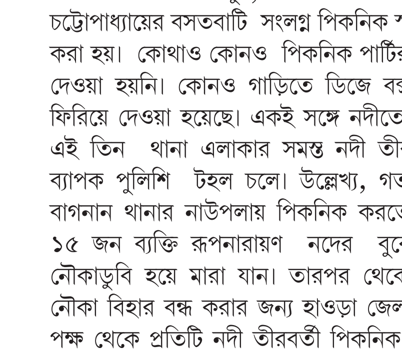

১৮.০০ ঘন্টা পর্যন্ত গত বছরের ক্রিস্টনাস গণনা (২,৮০,৩৬৩) থেকে ১৭,৭৫৩ বেশি। কলকাতা মেট্রো যাত্রীদের জন্য বড়দিনে তাদের যাত্রা আরামদায়ক করার জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থা করেছে। তাদের সুবিধার জন্য, শেষ মেট্রো পরিষেবা দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের জন্য ২২.৫৮ টায় ছেড়ে যাবে। ২১.২৮ ঘন্টার পরিবর্তে কবি সুভাষ থেকে শেষ মেট্রো দমদমের উদ্দেশ্যে রওনা হবে ২৩.১০ টায়। ২১.৪০ ঘন্টার পরিবর্তে। আজ রাতে, দমদমে সর্বাধিক যাত্রী সংখ্যা নথিভুক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ ১৮.০০ ঘন্টা পর্যন্ত ৩৪,০০৪। পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের গণনা ১৮.০০ ঘন্টা পর্যন্ত ১৪,৬৪৬ ছিল। ১৮.০০ টা পর্যন্ত এই স্টেশনে নিবন্ধিত ক্রিসমাস গণনার তুলনায় এই সংখ্যাটি ৪,৮৯২ বেশি হয়েছে (৯,৭৫৪)। এসপ্ল্যানেড ২২,৭৯৬ যাত্রী সংখ্যা নিবন্ধিত করেছে যা গত বছরের গণনা (১৭,৫৩১) থেকে ৫,২৬৫ বেশি। আজ ১৮.০০ টা পর্যন্ত ময়দানে ১৪,৭০১ যাত্রীর সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে। এটি গত বছরের ৮,২৩৬ গণনা থেকে ৬,৪৬৫ বেশি। আজ প্রত্যাশিত ভিড় পরিচালনা করার জন্য মেট্রো রেল বিভিন্ন স্টেশনে অতিরিক্ত কাউন্টার খুলেছে এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং টিকিট কাউন্টারে অতিরিক্ত টোকেন এবং স্মার্ট কার্ড প্রদান করেছে।

গভীর রাতে ৬ কুকুর বাচ্চাকে কুঁয়োয় ফেলে খুন, ক্ষোভে ফেটে পড়ল গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ২৫ ডিসেম্বর ঃ নির্মমতা কী পর্যায়ের হতে পারে তার সাক্ষী রইল পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালের কাজোরা গ্রাম। রাতের অন্ধকারে কুকুরের ৬ অসহায় বাচ্চাকে কুঁয়োয় ফেলে পালাল এক ব্যক্তি। ওই ৬টি কুকুরের বাচ্চার সঙ্গেই ফেলে দেওয়া হয় ২ পূর্ণবয়স্ক কুকুরকেও। সেই দুটিকে উদ্ধার করা হলেও বাচ্চা কুকুরগুলিকে বাঁচানো যায়নি। গ্রামের গৃহবধূ মামনি ধীবর বলেন, গতকাল রাতে বারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরছিল ছেলে ও তার ২ বন্ধু। মনসাতলা মন্দিরের কাছে একটি কুঁয়োর কাছে তারা একজনকে দেখতে পায়। অন্ধকারে প্রথমে তারা ভয় পেয়ে গেলেও সাহস সঞ্চয় করে কুঁয়োর কাছে তারা যেতেই লোকটি চম্পট দেয়। তখন তারা দেখতে পায় কুঁয়োর মধ্যে পড়ে ছটফট করে বেশ কয়েকটি কুকুর। তড়িঘড়ি তারা আশপাশের লোকজনকে খবর দেয়। খবর পেয়েই পাড়ার লোকজন দড়ি এনে কুঁয়োয় নামেন। কিন্তু ততক্ষণে কুকুরগুলির মধ্যে ৬ টি তলিয়ে গিয়েছে। বেঁচে রয়েছে ২ টি বড় কুকুর। সেই দুটিকে উদ্ধার করা হয়। একে একে কুঁয়ো থেকে তোলা হয় ৬টি কুকুর বাচ্চাকেও। ওই ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মামনি ধীবর বলেন, যত শীঘ্র সম্ভব ওই ব্যক্তিকে ধরে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। নতুবা এই এলাকায় বহু বাচ্চা ছেলে মেয়ে খেলাধুলা করে। ওই ব্যক্তি যে কোন সময় কোন বাচ্চাকে কুয়েতে ফেলে মেরেও দিতে পারে। এলাকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য সুবীর মণ্ডল বলেন, যে এই ঘটনার সাথে যুক্ত, তাকে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবিকের সদস্যরা। এই ঘটনায় নির্মমভাবে সারমেয়দের হত্যাকারীর সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস।

অন্যের অ্যাডমিট-আইডি নিয়ে বায়োমেট্রিক দিয়েই পরীক্ষাকেন্দ্রে, গ্রেফতার টেটের ভুয়ো পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ প্রাথমিক টেট পরীক্ষায় এক ভুয়ো পরীক্ষার্থী সহ ২ পান্ডাকে গ্রেফতার করল মালদা থানার পুলিস। ধৃত ওই মহিলা ভুয়ো পরীক্ষার্থী সহ ২ জনকে মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়। রবিবার সারা রাজ্যের সঙ্গে মালদাতেও ছিল প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা। আর সেই টেট পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল মঙ্গলবাড়ি গৌড় মহাবিদ্যালয়ে। অভিযোগ, সেই পরীক্ষাকেন্দ্রে এক মহিলা অন্য এক মহিলার অ্যাডমিট কার্ড এবং পরিচয়পত্র নিয়ে ঢুকে পড়ে। বায়োমেট্রিক দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করে প্রশ্নপত্রও পেয়ে যায়। কিন্তু পরীক্ষা পরিদর্শকের সন্দেহ হয় ওই পরীক্ষার্থীর উপর। পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করলে কথাবার্তায় অসংলগ্নতা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে জানা যায় পরীক্ষার্থীর আসল পরিচয়। জানা যায়, ওই ভুয়ো পরীক্ষার্থীর নাম পুষ্পাঞ্জলি কুমারী (৩২)। বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়। পুলিসি জেরায় সে স্বীকার করে যে পুকুরিয়া থানার হরিপুর গ্রামের এক যুবতীর পরীক্ষার বদলে সে পরীক্ষা দিতে এসেছিল কিছু টাকার বিনিময়ে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গৌড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে ধৃত ভুয়ো পরীক্ষার্থীর মোবাইল থেকে ফোন করা হয় আরও ২ সাগরেদকে। তারপর মঙ্গলবাড়ি রেল গেটের কাছে অভিযুক্ত আরও ২ জনকে গ্রেফতার করে মালদা থানার পুলিস। ধৃত বিশ্বজিত মন্ডলের (৩১) বাড়ি পুকুরিয়া থানার হরিপুর গ্রামে। অপরজন বিজয় কুমারের (৩৩) বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়। জানা গিয়েছে, ধৃত বিশ্বজি মন্ডলের স্ত্রীর পরীক্ষা দেওয়ার জন্যই পুষ্পাঞ্জলি কুমারীকে 'কন্ট্রাক্ট' দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইনসপেকটরের তৎপরতায় শেষরক্ষা হয়নি আর। এদিন ধৃত ৩ জনকেই মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়। পুলিস সূত্রে খবর, আরও কিছু ভুয়ো পরীক্ষার্থী চক্রের সন্ধান মিলেছে। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে মালদা থানার পুলিস।

বড়দিন তথা ক্রিসমাসের সময় ভিড় আরও অনেকটাই বেড়ে যায় ব্যান্ডেল চার্চে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ বড়দিন উপলক্ষ্যে সেজে ওঠে বিভিন্ন গির্জাগুলি। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গির্জা ব্যান্ডেল চার্চ। ১৫৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই চার্চটি বছরের পর বছর ধরে মানুষের কাছে আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র। তাই সারাবছরই ভিড় লেগে থাকে ব্যান্ডেল চার্চে। আর বড়দিন তথা ক্রিসমাসের সময় এই ভিড় আরও অনেকটাই বেড়ে যায়। তাই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে সময় বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয় গোটা ব্যান্ডেল চার্চজুড়ে। পাশাপাশি থাকছে আরও ব্যবস্থা। সম্প্রতি এই বিষয়ে এক বৈঠকেরও আয়োজিত হয়েছে। ব্যান্ডেল চার্চের ইনচার্জ ফাদার জনি বলেন, 'বড়দিন উপলক্ষ্যে চার্চের সামনে যে গোশালা তৈরি করা হয়, তা প্রতিদিনই খোলা থাকবে। গির্জা খোলা থাকে ৮টা থেকে ৪টে ৫০ পর্যন্ত। সেভাবে গোশালাও খোলা থাকবে প্রতিদিনই। ২৫ তারিখ (বড়দিন) ও ১ তারিখও (নতুন বছরের প্রথম দিন) গোশালা খোলা থাকবে। তবে এই ২ দিন গির্জা, ক্যাম্পাস, মাস্তুল, ছোট গির্জা, বন্ধ থাকবে। ভিড়ের কারণে সেটা বন্ধ থাকবে।' বাড়তি নিরাপত্তা ক্রিসমাস উইকে প্রতিবারে মতো এবারের প্রচুর ভিড় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই নিরাপত্তার বিষয়েও বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে। চার্চের নিজস্ব নিরাপত্তাকর্মী ছাড়াও, পুলিশ প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। থাকছে সিসি ক্যামেরার নজরদারি। থাকছে সাদা পোশাকের পুলিশও। এই সময় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তার জন্য চার্চের তরফে রাখা হবে স্বেচ্ছাসেবকও। অন্যদিকে যে সমস্ত পর্যটকরা এই সময় ব্যান্ডেল চার্চ দেখতে আসবেন, তাঁদের জন্য থাকছে বায়ো টয়লেট ও স্বাস্থ্য শিবিরও। স্থায়ী দোকান ছাড়াও, বড়দিন সময়ে চার্চের আশেপাশে বহু অস্থায়ী দোকানও বসে এই সময়। সেক্ষেত্রে পর্যটকদের খাওয়াদাওয়ারও কোনও সমস্যা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষ প্রার্থনা প্রথা মাফিক বড়দিনের আগের রাতে গির্জায় গির্জায় হয়ে গিয়েছে বিশেষ প্রার্থনা। ব্যান্ডেল চার্চে রাত দশটার আশেপাশে শুরু হয় ক্রিসমাস ক্যারোল। গির্জার সুবিশাল প্রার্থনা কক্ষে শুরু হয় বিশেষ প্রার্থনা বা মিড নাইট মাস। বড়দিন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই আলোয় আলোয় সেজে উঠেছে ব্যান্ডেল চার্চ। আলোয় সেজেছে গির্জা, ক্রিসমাস ট্রি। তৈরী হয়ে গিয়েছে গোশালা। প্রভু যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে সেখানে। বিশেষ প্রার্থনায় উপস্থিত ছিলেন চঃদননগর পুলিশ কমিশনারেটের সিপি অমিত পি জাভালগি, ডিসি ঈশানী পাল, এসিপি মৌমিতা দাস ঘোষ-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এছাড়াও ছিলেন হুগলি -চুঁচুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়।

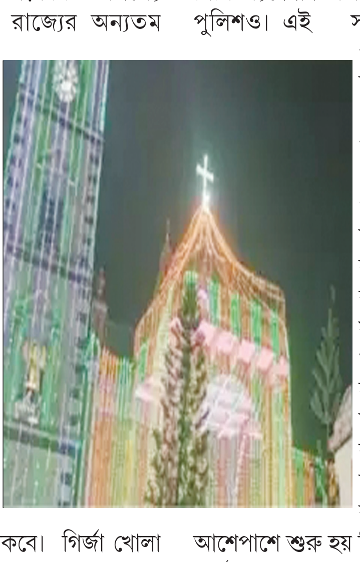

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোমের কর্মীরা সান্তা ক্লজ হয়ে ওঠেন, শিশুদের মধ্যে উপহার বিতরণ করেন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ প্রতিবারের মত এবারো ছোট ছোট শিশুদের মুখে হাসি ফুটাতে আর তাদের হাতে বড়দিনের উপহার তুলে দিতে জলপাইগুড়ির অলিগলি থেকে শুরু করে রাজ পথে সান্তা ক্লোজের বেশে পথে নামলেন সেনপাড়ার বাসিন্দা তপন রায়। ৪২ বছর বয়স তাঁর তিনি পেশায় সরকারি চাকুরীজীবি। এক সময় বর্ধমানের রামপুর হাটে সংশোধনাগারের কর্মী ছিলেন । বর্তমানে তিনি জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের হিরো ওয়ার্কার । তপনবাবু চাকুরীজীবি হলেও তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি শখ আহ্লাদ। ২৫ ডিসেম্বর বড় দিন। এদিন প্রভু যিশুর জন্মদিন এই জন্মদিনে মানুষের মাঝে শান্তির বার্তা বয়ে দিতে শান্তা ক্লজ সেজেছেন তিনি। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন এলাকার পাড়ায় পাড়ায় শিশুদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং বড়দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আর শুধু শিশুদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়াই নয়। ছোটদের সাথে যেমন জিঙ্গল বল, জিঙ্গল বল, মিউজিকের তালে কোমর দুলে নেচে আনন্দ দিলেন তেমনি মাইক হাতে তাদের স্কুল জীবনের লেখাপড়া বিষয়ে দিলেন উপদেশ। এই বিষয়ে তপন বাবু বলেন, আজকে ২৫ শে ডিসেম্বর বড়দিন। যীশুর জন্মদিন। প্রতিবারের মত এবারও শিশুদের আনন্দ ও বড়দের শুভেচ্ছা জানাতে শান্তা ক্লোজেরর বেশে পথে নেমেছি। প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা করি। পৃথিবীতে সবাই সুন্দর ও সুস্থ থাকুক কামনা করি। সোমবার তিনি তার জলপাইগুড়ির সেনপাড়ার বাড়ি থেকে বের হয়ে ভিভিন্ন অলি গলির পর রায়কতপাড়া অনাথ আশ্রম, জলপাইগুড়ির কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, কোরক হোম হয়ে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন চার্চেও যান যীশু ভক্তদের মধ্যে সময় কাটিয়ে শিলিগুড়ির অন্যান্য চার্চের উদ্যেশ্য রওনা দেন পরে ইসলামপুরে গিয়ে তার এই বড়দিনের কর্মসূচি শেষ করেন বলে তিনি জানান।

দরিদ্র, যুবক, মহিলা, কৃষক- আমার কাছে এই চারটি বড় জাতি ঃ প্রধানমন্ত্রী

ইন্দোর, ২৫ ডিসেম্বর ঃ দরিদ্র, যুবক, মহিলা, কৃষক - আমার কাছে এই চারটি বড় জাতি, সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মন্তব্য করেন। সোমবার দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ইন্দোরে (মধ্যপ্রদেশ) শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার জানান, তাঁর কাছে চারটি জাতি দেশের সবচেয়ে বড় - দরিদ্র, যুবক, মহিলা এবং কৃষক। তিনি বলেন, দরিদ্রদের সেবা, শ্রমিকদের সম্মান এবং বঞ্চিতদের সম্মান আমাদের অগ্রাধিকার। দেশের শ্রমিকরা যাতে ক্ষমতাবান হয়ে একটি সমৃদ্ধ ভারত গড়তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রচেষ্টা। প্রধানমন্ত্রী এদিন ইন্দোরের হুকুমচাঁদ মিলের শ্রমিকদের উন্নয়নে প্রায় ২২৪ কোটি টাকার চেক হুকুমচাঁদ মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধানের হাতে তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি ইন্দোরের প্রশংসা করে বলেন, ইন্দোর তার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাদের জন্য বিখ্যাত। এখানকার বস্ত্র শিল্প ইন্দোরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, মধ্যপ্রদেশ সরকার দরিদ্রদের জীবন পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। দরিদ্রদের সেবা, শ্রমিকদের সম্মান এবং সুবিধা থেকে বঞ্চিতদের সম্মান আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ডাবল ইঞ্জিন সরকারের নতুন সদস্যরা আমাদের শ্রমিক পরিবারের পূর্ণ ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পাবে। অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে শ্রমিকদের উন্নতির জন্য অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করা হচ্ছে। এটি মধ্যপ্রদেশ সরকারের একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ।

খড়িবাড়ির বাতাসীতে দুর্ঘটনার কবলে ৩ টি লরি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ সাতসকালে দুর্ঘটনার কবলে পড়লো ২ টি বাঁশবোঝাই লরি এবং একটি বালিবোঝাই লরি। সোমবার খড়িবাড়ির বাতাসীর জাতীয় সড়কের ঘটনা। জানা গিয়েছে পাথরবোঝাই লরি ব্রেক কষতেই পিছন থেকে আসা বাঁশবোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে দুমরে মুচড়ে যায় বাঁশবোঝাই লরিটি। পরে বাঁশবোঝাই লরিতে আটকে পড়লে চালককে উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে অপর একটি বাঁশবোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে এক দোকানে ধাক্কা দেয়। গোটা ঘটনায় এক চালক আহত হন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ চালক জানান অসম থেকে উত্তরপ্রদেশের দিকে যাচ্ছিল বাঁশবোঝাই লরি দুটি। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, বোমাবাজিতে আহত ৭

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ মালদার মানিকচকের গোপালপুরে দুই ভাইয়ের মধ্যে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বোমাবাজিতে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায় । সোমবার সাতসকালে বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে জালালপুর এলাকা। বোমাবাজিতে একজন নাবালক ও দুই মহিলা সহ ৭ জন জখম হয়েছেন। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। জানা গিয়েছে, নিকাশির দেড় কাঠা জমি নিয়ে আসগার আলি ও মুসলিম আলির বিবাদ দীর্ঘদিনের। এনিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিও হয়েছে বেশ কয়েকবার। এর আগেও উভয়পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। মাঝে কিছুদিন বিষয়টি থিতু হলেও ফের বিবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, রবিবার রাতে আসগারের পরিবারের কয়েকজনকে ব্যাপক মারধর করে মুসলিমের পরিবারের লোকজন। রাতেই মুসলিম ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আসগার আলি। ঘটনায় গতকাল রাত থেকে এলাকা উত্তপ্ত ছিল। এদিন সকালে ফের বচসা শুরু হয়। এরপরই বোমাবাজি করা হয়। ঘটনায় জখমদের প্রথমে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেলে রেফার করা হয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তিনজন মহিলা সহ চারজনকে আটক করেছে মানিকচক থানার পুলিশ।

অগ্নিকাণ্ড চ্যাংরাবান্ধায়, ভস্মীভূত দুটি বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর ঃ বড়দিনের সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায়। যার জেরে পুড়ে ছাই দুটি বাড়ি । সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯২ ভোগজান এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ও মেখলিগঞ্জ দমকল বাহিনী। হতাহতের খবর নেই । স্থানীয়রা জানান, এলাকার জ্ঞানবালা বর্মনের বাড়িতে আগুন লাগে। সেই আগুন পাশেই তার মেয়ে সন্ধ্যা বর্মনের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দুটি বাড়ি। একটি ঘর ছাড়া দুটি বাড়ির সব কিছু পুড়ে গিয়েছে। যদিও ঘটনায় কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ও মেখলিগঞ্জ দমকল বাহিনী। কিন্তু ততক্ষণে সবটাই পুড়ে যায়। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মীনাক্ষী বর্মন বলেন, 'বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। সন্ধ্যা প্রদীপ নাকি শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। আপাতত তাদের বাড়ির যে ঘরটা কোনমতে রক্ষা পেয়েছে সেটায় কোনরকমে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঙ্গলবার পঞ্চায়েতের তরফে ত্রানের ব্যবস্থা করা হবে।'

পৌষমেলায় স্টল নিয়ে দলাদলি, পাশাপাশি বিজেপির দুই স্টল

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৫ ডিসেম্বর ঃ স্টল নিয়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আঁচ শান্তিনিকেতন পৌষমেলায়। বিজেপির স্টলের পাশেই বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা অনুপম হাজরার স্টল। আর তাতেই চাঞ্চল্য ছড়ালো জেলা রাজনীতিতে। এই ব্যাপারে অনুপম হাজরাকে বার বার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেন নি। বেশ কিছুদিন ধরে বিজেপির রাজ্য রাজনীতিতে বেসুরো গাইছেন অনুপম হাজরা। মাঝে মধ্যে সমাজ মাধ্যমে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তাঁর অভিযোগ প্রকাশ্য এসেছে নিজের দলের একাংশের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি কলকাতায় অমিত শাহর সভায় তিনি ডাকও পান নি। স্বভাবতই রাজ্য নেতৃত্ব এবং বোলপুর বিজেপি জেলা সংগঠনের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরী হওয়া নিয়ে গুঞ্জন তৈরী হয়েছে। শান্তিনিকেতন পৌষমেলায় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর স্টল নিয়ে মুখ খুলেছেন বোলপুর বিজেপি সংগঠনের নেতা অষ্টম মণ্ডল। তিনি বলেন, বিজেপির ব্যানার নিয়ে যে কেউ দশটা স্টল করতে পারে তাতে কিছুই যায় আসে না। অন্যদিকে, বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, পৌষ মেলায় বলেন বিজেপির একটিই স্টল আছে। অন্যটি অনুপম হাজরার। বিজেপির নয়। বোলপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা মেলা কমিটির সদস্য ওমর সেখ বলেন, পৌষমেলায় বিজেপির দুটি স্টল হয়েছে। বিজেপির সংগঠন নেই, তবে দ্বন্দ্ব আছে। এই ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। বোলপুরে তৃণমূল ছাড়া কোনো সংগঠন নেই। মানুষ তৃণমূলের পাশে আছে। ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কাজ কর্ম মানুষের কাছে হাসির খোরাক ছাড়া কিছুই নয়।

জয়নগরে ভগ্নপ্রায় কাঠের সেতু পাকা করার দাবি তুললো স্থানীয় মানুষ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৫ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে উন্নয়নের কাজ চললেও এখনো ভগ্নপ্রায় কাঠের সেতু দিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে জয়নগরের দুটি পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষের। বারবার

বলার পরেও কোনো কাজ না হওয়ার অভিযোগ উঠলো এবার গ্রামবাসীদের তরফে। আর এই ঘটনাটি জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকের শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া আবাদ ও হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর গ্রামের সংযোগ স্থলে। এখান দিয়ে একটি খাল প্রবাহিত হয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, দীর্ঘ ১০০ বছর আগে থেকে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় প্রথমে একটি বাঁশের সাঁকো বানানো হয়েছিল এখানে। এই ভাবে বেশ কয়েক বছর চলতে থাকার পরে গ্রামবাসীরা বিভিন্ন দফতরের জানানোর পর গত তিন বছর আগে একটি কাঠের সাঁকো তৈরি করা হয়। বর্তমানে সেই কাঠের সেতু জরাজীর্ণ বেহাল দশা। আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকাবাসী ও স্কুলের পড়ুয়াদের। ভগ্ন দশা কাঠের সেতুটি এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের কাছে। সাঁকো পারাপার করতে গিয়ে প্রায় সময় ঘটছে দুর্ঘটনা। দুই টি গ্রামের বাসিন্দাদের যাতায়াতের একমাত্র পথ এই সাঁকো। আর এই সাঁকো পারাপার করতে গিয়ে হাত- পা ভেঙ্গেছে অনেকের। বারবার স্থানীয় প্রশাসনকে সমস্যা কথা জানিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। তাই এই সাঁকো দিয়েই পারাপার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। আর এই পারাপার হতে গিয়ে অনেকেই খালের জলে পড়ে গিয়ে চোঁট ও পেয়েছে। সাঁকো পারাপারে রীতিমতো আতঙ্কে গ্রামবাসীরা। তাঁরা চান দ্রুত পাকা সেতু তৈরি করে দেওয়া হোক। তবে এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস বললেন, এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে টাকার অনুমোদন হয়ে গেলেই কাজটি করে দেওয়া হবে।

কমান্ডারদের কাছ থেকে বর্তমান পরিস্থিতি জানতে পুঞ্চ সেক্টরে সেনাপ্রধান

জম্মু, ২৫ ডিসেম্বর ঃ কমান্ডারদের কাছ থেকে বর্তমান স্থল পরিস্থিতি জানতে সোমবার পুঞ্চ সেক্টরে উপস্থিত হন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে। পুঞ্চ সেক্টরে বৃহস্পতিবার সন্ত্রাসবাদী হামলার পর তিনি এদিন সেনার গাড়িতে করে সেখানে উপস্থিত হন। সন্ত্রাসবাদী হামলার পর জম্মু বিভাগের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সোমবার রাজৌরি যান জেনারেল মনোজ পান্ডে। সোমবার রাজৌরির স্থল পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন সেনাপ্রধান। ঊর্ধ্বতন সেনা আধিকারিকরা মনোজ পান্ডেকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান এবং নিরাপত্তা গ্রিড শক্তিশালী করতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানান। পুঞ্চের সীমান্ত জেলার সুরনকোট এলাকায় ডেরা কি গালি এবং বুফলিয়াজের মধ্যে বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীর দুটি গাড়িতে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালালে পাঁচ সেনার মৃত্যু হয়। এরপর থেকে সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে পুঞ্চে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। মনোজ পান্ডে এদিন কমান্ডারদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সবচেয়ে পেশাদার পদ্ধতিতে অপারেশন পরিচালনা করতে এবং সমস্ত চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে অবিচল থাকতে উৎসাহিত করেন জেনারেল মনোজ পান্ডে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, উত্তর কমান্ড, লেফটেন্যান্ট জেনারেল সন্দীপ জৈন, জম্মু-ভিত্তিক হোয়াইট নাইট কর্পস, সিনিয়র বেসামরিক প্রশাসন এবং পুলিশ আধিকারিকদের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের জন্য রাজৌরিতে মোতায়েন করা হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলের কাছাকাছি অনুসন্ধান অভিযান চলছে। পুঞ্চ এবং রাজৌরিতে টানা তৃতীয় দিন ধরে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

রামমন্দির উদ্বোধনের আগে, বিমানপথে অযোধ্যার সঙ্গে জুড়ছে কলকাতা

লখনউ, ২৫ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধন। তার আগে বিমানপথে অযোধ্যার সঙ্গে জুড়ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। অযোধ্যার 'মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর' সম্প্রসারণের প্রথম পর্যায়ের কাজ এগোচ্ছে দ্রুত। সূত্রের খবর, আগামী ৬ জানুয়ারি থেকে দিল্লি, মুম্বই সহ দেশের একাধিক বড় শহরের সঙ্গে বিমানপথে যোগাযোগ স্থাপিত হবে অযোধ্যার। সেই শহরগুলির মধ্যে রয়েছে কলকাতাও। ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে ৩০ ডিসেম্বর অযোধ্যা বিমানবন্দরও উদ্বোধন করবেন তিনি। এর পর আগামী ৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সম্পূর্ণ পরিষেবা। ওই দিন থেকে অযোধ্যার সঙ্গে জুড়ে যাবে দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ, গোয়া। সূত্রের খবর, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোয়িং ৭৩৭, এয়ারবাস ৩১৯ এবং এয়ারবাস ৩২০ ওঠা-নামার মতো রানওয়ে এবং অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। চলতি মাসের শুরুতেই নির্মীয়মাণ বিমানবন্দর ঘুরে দেখেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভিকে সিং। উত্তরপ্রদেশ সরকার আগেই ঘোষণা করেছে, নতুন ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে উঠছে এই বিমানবন্দর। যেখানে থাকছে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, অযোধ্যায় ১৭৮ একর বিস্তৃত একটি সাধারণ বিমানঘাঁটি ছিল। এখন সেটিই দেশের অন্যতম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে গড়ে উঠছে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে ৮২১ একর জমিতে নির্মিত হচ্ছে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। প্রাথমিকভাবে গড়ে উঠছে ৬৫ হাজার স্কোয়ার ফুটের টার্মিনাল, ঘণ্টায় ২-৩টি উড়ান ওঠানামা করবে এখন, ২ হাজার ২০০ মিটার দীর্ঘ রানওয়ে নির্মাণ চলছে। পরে তা সম্প্রসারণ হবে ৩ হাজার ৭০০ মিটার অবধি।

স্টার্ক নন আইপিএলের সবচেয়ে দামি হার্দিক পান্ডিয়া!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অজি পেসার মিচেল স্টার্কই কি আইপিএলের সবচেয়ে দামি প্লেয়ার? এখনও অবধি তাই বলা যায়। আগামী আইপিএলের মিনি অকশনে রেকর্ড গড়েছেন মিচেল স্টার্ক। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার ছিলেন স্যাম কারান। গত বারের নিলামে তাঁকে ১৮.৫ কোটিতে নিয়েছিল পঞ্জাব কিংস। এ বার সেই রেকর্ড ছাপিয়ে যায়। প্যাট কামিন্সকে ২০.৫ কোটি টাকায় নিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। সেই রেকর্ডও খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। বলা যায়, একটা 'ওভার' শেষ হওয়ার আগেই সেই রেকর্ড অতীত। সৌজন্যে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং মিচেল স্টার্ক। হঠাৎ প্রশ্ন উঠছে, মিচেল স্টার্কই কি সবচেয়ে দামি? কেন এমন মনে হচ্ছে? আইপিএলের মিনি অকশনে গত কয়েক বছর খেলেননি স্টার্ক। এ বার ভারতে বিশ্বকাপ জিতে ফের আইপিএলে নাম নথিভূক্ত করেন। তাঁকে নিয়ে এমন ঝড় উঠবে, সেটা অবশ্য প্রত্যাশা করেননি। শুরুতে লড়াইটা ছিল দিল্লি ক্যাপিটালস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মধ্যে। হঠাৎই প্রবেশ কলকাতা নাইট রাইডার্সের। একটা সময় পর হাত তুলে নেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও। কলকাতা নাইট রাইডার্স নাছোড়বান্দা। অবশেষে ২৪.৭৫ কোটি টাকায় তাঁকে নেয় কেকেআর। আইপিএলের ইতিহাসে এটিই সর্বাধিক। কিন্তু আরও একটা তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। হার্দিক পান্ডিয়া নাকি স্টার্কের চেয়েও দামি! গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক ছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। এমনকি রিটেনশন লিস্টেও তাঁর নাম ছিল। রিটেনশন লিস্ট জমা দেওয়ার ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই পরিস্থিতি পুরো বদলে যায়। ট্রেডিংয়ে হার্দিক পান্ডিয়াকে নেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আইপিএল ট্রেডিংয়ের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও দল সংশ্লিষ্ট প্লেয়ারকে যে টাকায় রিটেন করে, অল ক্যাশ ডিল-এ সেই টাকাতেই নেয়। যে দল নিচ্ছে তাদের পার্স থেকে সেই টাকা বিয়োগও হয়। এবং নিয়ম মেনে আইপিএলের বেঁধে দেওয়া পার্সের সীমিত টাকা থেকেই নিতে হয়। তেমনই যে দল ছাড়ছে, সেই দলের পার্সে টাকা যোগ হয়ে যায়। এরপরও একটা শর্ত থাকে। ধরা যাক, গুজরাট টাইটান্স হার্দিক পান্ডিয়াকে ১৫ কোটি টাকায় রিটেন করেছিল। সহজ হিসেবে, হার্দিক পান্ডিয়াকে নিতে ১৫ কোটি টাকা দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এরপর ট্রান্সফার ফিও রয়েছে। সেটা কিন্তু পার্সের টাকার বাইরে। এর কোনও সীমা বেঁধে দেওয়া নেই। ট্রান্সফার ফি-র একটা বড় অংশ সংশ্লিষ্ট প্লেয়ারও পায়। সেটা কিন্তু প্রকাশ্যে আসে না। দু-দল এবং প্লেয়ারের মধ্যেই সেই তথ্য সীমাবদ্ধ থাকে। হার্দিক পান্ডিয়াকে নিতে যে ভাবে কোমর বেঁধে নেমেছিল, ট্রান্সফার অঙ্কটা যে বিশাল হতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সূত্রের খবর, হার্দিকের জন্য টাইটান্সকে ১০০ কোটি টাকা ট্রান্সফার ফি দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স! এটা কিন্তু অসম্ভব নয়। এই অঙ্কের ৫০ শতাংশও যদি হার্দিক পান্ডিয়া নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর মোট দল দাঁড়াবে ৫০ কোটি ও প্রথমে যে ১৫ কোটির অঙ্ক ধরা হয়েছিল, সেই মিলিয়ে ৬৫ কোটি টাকা! হার্দিককে ট্রান্সফার ফির কত শতাংশ দেওয়া হয়েছে, সেটা প্রকাশ্যে আসেনি। মোদ্দা কথা, মিচেল স্টার্কই সবচেয়ে দামি, এটা কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলা যায় না।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন? পরিষ্কার জবাব রোহিত শর্মার

সেঞ্চুরিয়ন, ২৫ ডিসেম্বরঃ ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পর থেকেই জল্পনা চলছে। টানা দশ ম্যাচ জিতে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল ভারত। যদিও ট্রফি আসেনি। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার। এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, রোহিত শর্মা কি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবেন? ভারতকে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব কে দেবেন? সঙ্গে আরও নানা প্রশ্ন এবং সংশয়। বক্সিং ডে টেস্ট শুরুর আগে আরও একবার এই প্রশ্নের সামনে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে আর দেশের হয়ে এই ফর্ম্যাটে খেলেননি রোহিত শর্মা। প্রশ্ন থাকাই স্বাভাবিক। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পরই কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেছিলেন বোর্ড কর্তারা। উপস্থিত ছিলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। সূত্রের খবর, সেখানেই বোর্ড কর্তাদের কাছে রোহিত জানতে চেয়েছিলেন, তাঁকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভাবনায় রাখা হচ্ছে কিনা। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির শুরুর কথা ছিল রোহিতের।

যদিও বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছিল, বিরাট-রোহিত দু'জনই দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা বলের ক্রিকেট থেকে বিশ্রাম চেয়েছিলেন। বোর্ড সেই অনুরোধ মেনেও নেয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেন সূর্যকুমার যাদব। আগামী জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের প্রস্তুতির সুযোগ বলতে, ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বাকি প্রস্তুতি সারতে হবে আইপিএলেই। রোহিতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন করায় বলেন, ''আমি ক্রিকেট খেলতে চাই। টুর্নামেন্ট, ফর্ম্যাট যাই হোক না কেন।'' সূত্রের খবর, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার ওপরই ভরসা রাখা হচ্ছে। তিনিই নেতৃত্ব দেবেন। এখনও অবধি এই পরিস্থিতি থাকলেও, বদলানোর জায়গাও রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শেষে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ রোহিতের। কারণ, এরপরই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচে টেস্ট সিরিজও রয়েছে। আইপিএলে রোহিত কেমন খেলেন, তার ওপরও যেন অনেক কিছু নির্ভর করবে।

৭০ কোটির দল নিয়েও কেন হারছে মোহনবাগান!

কোচের কাছে জবাব চাইলেন কর্তারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ আইএসএলে একটা সময় অপরাজিত ছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। কিন্তু পরপর দুটি ম্যাচে হেরে শঙ্কায় সবুজ মেরুন শিবির। অ্যাওয়ে ম্যাচে মুম্বইয়ের কাছে হারের পরে ঘরের মাঠে এফসি গোয়ার কাছেও চার গোল হজম করে বিশ্রীভাবে হেরেছে। সেই নিয়ে দলের মধ্যে নতুন করে বিতর্ক মাথাচাড়া দিচ্ছে। একটা সময় এই দলের সাফল্যের পিছনে অবদান ছিল রয় কৃষ্ণ, বুমোসদের। সেইসময় কোচ জুয়ান ফেরান্দোকে নিয়েও উচ্ছ্বাস ছিল সমর্থকদের মধ্যে। কিন্তু এবার মোহনবাগান এএফসি কাপে ব্যর্থ, এমনকী ৭০ কোটি টাকার এই দলের সামগ্রিক অবস্থান ভাল নয়। দলে চোটআঘাতের ভিড়, কামিন্স, দিমিত্রিরা ফর্মে নেই।

কোচের কৌশলও ঠিক হচ্ছে না। তিনি দলের রিজার্ভ বেঞ্চ গঠনে নজরই দেননি। তারওপর কোচের কথার ভিত্তিতেই রয় কৃষ্ণদের মতো তারকাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই চাকরি বাঁচাতে ২৭ ডিসেম্বর কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে জিততেই হবে দলকে। না হলে আইএসএলের খেতাব থেকে অনেকটাই দূরে সরবে বাগান। কর্তারা গতকাল ম্যাচ হারের পরে কোচের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, এত বাজেটের দল নিয়েও কেন সাফল্য আসছে না। যদি একান্তই ফেরান্দোকে সরানো হয়, তা হলে দলের টিডি আন্তোনিও হাবাস দলের দায়িত্ব নেবেন। তিনি কোচ হয়ে এর আগে সাফল্য এনে দিয়েছেন, তাই কর্তাদের তাঁর প্রতি ভরসা রয়েছে।

'সেঞ্চুরিয়ন' থেকে ৫০ কিমি দূরে আফ্রিকার দেশের ক্রিকেট উত্থান

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বক্সিং ডে টেস্টের অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব। অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান ম্যাচের জন্য ততটাও নয়। বক্সিং ডে টেস্টে নামছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরার মতো তারকারা। বিশ্ব ক্রিকেটের নজরে থাকবেন কিং কোহলি। ঘরের মাঠে আইসিসি ওয়ান ডে বিশ্বকাপে টানা দশ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। যদিও ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার। এরপর আর ম্যাচ খেলেননি বিরাট, রোহিতের মতো তারকারা। সেঞ্চুরিয়নের সুপার স্পোর্ট পার্কে বক্সিং ডে টেস্টে মুখোমুখি ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। তার থেকে খুব কাছেই বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে ক্রিকেট মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে আফ্রিকার এক ছোট্ট দেশ। তাদের ক্রিকেট উত্থান নিয়েই এই প্রতিবেদন। পরবর্তী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকা। আগামী জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অংশগ্রহণকারী ২০টি দল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে আফ্রিকার আরও একটি দেশের নাম রয়েছে। উগান্ডা। ক্রিকেট ইতিহাসেও জায়গা করে নিয়েছে। আফ্রিকার অনেক দেশই ক্রিকেটে প্রবেশ করেছে। আবার হারিয়েও গিয়েছে। কেনিয়া, জিম্বাবোয়ে এবং নামিবিয়াও পরিচিত নাম। তবে উগান্ডার মতো অনেক দেশই যে ক্রিকেট খেলে, সেটা যেন অজানাই রয়ে গিয়েছে। গত নভেম্বরের ঘটনা। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে জিম্বাবোয়ের মতো শক্তিশালী দেশকে উড়িয়ে দিয়েছে তারা। যোগ্যতা অর্জনের ফাইনাল পর্ব হয়েছিল নামিবিয়ায়। যেখানে এই পর্ব হয়েছিল তার খুব কাছেই ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা বক্সিং ডে টেস্ট। আফ্রিকা অঞ্চলের যোগ্যতা অর্জনের পর্বে উগান্ডার সঙ্গে ছিল

নামিবিয়া, জিম্বাবোয়ে, কেনিয়ার মতো শক্তিশালী দল। এর মধ্যে নামিবিয়া এবং জিম্বাবোয়ের কথা আলাদা করে বলতে হয়। কেনিয়া বিশ্বকাপ খেলেছে। একটা সময় তাদের ক্রিকেট অনেক উন্নত ছিল। নামিবিয়া গত কয়েকবছর ধারাবাহিক ভালো খেলছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও যোগ্যতা অর্জন করছে। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী নিঃসন্দেহে জিম্বাবোয়ে। একটা সময় কিংবদন্তি ক্রিকেটার উঠে এসেছে এই দেশ থেকে। এখনও বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলেন জিম্বাবোয়ের প্লেয়াররা। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইপিএলেই রয়েছেন জিম্বাবোয়ের সিকান্দার রাজা। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে অল্পের জন্য পা হড়কেছিল জিম্বাবোয়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনেও তাদের ছাপিয়ে গিয়েছে উগান্ডা। আফ্রিকা আঞ্চলিক পর্ব থেকে নামিবিয়ার সঙ্গে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে উগান্ডা। ১৯৭৫ সালে প্রথম ওয়ান ডে বিশ্বকাপে খেলেছিল ইস্ট আফ্রিকা। সে সময় ইস্ট আফ্রিকা টিমের অংশ ছিল উগান্ডাও। স্বাধীন ভাবে খেলার সুযোগ মিলছে এ বার। আইসিসির উদ্যোগ এবং সুযোগকে দারুণ ভাবে কাজে লাগিয়েছে উগান্ডা। শুধু তাই নয়, বিশ্ব ক্রিকেটের মানচিত্রে যেমন নিজেদের তুলে ধরার লক্ষ্য, তেমনই আইপিএলের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও খেলার যোগ্যতা অর্জনে লক্ষ্য উগান্ডার ক্রিকেটারদের। নামিবিয়ার অলরাউন্ডার ডেভিড উইজে আইপিএলের গত সংস্করণেও ছিলেন। কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলেছিলেন ডেভিড। এ বারও মিনি অকশনে নাম রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন। যদিও দল পাননি। কে জানে, আগামীতে উগান্ডার কোনও ক্রিকেটারকে আইপিএলের মঞ্চে দেখা যেতেই পারে!

স্টাম্পের পিছনে দ্রাবিড়ের ভরসা সেই রাহুলই!

সিদ্ধান্তে 'প্রতিবাদ' পার্থিবের

সেঞ্চুরিয়ন, ২৫ ডিসেম্বরঃ মঙ্গলবার থেকেই শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট সিরিজ। সেই টেস্টে ভারতের প্রথম একাদশে কেএল রাহুলের ভূমিকা কী হবে, এই নিয়ে জল্পনা চলছিল। ম্যাচের একদিন আগে সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। তিনি জানিয়ে দিলেন, উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবেই খেলানো হবে কেএল রাহুলকে। লাল বলের ক্রিকেটে রাহুল খুব একটা কিপিং করেননি। টি২০ ও ওয়ানডে ম্যাচে যেভাবে রাহুলকে উইকেটকিপার হিসেবে খেলতে দেখা যায়, টেস্ট ক্রিকেটে সেভাবে দেখা যায়নি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে উইকেটকিপার হিসেবেই খেলবেন রাহুল। ভারতীয় ক্রিকেটের টিম ম্যানেজমেন্ট দেখতে

চায়, লাল বলের ক্রিকেটে স্টাম্পের পিছনে রাহুল কতটা সফল হতে পারেন। তবে টিম ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেননি ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার পার্থিব প্যাটেল। পার্থিব নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে রাহুল দ্রাবিড়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে লেখেন, 'ভারতের টেস্ট ম্যাচের উইকেটকিপার এমন একজনের হওয়া উচিত যিনি রঞ্জি ট্রফি বা প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে নিয়মিত কিপিং করছেন।' কেএল রাহুলের এমন কোনও নজির নেই বললেই চলে। কেএল রাহুল উইকেটকিপার হিসেবে খেললে, কেএস ভরতের সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। রাহুলকেই ৪ বা ৫ নম্বরে ব্যাট করতে পাঠাবেন রোহিত শর্মা। তবে রোহিতের সঙ্গে কে ওপেন করবেন তা এখনও জানা যায়নি। ঋতুরাজ গায়কোয়াড চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ায়, চিন্তায় পড়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেডস্যার। সূত্রের খবর, বাংলার ক্রিকেটার অভিমন্যু ঈশ্বরণের ভারতীয় দলে অভিষেকের সম্ভাবনা আছে। তবে মহম্মদ শামির বদলে কোন পেসারকে খেলানো হবে, সেই নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি রাহুল দ্রাবিড়।

বাংলায় এবার আইপিলের মতো লিগ

উদ্যোগ সৌরভের, মুখ ঝুলনও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ নতুন বছরে বঙ্গ ক্রিকেটে খুশির হাওয়া। আসতে চলেছে বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগ। বঙ্গবাসী তৈরি তো? সিএবি কিন্তু প্রায় তৈরি। আর আইপিএলের জন্য সারাবছর ধরে অপেক্ষা নয়। এ বার আইপিএলের ধাচে খাস বাংলায় হবে বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগ। ইতিমধ্যেই যার অনুমোদন পেয়ে গিয়েছে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা সিএবি। দায়িত্বে রয়েছেন খোদ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজ যেখানে রয়েছেন, সেখানে রাজকীয় কিছু যে থাকবে তা বেশ ভালোই আঁচ করা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, নতুন বছরের প্রথমের দিকেই এই লিগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে সিএবি। প্রথম সারির ক্রীড়া চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার হবে এই লিগ। কী কী চমক থাকছে এই লিগে? বেশ কিছু বছর ধরে এই লিগের ভাবনা ছিল সিএবির মাথায়। সেই মতোই ব্লু প্রিন্ট সাজিয়ে নিয়েছিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সিএবি সদস্য সঞ্জয় দাসরা। গত বছরই ভারতীয় বোর্ডের অনুমোদন পেয়েছে সিএবি। তারপর থেকেই জোরকদমে শুরু হয়েছে পরিকল্পনা। তবে সবটা এখনও গুছিয়ে উঠতে পারেননি স্নেহাশিসরা। বঙ্গ ক্রিকেটে নতুন চমক আনতে চলেছে এই লিগ। অন্যান্য রাজ্যে আইপিএলের ঢংয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ চালু হলেও সেখানে মহিলাদের সুযোগ ছিল না। মহিলাদের কথা ভেবে তাই এই লিগে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভেবেছে সিএবি। শোনা যাচ্ছে, পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে এই লিগ হবে। পুরুষদের লিগের মুখ হবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মহিলাদের লিগের নেতৃত্ব দেবেন ঝুলন গোস্বামী। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠতি প্রতিভাদের খুঁজে বের করে তাঁদের মঞ্চ দেবে সিএবি, এমনটাই ভাবনা তাদের।

কী নিয়মে সাজানো হচ্ছে এই লিগ?

আইপিএলের শেষ হওয়ার অন্তত ১৪ দিন পর এই লিগ শুরু করতে হবে। শুধু নিজের রাজ্যের ক্রিকেটারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এই লিগ। এমনকী কোচও থাকবেন রাজ্যের। বাইরে থেকে কোনও কোচ বা ক্রিকেটারদের ভাড়া করা যাবে না।

কারা হতে চলেছে বাংলা প্রিমিয়ার লিগের দল?

এখানেও চমক থাকতে পারে। আইপিএলের নাম করা কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কথা বলেছেন সিএবি কর্তারা। তার মধ্যে অন্যতম শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। এ ছাড়া রয়েছে নীতা আম্বানির মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও গোয়েঙ্কাদের লখনউ সুপার জায়ান্টস। জানা যাচ্ছে, এই সব ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকদের সঙ্গে সৌরভ নিজে কথা বলেছেন।

দল কেনার জন্য আগ্রহও প্রকাশ করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা, এমনটাও খবর।

কবে শুরু হবে এই লিগ?

নতুন বছরের মে মাসের মধ্যেই হয়তো শেষ হয়ে যাবে আইপিএল। কোটিপতি লিগ শেষ হওয়ার ১৪ দিনের মাথায় বিপিএল শুরু করার কথা ভাবছে সিএবি। সেই সময় বর্ষা থাকবে তাই সবটা মাথায় রেখেই দিনক্ষণ চূড়ান্ত করবে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। আবার সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়ে যাবে ঘরোয়া ক্রিকেট। ফলে ক্রিকেটারদের পাওয়া যাবে না। এই বিষয়টাও ভাবতে হচ্ছে সিএবিকে।

কী প্রক্রিয়ায় নিলাম হবে?

প্রত্যেক দলে ২০ জন করে ক্রিকেটার রাখার সুযোগ রয়েছে। তবে প্রথম বছরে কোনও নিলাম থাকছে না। ক্রিকেটারদের একটি নির্দিষ্ট মূল্য বেঁধে দেওয়া হবে। আর সেই মূল্য একেবারেই আকাশছোঁয়া হবে না। ড্রাফ্‌টিংয়ের মাধ্যমে ক্রিকেটারদের বেছে নিতে পারবে আট দল। এ ছাড়া ড্রাফ্‌টিংয়ে পালা করে ভালো ক্রিকেটার নিতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। অর্থাৎ, যদি একটি দল ওপেনার বিভাগে প্রথমে বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়, অন্য দলের কাছে মিডল অর্ডারে প্রথম নাম ডাকার সুযোগ পাবে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সকলেই পছন্দমতো ক্রিকেটার বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে। সব দলে যাতে সামঞ্জস্য থাকে সেই কথা মাথায় রেখেই এই নিয়ম চালু করতে চলেছে সিএবি।

কীভাবে দল সাজানো হবে?

রাজ্যের সেরাদের মধ্যে আট জনকে সুযোগ দেওয়া হবে। এবং প্রত্যেক দলে একজন করে মার্কি প্লেয়ার থাকবে। এ ছাড়া প্রত্যেক দলের প্রথম একাদশে এক জন করে জেলার ক্রিকেটার ও এক জন অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটারকে রাখতেই হবে। উঠতি তারকাদের তুলে আনার কাজেই বেশি জোর দেবে সিএবি। প্রত্যেক দলে কতজন করে বাংলার ক্রিকেটার থাকবেন তাও ঠিক করে দেবে কর্তৃপক্ষ। নিকটবর্তী তিন-চারটে জেলা মিলিয়ে তৈরি হবে একটি অঞ্চল। সেখান থেকেই ক্রিকেটারদের বেছে নেওয়া হবে।

কী কী চমক থাকছে?

আইপিএলের মতোই বিনোদনের রঙিন সুতোয় এই লিগকে বাঁধতে চলেছে সিএবি। টলিপাড়ার তারকাদের এই লিগে যুক্ত করার কথা ভাবছে কর্তৃপক্ষ। যাতে তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি করে এই লিগমুখী করা যায়। বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগ কি আইপিএলের মতো জনপ্রিয়তা পাবে? বিশেষজ্ঞদের অনুমান, সময় লাগবে। তবে যে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ নিয়ে দেশজুড়ে যে উন্মাদনা চোখে পড়ে তাতে এটুকু নিশ্চিত যে এই লিগ নিয়েও মাতামাতি কম হবে না। সবচেয়ে ভালো বিষয় হল বাংলার অলিগলিতে ছড়িয়ে থাকা উঠতি প্রতিভারা একটা মঞ্চ পাবেন। যেখান থেকে আরও বড় মঞ্চের দরজা খুলে যাবে তাঁদের কাছে। কে বলতে পারে এই লিগের হাত ধরেই হয়তো বাংলা থেকে উঠে আসবেন বিরাট-রোহিতদের উত্তরসূরীরা।

ব্রাজিলকে হুঁশিয়ারি ফিফার

জুরিখ, ২৫ ডিসেম্বরঃ ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিল আদৌ খেলতে পারবে কিনা তাই নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ফুটবল নিয়ামক সংস্থা ফিফার রোষের মুখে পড়েছে পাঁচবারের বিশ্বকাপজয়ী দল। ফিফার তরফে ব্রাজিল ফুটবল দলকে সাসপেন্ড করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে!

২০২৪ সালে যেসব ট্রফি জিততে পারেন মেসি

ফ্লোরিডা, ২৫ ডিসেম্বরঃ বিশ্বকাপ জয়ের সুখস্মৃতি নিয়ে ২০২৩ সাল শুরু করেছিলেন লিওনেল মেসি। এ বছরও একাধিক ট্রফির পাশে লেখা হয়েছে মেসির নাম। পিএসজির হয়ে দুটি এবং নতুন মরসুমে ইন্টার মায়ামিতে গিয়ে জিতেছেন একটি শিরোপা। ক্লাবের হয়ে তিনটি শিরোপা জিতলেও জাতীয় দলের হয়ে এ বছর কোনও ট্রফি জেতার সুযোগ ছিল না মেসির। এ বছর আর্জেন্টিনার কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট না থাকার কারণেই মূলত জাতীয় দলের জার্সিতে ট্রফিহীন থাকতে হয়েছে মেসিকে। ২০২৪ সালে অবশ্য মেসির সামনে ক্লাবের পাশাপাশি জাতীয় দলের হয়েও ট্রফি জেতার দারুণ সুযোগ আছে। জাতীয় দলের হয়ে দুটি এবং ক্লাবের হয়ে মেসি জিততে পারেন ছয়টি ট্রফি। এই আট ট্রফির মধ্যে আছে কোপা আমেরিকা ও কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার সুযোগও। ২০২৪ সালে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সামনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ আছে। এই বছর প্রীতি ম্যাচ ও ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচের পাশাপাশি কোপা আমেরিকার মতো বড় প্রতিযোগিতায় খেলতে নামবেন মেসিরা। পাশাপাশি মেসির সামনে সুযোগ আছে আরেকটি অলিম্পিক সোনা জেতারও। কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে মাঠে নামবে তারা। ২০ জুন শুরু হওয়া টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৪ জুলাই। সাম্প্রতিক ছন্দ বিবেচনায় এই টুর্নামেন্টে ফেবারিট হিসেবেই মাঠে নামবে মেসির আর্জেন্টিনা। গ্রুপ পর্বে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ পেরু আর চিলির

সঙ্গে মেসিরা পাবেন কনক্যাকাফ অঞ্চলের কানাডা বা ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোকে। প্লে-অফে মুখোমুখি হয়ে এ দুই দলের যেকোনো একটি মূলপর্বের টিকিট পাবে। কোপা আমেরিকা শেষ হওয়ার দুই সপ্তাহ পর শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিক। এর আগে জানুয়ারির শেষ দিকে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দল প্রি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপ খেলবে। যদি তারা উত্তীর্ণ হতে পারে, তবে মূলপর্বে লড়াইয়ের সুযোগ পাবে। আর মূল লড়াইয়ে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের পাশাপাশি বেশি বয়সী তিনজন খেলোয়াড় খেলানোর সুযোগ আছে। গুঞ্জন আছে আর্জেন্টিনা মূল লড়াইয়ে সুযোগ পেলে সেখানে খেলতে পারেন মেসিও। মেসির অলিম্পিকে খেলা নিয়ে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানো কয়েক দিন আগে বলেছিলেন, ''যদি সে খেলতে চায়, আমরা তাকে স্বাগত জানাব, তবে আমাদের আগে উত্তীর্ণ হতে হবে। মেসি যেখানে যেভাবে জাতীয় দলে খেলতে চায়, তার জন্য দ্বার সব সময় খোলা।'' ২০২৪ সালে মেসি মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) পুরোটাই খেলার সুযোগ পাবেন। এ বছর মেসি এসেই বদলে দিয়েছেন দলকে। এর মধ্যে দলে যোগ দিয়েছেন লুইস সুয়ারেজও। নতুম মরসুমে প্লে-অফে চোখ রেখেই মাঠে নামবে ইন্টার মায়ামি। এ বছর ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েই দলটিকে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম ট্রফি এনে দিয়েছেন মেসি। তাঁর হাত ধরেই ইন্টার মায়ামি জিতেছে লিগস কাপের শিরোপা। এবার মেসির সামনে চ্যালেঞ্জ সেই শিরোপা ধরে রাখার। এরপর মেসি তৃতীয় যে শিরোপাটি মায়ামিকে জেতাতে পারেন, সেটি ইন্টার-আমেরিকান কাপ। গত মরসুমে লিগস কাপ জেতার কারণেই মূলত এই টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পেয়েছে ইন্টার মায়ামি। মেসির সামনে এবার কনকাকাফ চ্যাম্পিয়স লিগ জেতারও দারুণ সুযোগ আছে। এই টুর্নামেন্টে সরাসরি শেষ ষোলোয় খেলবে মায়ামি। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ রাউন্ড ওয়ানে মুখোমুখি হতে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নাশভিল ও ডমিনিক রিপাবলিকের দেপোর্তিভো মোকার মাঝে বিজয়ী দল। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলে ইন্টার মায়ামি বছরের শেষ দিকে গিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে খেলার সুযোগ পাবে। আর শেষ যে শিরোপাটি ইন্টার মায়ামি জিততে পারে, সেটি ইউএস ওপেন কাপ। শেষবার ফাইনালে হেরে রানার্সআপ হয়েছিলেন মেসিরা। এবার নিশ্চয়ই শিরোপা জিততে মুখিয়ে থাকবেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501